চারউইনঃ

কিশোর-যাত্রীর ভ্রমণকথা

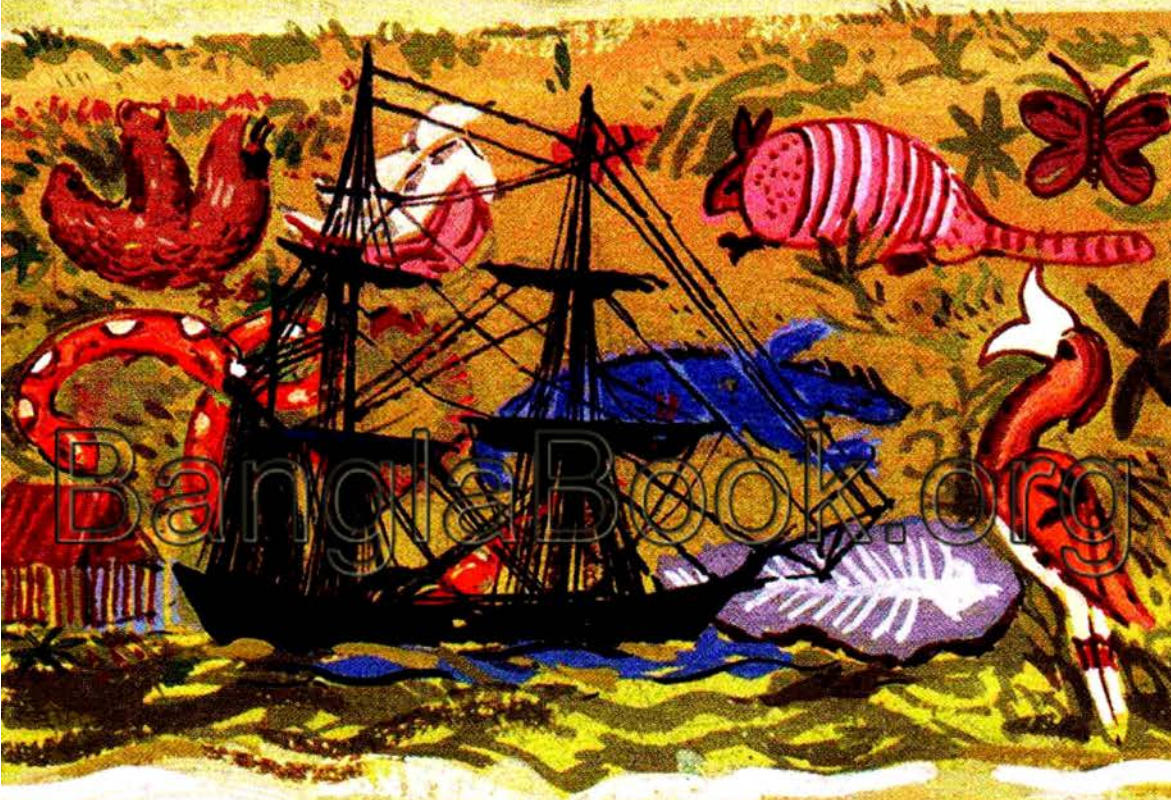

BanglaBook.org

দ্বিজেন শর্মা

চার্লস্ ডারউইন মানবের জীবনদৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছিলেন প্রজাতির উদ্ভব ও বিবর্তন বিষয়ক তাঁর মৌলিক অনুসন্ধিৎসা ও তত্ত্বরাজি দিয়ে। ২২ বছরের যুবক ডারউইন বিগ্‌ল্ জাহাজে করে পাড়ি দিয়েছিলেন ভূ-প্রদক্ষিণ অভিযানে। কীট-পতঙ্গ, জীবাশ্ম এবং প্রকৃতি ও জীবজগতের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রকৃতিবিদ তাঁর বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাগুলো ক্রমে বিকশিত করে তোলেন। এইসব পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণজাত উপলব্ধি তিনি লিপিবদ্ধ করতে থাকেন তাঁর ডায়েরিতে। ডারউইনের ডায়েরি ও ভ্রমণানুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে তাঁর বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা পল্লবিত হওয়ার কাহিনী মেলে ধরেছেন নিসর্গপ্রেমী প্রকৃতিবিদ প্রাবন্ধিক দ্বিজেন শর্মা। ডারউইন বিষয়ক তাঁর তৃতীয় এই গ্রন্থে ভ্রমণকাহিনীর আমেজ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চমৎকার মিশেল ঘটেছে। সুললিত বাংলায় বিজ্ঞানচিন্তাকে প্রকাশে দ্বিজেন শর্মার জুড়ি নেই। জগৎখ্যাত এক বৈজ্ঞানিক অভিযানকে সেই অনুপম দক্ষতায় তিনি বিবৃত করেছেন এখানে। অসংখ্য চিত্রশোভা সজীব করে তুলেছে তাঁর বর্ণনা, পাঠক যেন সত্যিই অংশী হয়ে ওঠেন ডারউইনের ভ্রমণপথের।

ডারউইন : বিগ্‌ল্‌-যাত্রীর ভ্রমণকথা

দ্বিজেন শর্মা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সাহিত্য প্রকাশ

প্রচ্ছদ : বীরেন সোম
দ্বিতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৫, জুলাই ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০৬, ডিসেম্বর ১৯৯৯
ISBN 984-465-209-X

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা
প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

আছো অন্তরে

জহুরুল হক
আবদুল্লাহ আল-মুতী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচি

প্রাক্-কথন ■ ১১
যাত্রা-শুরু ■ ১৫
ব্রাজিলের ভূস্বর্গে ■ ২০
সামনে উরুগুয়ে ■ ২৯
আর্জেন্টিনার তেপান্তরে ■ ৩৫
৪০০ মাইল পেরিয়ে ■ ৪৪
কুমেরু বলয়ে : টিয়েরা ডেল-ফুয়াগো ■ ৫৫
আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে ■ ৬০
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি . গ্যালাপাগস্ ■ ৬৭
দ্বীপ-দ্বীপান্তরে ■ ৭৬
নারিকেল মর্মরিত প্রবালের দ্বীপ ■ ৮১
গৃহপানে ■ ৮৪

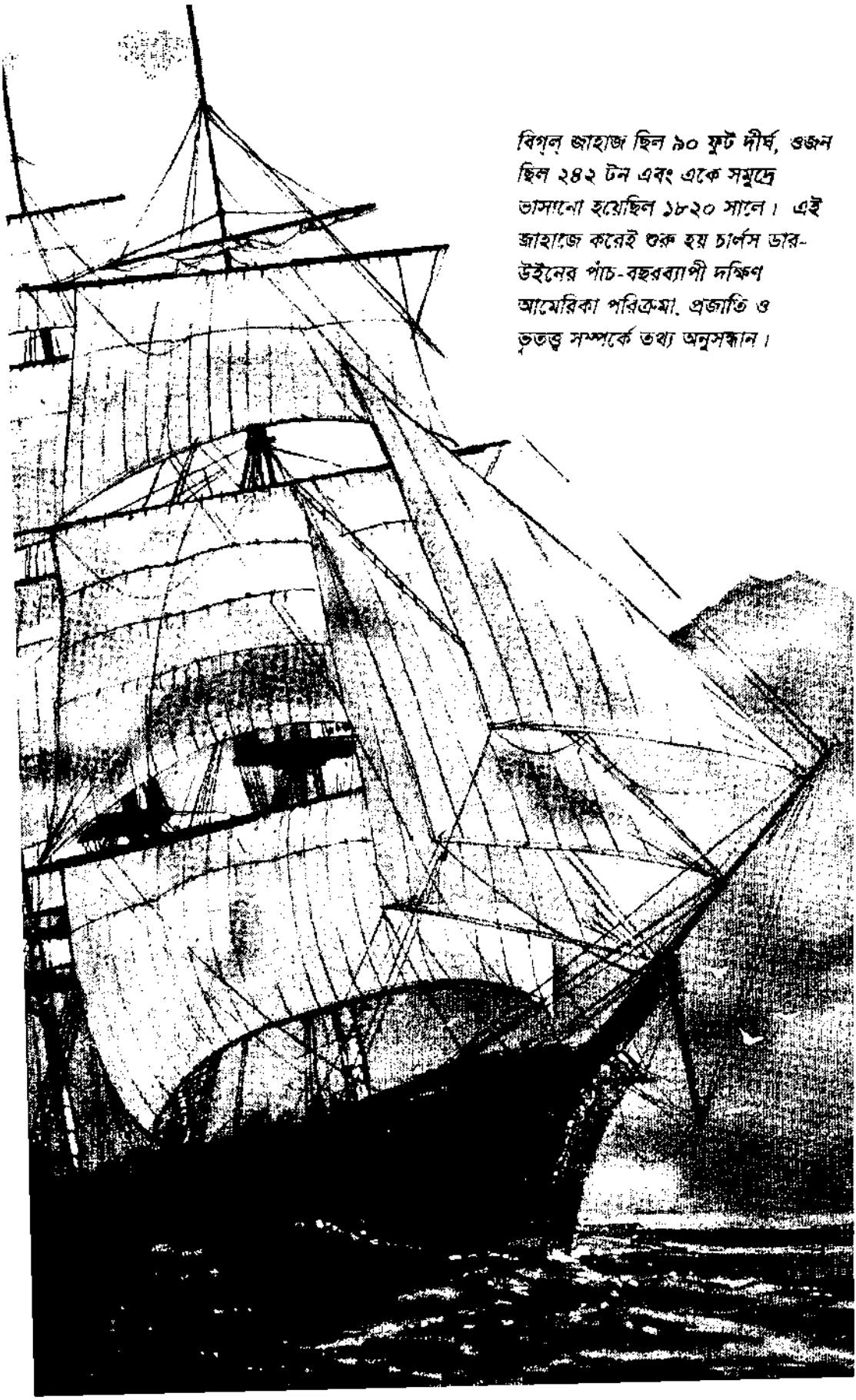

বিগল্ জাহাজ ছিল ৯০ ফুট দীর্ঘ, ওজন ছিল ২৪২ টন এবং একে সমুদ্রে ভাসানো হয়েছিল ১৮২০ সালে। এই জাহাজে করেই শুরু হয় চার্লস ডার-উইনের পাঁচ-বছরব্যাপী দক্ষিণ আমেরিকা পরিক্রমা, প্রজাতি ও ভূতত্ত্ব সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান।

প্রসঙ্গত

শতাধিক বছর আগের এই ভ্রমণকাহিনী পাঠকসমক্ষে হাজির করার জন্য কিছু একটা যৌক্তিকতা দেখানো আবশ্যক মনে করি। *The Voyage of the Beagle* কোনো মামুলি ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়, একটি বৈজ্ঞানিক সন্ধান-সফর, যার ফলে সৌখিন প্রকৃতিপ্রেমী তরুণ চার্লস ডারউইন শেষ পর্যন্ত পাকাপোক্ত বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। বিগ্‌ল্‌-যাত্রীর এই রোজনামচা পাঠ ব্যতীত ডারউইন-পাঠ সম্পূর্ণ হওয়ার নয়। এই ধরনের সফরে কতোটা সাহস, ধৈর্য ও শ্রম বিনিয়োগ এবং অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ আবশ্যক, তা সর্বকালের শিক্ষণীয় বিষয়। বৈচিত্র্যময় ভূদৃশ্যের অনবদ্য বর্ণনা এবং নানা দেশের তৎকালীন সামাজিক অবস্থার আকৃষ্টকর উপস্থাপনও বইটির অতিরিক্ত সম্পদ। বিজ্ঞান আর সাহিত্যের মিশেল হিসেবেও কাহিনীটি মূল্যবান।

সফরকালীন ২৪টি খাতায় লেখা এই রোজনামচার খসড়া বহু পরিমার্জনার পর ১৮৩৯ সালে প্রথমে ইংল্যান্ডে *Journal of Researches* ও পরে আমেরিকার *The Voyage of the Beagle* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বইতে উল্লিখিত গাছপালা ও জীবজন্তুর বৈজ্ঞানিক শনাক্তি ও প্রজাতির পরিবর্তনশীলতার অনুসিদ্ধান্তগুলো কিন্তু পরবর্তী সংযোজন, কেননা সফরকালে এসব বিষয়ে ততোটা জ্ঞান ডারউইনের ছিল না। আরেকটি বিষয়ও স্মর্তব্য তৎকালে জীববিজ্ঞানীরা ভাবতেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিগুলো ঈশ্বরসৃষ্ট ও অপরিবর্তনশীল। প্রত্নজীববিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও তখনো বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, মহাপ্লাবনের সময় নোহ্‌র নৌকায় উঠতে ব্যর্থ প্রাণীরাই লোপ পেয়েছে, শিলীভূত হয়েছে। কিন্তু এইসব লুপ্ত জীবকুলের সঙ্গে বর্তমানের অনেক জীবন্ত জীবের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের ব্যাপারটি তাঁরা এড়িয়ে যেতেন। সেকালের বিজ্ঞানের এই বাস্তবতার কথা মনে না রাখলে ডারউইনের ভ্রমণকালীন কোনো কোনো পর্যবেক্ষণ খুবই প্রাথমিক বা সরল মনে হবে। ডারউইন বইটি ভূবিদ চার্লস লায়েলকে এই বলে উৎসর্গ করেন যে, 'শুধু আপনার জন্যই আমি লেখক হতে পারলাম।'

১৯৫৯ সালে ডারউইনের *প্রজাতির উৎপত্তি* গ্রন্থের প্রকাশনার শতবর্ষ উদ্‌যাপনকালে এই বিজ্ঞানীর গ্রন্থাবলী ও তাঁর বিষয়ে নানা বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হলে সেগুলো কিছু কিছু আমাদের দেশেও পৌঁছায়। এভাবেই হাতে আসে *The Voyage of the Beagle* ও ডারউইন বিষয়ে অন্যান্য কিছু বইপত্র। এই সফরনামা

নিয়ে একটি বই লিখতে শুরু করি ১৯৬২ সালে বরিশালে। পরে তিন খণ্ডে ডারউইন বিষয়ক একটি গ্রন্থলহরী লেখার সিদ্ধান্ত নিই। আমার পরিকল্পনায় এই ভ্রমণকাহিনী শেষখণ্ডে স্থান পায়। প্রথমে বেরয় *চার্লস ডারউইন পিতামহ সুহৃদ সহযাত্রী*, ১৯৭৪ (পরের সংস্করণ *সতীর্থবলয়ে ডারউইন*, ১৯৮৪), তারপর *চার্লস ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি*, ১৯৯৭। সময়ের এই বিশাল ফারাকের মূলে রয়েছে বরিশাল থেকে ঢাকায় আমার কর্মস্থল বদল ও শেষে চাকরিসূত্রে দীর্ঘকাল রাশিয়ায় বসবাস।

সরু সরু হরফের ঠাসবুনুনিতে মুদ্রিত ৪৮৯ পৃষ্ঠার একটি অত্যন্ত সুলিখিত ও সারগর্ভ গ্রন্থের সারসংক্ষেপণ শুধু কঠিনই নয়, নির্মমও। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই বাদ গেছে, বিশেষত ভূতত্ত্বে আমার সীমিত জ্ঞানের জন্য সেখানেই অবিচার ঘটেছে বেশি। তবু মূল বিষয়বস্তু যথাসম্ভব অটুট রেখে অনুসন্ধিৎসু তরুণদের বৈজ্ঞানিক বীক্ষানির্মাণে সহায়তা যোগানোসহ বইটিকে সুখপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি। *The Voyage of the Beagle* (Bantam Books / New York, 1958) ছাড়াও বিশেষ সহায়ক হয়েছে *Darwin and the Beagle*, Alan Moorhead, (Penguin Books, 1969) ও *Charles Darwin A Great Life in Brief* (Alfred A. Knopf, New York 1966).

৯ মে, রাশিয়ার বিজয়দিবস
মস্কো, ১৯৯৮

দ্বিজেন শর্মা

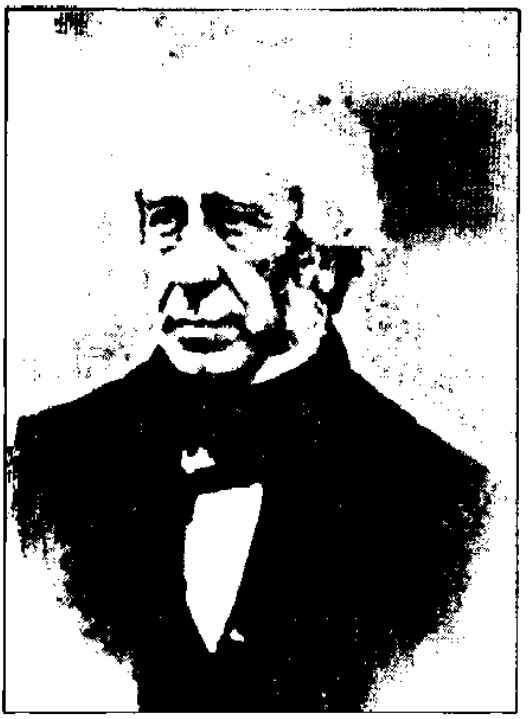

স্টিভেন্স হেন্‌স্লো

প্রাক্-কথন

ইংল্যান্ডের মফস্বল-শহর শ্রুস্‌বারিতে চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। পিতা রবার্ট ডারউইন নামি চিকিৎসক। পিতামহ এরেস্‌মাস ডারউইন ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, কবি, দার্শনিক ও জীববিবর্তনতত্ত্বের প্রবক্তা। আট বছর বয়সে চার্লস ডারউইন মাকে হারান। পড়াশোনা শ্রুস্‌বারির গ্রামার স্কুলে। তারপর ডাক্তারি পড়ার জন্য এডিনবরা। ওই বিদ্যা তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। পরে পাদ্রি হওয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় স্নাতক ডিগ্রি লাভের জন্য ভর্তি হন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৮২৮)। কোনোদিনই মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না। প্রকৃতির রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে এবং গাছপালার নমুনা, কীটপতঙ্গ ও শামুক-ঝিনুক কুড়াতে ভালোবাসতেন। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে ভ্রমণ ও প্রকৃতিনিরীক্ষা বিষয়ক বইপত্র, শ্রেণীকক্ষের চেয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সভাসমিতিতে যাতায়াত বেশি পছন্দ করতেন। এভাবেই ঘনিষ্ঠতা ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক—ভূতাত্ত্বিক অ্যাডাম সেজউইক ও উদ্ভিদবিদ স্টিভেন্স হেন্‌স্লোর সঙ্গে। শেষোক্ত ব্যক্তির শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার সুবাদেই ডারউইন সৌখিন প্রকৃতিপ্রেমী থেকে সত্যিকার প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন, যদিও প্রকৃতিবিদ্যার কোনো শাখাই তাঁর পাঠ্যবিষয় ছিল না।

১৮৩১ সালের জানুয়ারি মাসে কেমব্রিজের স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার পর গির্জায় চাকরি খোঁজার বদলে ডারউইন

ক্যাপ্টেন ফিট্‌স্‌রয়

চার্লস ডারউইন

ভূতত্ত্ব মক্‌শ করার জন্য প্রথমে শ্রুস্‌বারির ভূ-মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও পরে অধ্যাপক সেজউইকের সঙ্গে একটি নিরীক্ষাসফরে উত্তর ওয়েল্‌স্‌ যান। ২৪ আগস্ট বাড়ি ফিরে হেন্‌স্লোর একটি চিঠি পান ও জানতে পারেন যে, রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজ 'বিগ্‌ল্‌' তিন বছরের জন্য দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল জরিপে যাচ্ছে এবং তাতে নিসর্গী হিসেবে তিনি ডারউইনের নাম সুপারিশ করেছেন। 'উৎসাহী ও উদ্যমী একজন যুবকের পক্ষে এতাধিক উত্তম আর কী হতে পারে? নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে অধিক সন্দেহ মনে ঠাঁই দিও না। ওরা ঠিক তোমার মতো লোকই খুঁজছে...।'

এ ছিল ডারউইনের স্বপ্নাতীত। কিন্তু বাবা বেঁকে বসলেন। প্রথমত, তিনি একে কর্মজীবন থেকে পালানোর অছিলা ভাবলেন এবং দ্বিতীয়ত, যে-জাহাজে তাঁর ছেলের মতো একজন নবিশের দায়িত্বপূর্ণ কাজ জুটে তার নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। অগত্যা ডারউইন মাতুল যোসায়া ওয়েজউডের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর মধ্যস্থতায় ডা. ওয়ারিং মত বদলান ও ডারউইন সফরে যাওয়ার অনুমতি পান।

বিগ্‌ল্‌ জাহাজের ক্যাপ্টেন রবার্ট ফিট্‌স্‌রয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে ডারউইন ৫ সেপ্টেম্বর লন্ডন পৌছন। ক্যাপ্টেন ডারউইনের চেয়ে চার বছরের বড়, এই জাহাজ নিয়ে ইতোমধ্যে একবার দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, অত্যন্ত কর্মদক্ষ এবং একই সঙ্গে অসহিষ্ণু ও বদমেজাজি। ডারউইন পুরো বিপরীত চরিত্রের মানুষ — নম্র, ভদ্র, তেমন স্মার্টও নন, আর নিজ পেশা অর্থাৎ নিসর্গী হিসেবেও আনাড়ি। তবে একটি ক্ষেত্রে দু'জনের গভীর মিল : উভয়ই অত্যন্ত ধার্মিক ও বাইবেলে কথিত সৃষ্টিতত্ত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী। প্রথম সাক্ষাতেই ডারউইন মুগ্ধ, যেন নেপোলিয়নবিজয়ী তরুণ নেলসন্‌কে সামনে দেখছেন। ফিট্‌স্‌রয় কিন্তু উচ্ছ্বসিত হন না। ডারউইনের নাকটা তেমন টিকালো নয়, আর তাঁর মতে সেটা অস্থিরমতির লক্ষণ। যা-হোক সন্দিগ্ধ ক্যাপ্টেন শেষ পর্যন্ত ডারউইনকে মনোনীত করেন।

বিগ্‌ল্‌ ১০-কামানের ২৪২-টনি জাহাজ, ৯০ ফিট লম্বা, গোটাটাই মেহগনি কাঠের, খুবই মজবুত, লোক ধরে সর্বমোট ৭৪ জন। ক্যাপ্টেন ও ডারউইন ছাড়া যাত্রী ১২ অফিসার, ২ সার্জন, ১ চিত্রী, ৩৪ খালাসি, কিছু নৌসেনা ও অন্যান্য কর্মী, তিনজন

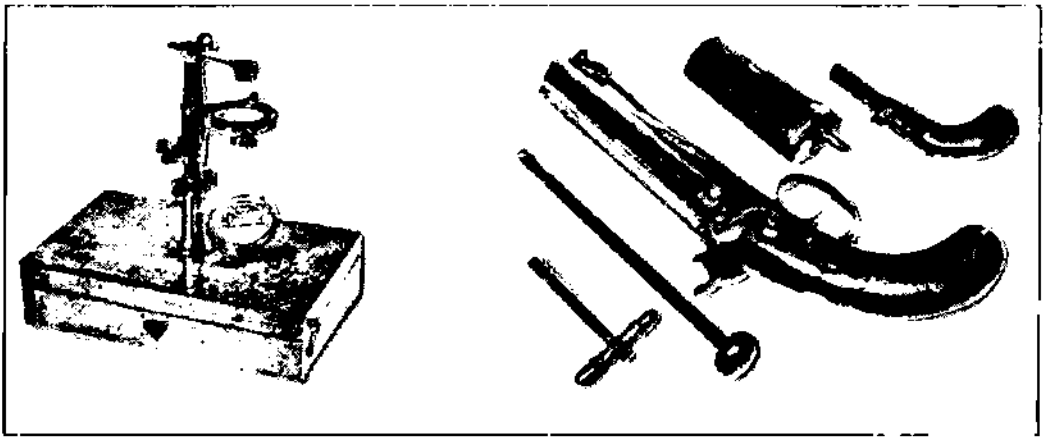

ভ্রমণকালে ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ ও আনুষঙ্গিকসহ পিস্তল

ফুয়িজীয় আদিবাসী ও একজন পাদ্রি—সবমিলিয়ে ৭২ জন। জেমি বাটন, ইয়র্কমিনিস্টার ও ফুজিয়া বাস্কেট (জাহাজের একমাত্র নারী-যাত্রী) এই তিনজন ফুয়িজীয় আদিবাসীকে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ বিন্দু থেকে আগের সফরে লন্ডনে নিয়ে আসেন ফিট্স্‌রয়, লেখাপড়া শেখান, খৃস্টধর্মে দীক্ষা দেন এবং এখন নিয়ে চলেছেন সেখানে পুনর্বাসনে, সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী পাদ্রি রিচার্ড ম্যাথু, যাঁরা ওই সভ্যতাশূন্য অন্ধকার দেশে সভ্যতার আলো জ্বালবে, বর্বরদের ধর্ম ও পশ্চিমা রীতিনীতি শিক্ষা দেবে। গোটা দক্ষিণ আমেরিকার অজানা অঞ্চলের সঠিক দ্রাঘিমা নির্ণয়, বন্দর-নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান খোঁজাসহ ব্যাপক জরিপ এবং অদ্যাবধি অজ্ঞাত জলভাগ ও উপকূলের মানচিত্র তৈরিই সফরের মূল কর্মসূচি। বিগ্‌ল্ ফিরেছিল প্রায় পাঁচ বছর পর, নৌ-দফতরের জন্য এনেছিল ৮২টি উপকূলীয় মানচিত্র, বন্দরের ৮০টি নকশা-পরিকল্পনা ও ৪০টি দৃকচিত্র। এই পরিক্রমায় আরেকটি আলোড়ক আবিষ্কার ঘটেছিল, একটি প্রহেলিকার সমাধান মিলেছিল আর সেটি প্রজাতির উৎপত্তি।

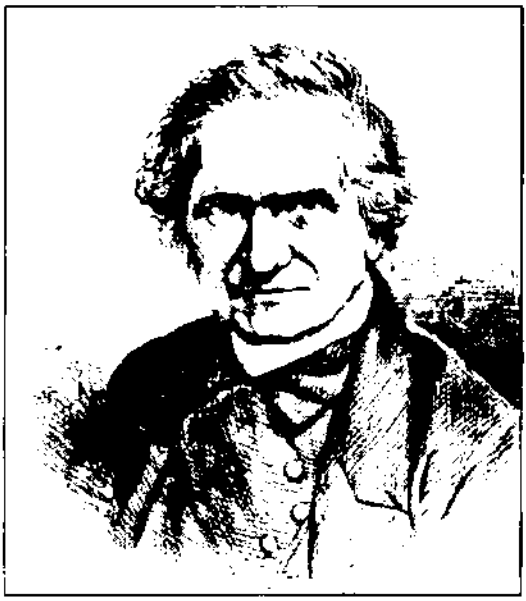

অ্যাডাম সেজ্‌উইক

ডারউইন বিগ্‌ল্ জাহাজের অবৈতনিক নিসর্গী। সমুদ্রে আবাস ও আহার নিখরচায়। স্থলভাগে ভ্রমণ ও সংগ্রহের খরচ নিজস্ব আর সেটা যোগাবেন স্নেহশীল পিতা ডা. ওয়ারিং। ডারউইন সঙ্গে নিলেন একটি দূরবীন ও মাইক্রোস্কোপ, কয়েকটি ম্যাগনিফায়িং গ্লাস, সংগৃহীত নমুনা সুরক্ষার স্পিরিট ও অঢেল শিশিবোতল, তীরে আত্মরক্ষার জন্য অতি-জরুরি কয়েকটি পিস্তল, শিকারের জন্য বন্দুক ও রাইফেল, বইয়ের মধ্যে মিলটনের *Pardise Lost*, হামবোল্ডের *Personal Narrative* এবং

শেষ মুহূর্তে হেন্‌স্লোর সৌজন্যে হাতে-আসা লায়েলের *Principles of Geology*, ১ম খণ্ড। পরে একইভাবে পান বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। এই গ্রন্থাবলীর তত্ত্বীয় দিকগুলো ভ্রমণকালে মাঠপর্যায়ে যাচাই করে তিনি ক্রমে পাকা ভূবিদ হয়ে ওঠেন এবং ভূতত্ত্বের কিছু নতুন তথ্যাদিও আবিষ্কার করেন। অধিকন্তু, ভূতত্ত্ব জ্ঞানের বিস্তার তাঁকে জীবপ্রজাতির উৎপত্তি ও বিলয়ের প্রহেলিকা সমাধানেও যথেষ্ট সহায়তা যোগায়।

১৬ ডিসেম্বর প্লিমাউথ বন্দর থেকে ছেড়ে কিছুদূর গিয়েই বিগ্‌ল্ প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে বন্দরে ফেরে। শীতের মরশুমি ঝড়ে উত্তাল আটলান্টিক আবারও বিগ্‌ল্‌কে ফিরিয়ে দেয় ২১ ডিসেম্বর। শেষে ২৭ ডিসেম্বর (১৮৩১) জাহাজ ছাড়লো ডেভেনপোর্ট থেকে এবং ফেরে প্রায় ৫ বছর পর ২ অক্টোবর (১৮৩৬) কর্ন্‌ওয়ালের ফালমাউথ বন্দরে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১

যাত্রা-শুরু

২৭ ডিসেম্বর (১৮৩১) জাহাজ ছাড়লো সন্ধ্যায়। সমুদ্র উত্তাল। সমুদ্রপীড়ায় পড়লেন ডারউইন। মাথাঘোরা ও বমিবমি। কিশমিশ ছাড়া কিছুই রোচে না। সারাদিন শুয়ে থাকা। মাঝেমাঝে ডেকের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। ক্যাপ্টেনের সোফায় বসে বই পড়ার চেষ্টা করেন, দুর্বলতা লুকোতে চান।

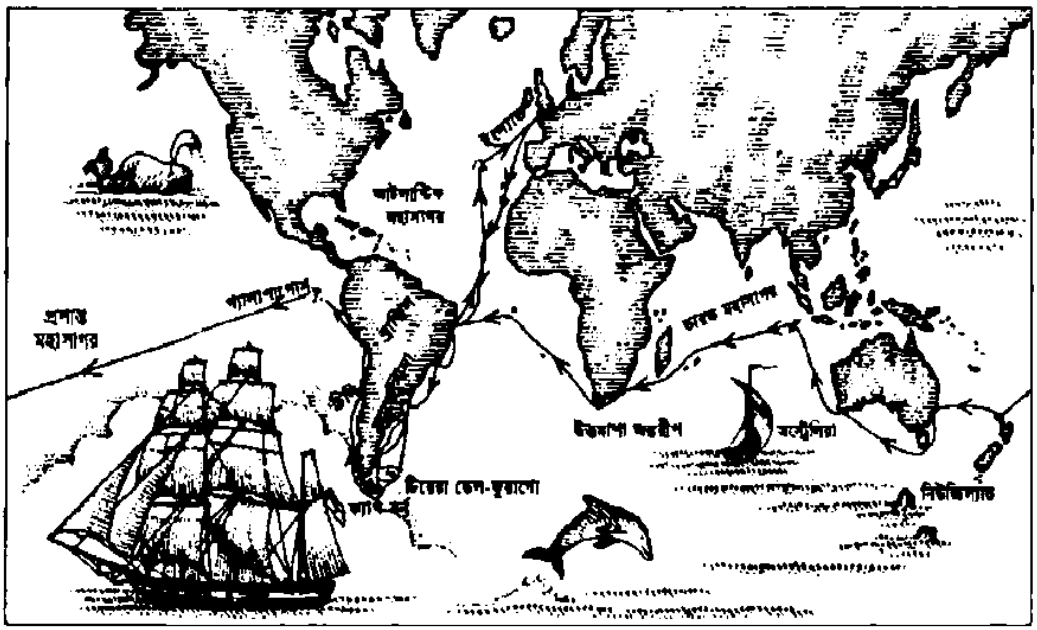

বিগল্-জাহাজের ভ্রমণপথ

পরের বন্দর থেকেই দেশে ফেরত পাঠানোর আশঙ্কা এড়াতে পারেন না। বোন ক্যারোলিনকে লিখলেন 'সমুদ্রপীড়ার যন্ত্রণা কল্পনাতীত ছিল...চরম ক্লান্তিতে জ্ঞান হারানোর এক অসহ্য অনুভূতি... শুধুই হ্যামকে শুয়ে থাকি, কিন্তু কোনোই লাভ হয় না।' এরই মধ্যে যৎসামান্য আয়োজনে নববর্ষ (১৮৩২) উদ্‌যাপিত হলো।

৬ জানুয়ারি বিগ্‌ল্‌ টেনেরিফ দ্বীপে পৌঁছলো। উষ্ণমণ্ডলে বসন্তের হাওয়া। সবাই পারে নামতে চায়। কিন্তু ইংল্যান্ডে কলেরার মহামারী চলছিল বলে বিগ্‌ল্‌ সঙ্গরোধে আটক পড়লো। দু'সপ্তাহের আগে কারো বন্দরে নামা নিষেধ। অগত্যা জাহাজ নোঙর তুললো। ভোরে প্রথম সূর্যের আলোয় দেখা গেল ক্যানারি দ্বীপের পর্বতমালা, তাতে সেঁটে থাকা পেঁজা তুলোর মতো মেঘপুঞ্জ এবং ঝলমলে গিরিচূড়া। নিরক্ষীয় নিসর্গদৃশ্যের এই প্রথম চমক ডারউইন কোনোদিন ভুলতে পারেন নি।

১৫ জানুয়ারি বিগ্‌ল্‌ কেপ-ভের্দ দ্বীপপুঞ্জের প্রায়া বন্দরে ভিড়লো। ডেক থেকে দেখা গেল বিরান বিবর্ণ ভূমি। পুরাকালের আগ্নেয়গিরির লাভাগঠিত ঊষর জমি প্রায় বৃক্ষহীন। জায়গাটা ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে। সর্বত্র মাথাকাটা টিলা। দিগন্তে ছেঁড়া-ছেঁড়া পাহাড়। ইংল্যান্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলেই হয়তো এই নিসর্গচিত্র ডারউইনের ভালো লাগে। 'নিরেট ঊষর এই অঞ্চলের... এমন একটা মহিমা আছে, যা বেশি গাছপালা থাকলে নষ্ট হতো।'

বিগ্‌ল্‌ এখানে একনাগাড়ে ২৩ দিন থাকলো। ক্যাপ্টেন জায়গাটার সঠিক দ্রাঘিমা নির্ধারণে ব্যস্ত থাকলেন আর ডারউইন ঘুরে বেড়ালেন মাঠেঘাটে। জমিতে তাজা ঘাস নেই। শুকনো খড়কুটো চিবোচ্ছিল অনেকগুলো গরু ও ভেড়া। মাঝে-মাঝে প্রবল বৃষ্টি নামে আর তখনই লাভাগঠিত পাথুরে জমির ফাটল থেকে গজায় অঢেল ঘাসপাতা। শুকিয়েও যায় তাড়াতাড়ি। পশুরা এগুলিই খায়। ঝরনা ও নালার পাশে ঘন ঝোপঝাড়। ভেরেণ্ডা গাছে বসা মাছরাঙা ছোঁ-মেরে ধরে ফড়িং আর টিকটিকি। ইংল্যান্ডের প্রজাতির মতো পাখিগুলো তেমন রঙচঙে নয়।

একদিন গেলেন দূরের গাঁয়ে। এদেশে যেখানে পানি সেখানেই সচ্ছলতা, যেখানে শুষ্কতা সেখানেই দারিদ্র্য। কালো মানুষেরাই বেশি গরিব। এক পাল বনমোরগ দেখলেন। ভারি ভীতু। মাঠের বাবলা গাছগুলোর গড়ন বড় অদ্ভুত লাগাতার সমুদ্রবায়ুর তোড়ে একদিকে বাঁকা, কোনোটা-বা পুরো সমকোণে।

অবিরাম ধূলিপাতের জন্য দ্বীপে একটা ধোঁয়াটে ভাব লেগেই আছে। প্রায়া বন্দরে পৌঁছার আগের দিন ডারউইন ডেক থেকে বাদামি রঙের কিছু বালুর নমুনা তুলে রাখেন। এগুলো কোথা থেকে আসে? আফ্রিকা না আমেরিকা? এতে আছে পাথরকণা, জীববস্তু, জীবাণু, বীজকণা বা স্পোর। এভাবে কি দূরদূরান্তরে, দেশদেশান্তরে প্রাণের বিসরণ সম্ভব? ডারউইন

BanglaBook.org

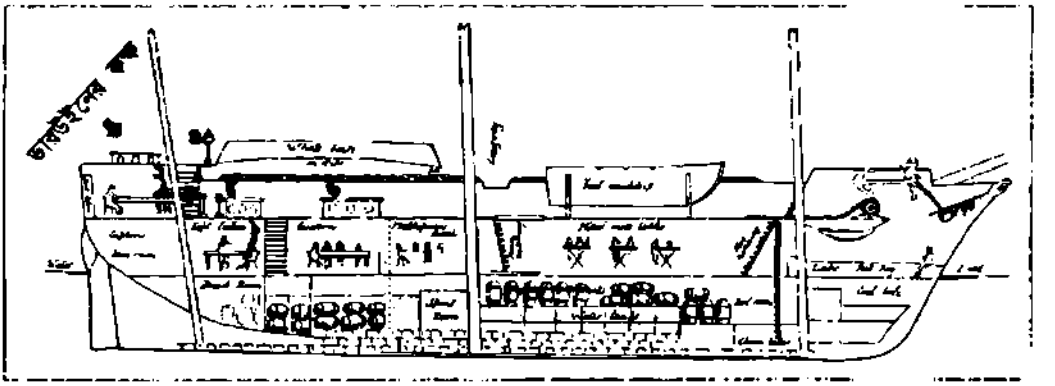

বিগ্‌লের ভেতরের নকশা (লম্বচ্ছেদ)

ভাবনায় পড়েন।

দ্বীপের ভূতত্ত্বেও তিনি আকৃষ্ট হন। উপকূল বরাবর সমুদ্রের উপর ঝুঁকে-পড়া একটি পাহাড়, কয়েক মাইল লম্বা, প্রায় ৪৫ ফিট উঁচু, তাতে চুনাপাথরের সাদা সাদা স্তরে কোম্বজের অজস্র খোল, যেগুলো এখনো পাশের উপকূলেই আছে। প্রথম দেখা আগ্নেয়-দ্বীপের ভূতত্ত্ব বোঝার জন্য খুলে বসলেন লায়েলের বই। কিন্তু কীভাবে সমুদ্রতলের এইসব খোলক চুনাপাথরের স্তরে সেঁধেছে, কীভাবেই-বা চুনাপাথরের স্তরগুলো পাহাড়ের উপরে উঠে এসেছে, তার কোনো হদিস বইতে মেলে না। ভাবেন, তিনিও একদিন ভূতত্ত্ব বিষয়ে একটি বই লিখবেন। অর্ধশতক পর এই দিনটির কথা স্মরণ করে লিখেছেন, 'আমার জন্য সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। নিচু এক লাভা-পর্বতের তলায় বসেছিলাম। কিছু মরুজ গাছপালা আর পায়ের কাছেই জোয়ারজলে ভরা ডোবায় রাজ্যের সব জীবন্ত প্রবাল।'

কিছু সামুদ্রিক প্রাণীও তাঁর নজর কাড়ে। একটি খোলহীন শামুক (শ্লাগ), ইঞ্চিপাঁচেক লম্বা, মেটে-হলুদ, দুষ্প্রাপ্য নয়, মোটেও, খায় পাথরে লাগা শ্যাওলা, ভয় পেলে বেগুনি-লাল রঙ ছেড়ে ঘোলা পানিতে লুকোয়, তাছাড়া শরীরে আছে কটুরস — আত্মরক্ষার বাড়তি ব্যবস্থা। একটির পেট চিরে কিছু পাথরকুঁচি পেলেন। অক্টোপাস ও কাট্‌লফিস নিয়েও কিছুটা পরীক্ষা করেন। বলাবাহুল্য, সবগুলো নমুনাই স্পিরিটের বোতলে ঢোকে। এখানেই সংগ্রহের শুরু আর চলেছে গোটা সফর।

বিগ্‌ল্ ব্রাজিলের পথে ১৬ ফেব্রুয়ারি ভিড়লো সেন্ট-পল্‌স্ শিলাদ্বীপে। অদ্ভুত দ্বীপ — একখণ্ড শ্বেতপাথর যেন সমুদ্রফুঁড়ে উঠেছে। অসংখ্য পাখি মেঘপুঞ্জের মতো দ্বীপটিকে ঘিরে রেখেছে। ভারি বোকা সব। মানুষকে একটুও ভয় পায় না। তাই বেধড়ক মারা পড়লো খালাসিদের হাতে।

BanglaBook.org

পানিতে মাছও অঢেল। বড়শি ফেলা আর তোলা। তাজা মাছ-মাংসের ভূরিভোজ চললো ক'দিন।

দ্বীপটির বেড় এক মাইলেরও কম, মাত্র ৫০ ফিট উঁচু। ডারউইন পাথর পরীক্ষা করে পান অঢেল জীববস্তু — ওপরে পাখির বিষ্ঠা, নিচে ডালওয়ালা চুনে-কাঠামো, যেন চুন-ভরা এক জাতের শৈবাল। তাহলে কি কোনো কোনো জাতের শিলাগঠনে সামুদ্রিক জীবজন্তুর খোল, হাড়গোড় ও আগাছার ভূমিকা থাকে?

এই দ্বীপে দু'জাতের সামুদ্রিক পাখির বাস — ববি ও নডি। প্রথমটি রাজহাঁস, দ্বিতীয়টি চিলপ্রজাতি। ববি খোলা পাথরের উপর ডিম পাড়ে আর নডি সাগরের কিনারে সাদামাটা বাসা বানায়। মা-পাখিরা ডিমে তা দিচ্ছে। প্রত্যেক বাসার পাশে একটি করে উড়ুক্কু মাছ। সম্ভবত পুরুষ পাখি রেখেছে। পাখি বাসা ছেড়ে গেলে পাশের গর্তবাসী রাক্ষুসে কাঁকড়া ঝটিতি মাছটি সরিয়ে ফেলে। ওরা পাখির কচি ছানাপোনাও চুরি করে। এখানে কোনো উদ্ভিদ নেই, এমনকি লাইকেনও। শুধুই কীটপতঙ্গ আর মাকড়সা।

এই দ্বীপ থেকে সংগৃহীত নমুনা : ববির ওপর পরজীবী এক জাতের মাছি, তদ্রূপ একটি এঁটেল, পাখির পালকভুক মথ, বিটল বা বর্মপোকা, কাঠখোর উকুন ও দুই জাতের মাকড়সা। নারকেলসহ অন্যান্য গাছপালা না দেখে ডারউইন বরং খুশিই হন, কেননা 'এতে কাহিনীর কাব্যাংশ নষ্ট হয় বটে, তবে সামুদ্রিক দ্বীপের প্রথম বাসিন্দা হওয়ার দাবি তো কেবল পালকখোর বিষ্ঠাভুক কীটপতঙ্গ আর মাকড়সারই।'

বিগ্‌ল্ বিষুবরেখা পেরিয়ে ব্রাজিলের দিকে চলেছে। সমুদ্র শান্ত। শুধুই ডলফিনের লাফালাফি, পাখিদের ওড়াউড়ি। ইতোমধ্যে ডারউইন ৪ ফিট লম্বা একটি টানাজাল বানিয়ে হালে বসিয়ে রঙবেরঙের সব ক্ষুদে সামুদ্রিক প্রাণী ধরছেন। এসব কাজের দৌলতে অফিসার মহলে 'প্রাজ্ঞ দার্শনিক' ও খালাসিদের কাছে 'পোকাশিকারি' খেতাব জুটেছে আর এই সঙ্গে অকৃত্রিম সহমর্মিতা ও ভালোবাসা। এখনকার নিত্যদিনের নির্ঘণ্ট সকাল আটটায় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে নীরবে প্রাতরাশ (কেন না ফিট্‌স্‌রয়ের মেজাজ তখন সপ্তমে থাকে), আবহাওয়া ভালো থাকলে জালে শিকার ধরা ও পরীক্ষা, নইলে পড়াশোনা, একটায় ডিনার (ভাত, শাকসবজি, মটরশুঁটি ও রুটি), বিকেল পাঁচটায় সান্ধ্যভোজ (মাংস, স্কার্ভিরোধী ভিটামিন সি-যুক্ত আচার, আপেল ও লেবুরস), তারপর রেলিংয়ে হেলান দিয়ে অফিসারদের সঙ্গে গল্প, নিরক্ষীয়

BanglaBook.org

আকাশে রঙের খেলা দেখা। বাড়িতে লিখলেন 'জাহাজ বড় আরামের জায়গা। সমুদ্রপীড়া না থাকলে সবাই নাবিক হতো।'

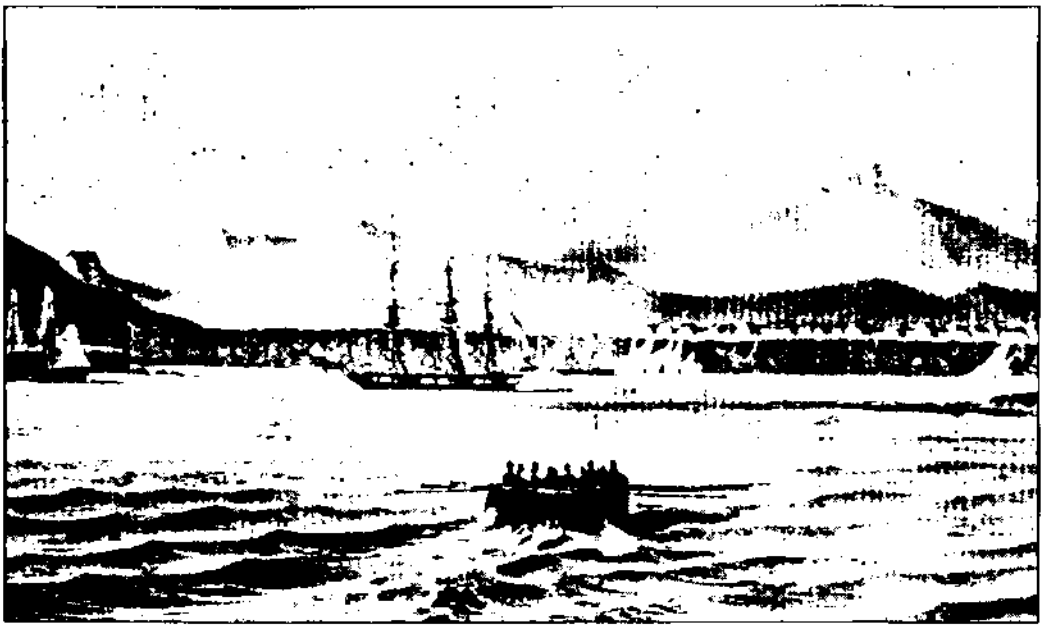

প্রায়া বন্দর

ফিট্‌স্‌রয় অল্প বয়সেই যথেষ্ট নাম করেছেন। সুদক্ষ নাবিক, খুব জেদি আর মেজাজি। সকালেই বেশি চটে থাকেন। জাহাজ ঢুঁড়ে বেড়ান। কারো ত্রুটি পেলে রক্ষা নেই। সবাই তখন তটস্থ। তারপর কয়েক ঘণ্টা চুপচাপ মুখ গোমরা, ভারি বিষণ্ণ। সম্ভবত বংশগত কোনো মানসিক রোগ। মাঝে-মাঝে ডারউইনের অসহ্য লাগে। বাড়িতে লিখলেন, 'নেপোলিয়ন বা নেলসনের তুল্য একজন মানুষের সঙ্গে এই প্রথম দেখা, তবে এমন বেয়াড়া লোকের পাল্লায় কখনো পড়ি নি।'

BanglaBook.org

২

ব্রাজিলের ভূস্বর্গে

২৯ ফেব্রুয়ারি বিগ্‌ল্‌ ব্রাজিলের বাহিবা বা সান-সালভাদর বন্দরে ভিড়লো। ইতোমধ্যে ইংল্যান্ড ছাড়ার তেষট্টি দিন পেরিয়ে গেছে। অবশেষে স্বপ্নলালিত নিরক্ষীয় অরণ্যের দেশে পৌঁছলেন ডারউইন। নোটবইতে লিখলেন 'দিনটি আনন্দে কাটলো যদিও আনন্দ শব্দটি এই অনুভূতি বোঝানোর জন্য যথেষ্ট নয়। জাঁকালো ঘাস, না-দেখা পরজীবী গাছগাছড়া, পাতার ঝলমলে সবুজ, ফুলের অপূর্ব শোভা, সবশেষে নিবিড় বনের এক ধরনের অদ্ভুত আচ্ছন্নতা। গহন অরণ্যে একই সঙ্গে শব্দ ও নৈঃশব্দের আপাতবিরোধী সহাবস্থান বড়ই বিস্ময়ের। এক ধরনের পোকার অবিরাম আওয়াজ বন্দরের জাহাজ অবধি পৌঁছয়, অথচ বনের কোলেই কী জমাট স্তব্ধতা... বন থেকে ফেরার পথে একদিন বৃষ্টি শুরু হলো। গাছের নিচে দাঁড়ালাম। উপরে পাতার ছাউনি এমনই নিবিড় যে, ইংল্যান্ডের হালকা বৃষ্টি তাতে দিব্যি আটকে যেত। কিন্তু এখানে অচিরেই গাছের গা বেয়ে জলের ধারা নামলো।'

১৮ মার্চ বিগ্‌ল্‌ নোঙর তুললো। সামনে ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনেরো। সমুদ্র শান্ত। ডারউইনের নিত্যকর্ম— জালে শিকার ধরা, শনাক্তি, পরীক্ষা, নোটলেখা ও পড়াশোনা চলছে। একদিন চোখে পড়লো সমুদ্রে ভাসমান লালচে-বাদামি অনেকগুলো চাপড়া। কোনো-কোনোটা দুই-আড়াই মাইল লম্বা আর ৩০ ফিটের মতো চওড়া। তুলে পরীক্ষা করলেন। এগুলো লোহিত-সমুদ্রের সেই বিখ্যাত শৈবালের *(Trichodesmium erythraeum)* দাম। পরে অন্যান্য সমুদ্রে এই ধরনের রঙিন চাপড়া আরো দেখেছেন। কোনোটিতে ছিল সূক্ষ্ম জীবকণা—গোলগাল, মাঝখানে খাঁজ, অবিরাম

ছুটন্ত, কোথাও-বা কুঁচো চিংড়ির মতো সিঁদুররঙা কবচী *(Crustacea)*। এই অণুজীবেরা কীভাবে দলবদ্ধ থাকে, কেনই-বা চাপড়াগুলোর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মোটেও বদলায় না—এ নিয়ে ডারউইন অনেকদিন ভেবেছেন।

৪ এপ্রিল বিগ্‌ল্‌ রিও-ডি-জেনেরো পৌঁছলো। তীরে নেমে ডারউইন

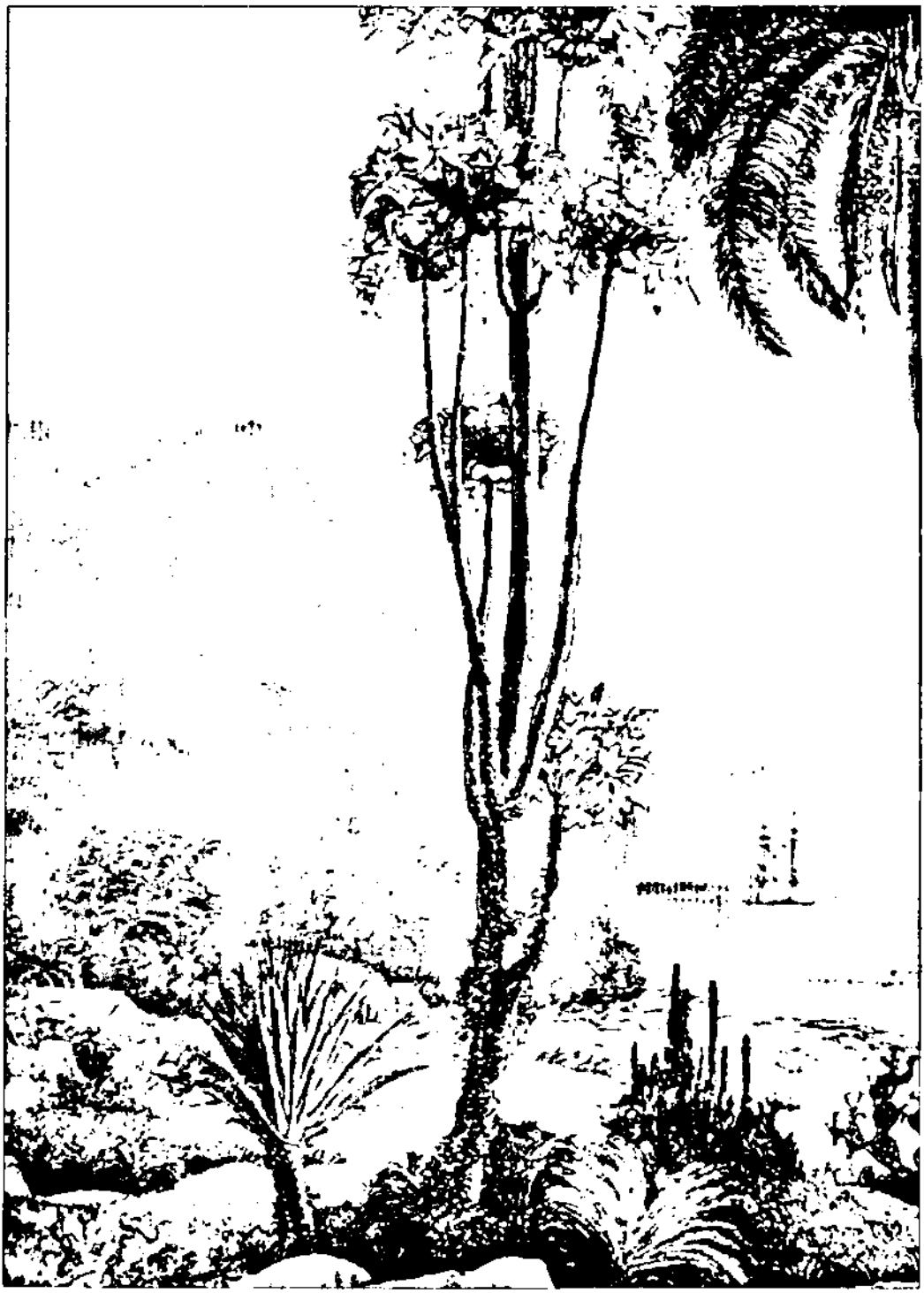

ব্রাজিল উপকূলের প্রাকৃতিক দৃশ্য

একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। থাকবেন তিন মাস। বিগ্‌ল্‌ ব্যস্ত থাকবে জরিপকাজে। পরিচয় হলো জনৈক আইরিশ খামারি প্যাট্রিক লেননের সঙ্গে। শ'খানেক মাইল দূরে তাঁর খামারবাড়ি। প্রথমে সেখানে যাওয়াই ঠিক হলো। রওনা হলেন ৮ এপ্রিল। সাতজনের একটি দল আর সঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়া। দিনটি গরম। গভীর বনের মধ্য দিয়ে পথ। নীলরঙের ঢাউশ সব প্রজাপতি উড়ছে। বন পেরিয়ে প্রান্তর। কিনারে সমুদ্র। অপূর্ব দৃশ্যপট। কিছুদূর খেতজমি। আবার জঙ্গল। রঙবেরঙের কতো পাখি টুকান, সবুজ টিয়া, হামিং বার্ড। সন্ধ্যায় নিগ্রোদের একটি গাঁয়ে ক্ষণিক বিশ্রাম। চাঁদ উঠলে আবার যাত্রা। আবছা জ্যোৎস্নায় বৃক্ষলতাহীন শিলা-পর্বতের অদ্ভুত দৃশ্য। সর্বত্র বড় বড় পাথর। জায়গাটা পলাতক নিগ্রোদাসের আস্তানা। সামান্য চাষাবাদে টিকে থাকে। খোঁজ পেলে সিপাই আসে। মারপিট চলে। ধরে নিয়ে মালিককে ফেরত দেয়। বালুভরা একটা মাঠ পড়লো। মাঝে-মাঝে জলা। গাছপালা নেই। এই বন্ধ্যা দৃশ্যপট অজস্র জোনাকির ফুলকিতে বড়ই ভূতুড়ে লাগলো। খোলা আকাশের নিচেই রাত কাটলো।

পরদিন সমুদ্র ও লেগুনের মাঝখানে দুর্গম পথ দিয়ে তারা এগোন। ধূলিধূসর আশপাশ। মৎস্যভুক নানা জাতের পাখি—মাছরাঙা, বাজ, সারস। গাছগাছালির মধ্যে শুধুই কাঁটাভরা মোটা মোটা ক্যাকটাস আর কিছু খাটো গাছ, তাতে নানা অর্কিড, ভারি সুন্দর আর সুগন্ধি ফুল। রোদ উঠলে গরম বাড়লো। সর্বত্র লবণের ধবধবে আস্তর, তাতে ঠিকরানো রোদ আর বালুর তাপ অসহ্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত একটি বসতি মিললো। একটি সাধারণ সরাইখানায় সাদামাটা দুপুরভোজ অমৃততুল্য লাগলো।

পরের পথ আরো দুর্গম। অসংখ্য ছোট-বড় ঝিল। কোনোটা নোনা, কোনোটা মিঠাপানির। সমুদ্রের জোয়ারে এগুলোতে ঢুকে-পড়া পানিতে লবণের মাত্রা বছরের বিভিন্ন সময় আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওঠা-নামা করে। ডারউইন ভাবেন—কীভাবে এখানকার জীবজন্তুরা লবণাক্ততার এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ায়? লোনা ও আলোনা পানির বাসিন্দারা কি একত্রে বসবাস করতে পারে?

জলা পেরিয়ে আবার বন। খুব উঁচু উঁচু গাছ। বনশেষে বিস্তীর্ণ বাথান। সর্বত্র অজস্র উইঢিপি, একেকটা ১২ ফিট পর্যন্ত উঁচু। তিনদিন পর যখন গন্তব্যে পৌঁছলেন তখন তাদের চেয়ে ঘোড়াগুলোই বেশি ক্লান্ত, পথে রক্তচোষা চামচিকার *(Desinodes d. orbignyi)* কামড়ে-কামড়ে সারা শরীরে ঘা।

BanglaBook.org

ইতোমধ্যে ডারউইন একটি চামচিকা ধরে স্পিরিটের বোতলে ঢুকিয়েছেন।

জায়গাটা সৃষ্টিছাড়া। অতিথি-অভ্যাগত এলে ঘণ্টা বাজিয়ে, কামান দাগিয়ে স্বাগত জানানো এখানকার রেওয়াজ। টিলার উপর ছনে-ছাওয়া কয়েকটি পাকাঘর, মাঝখানের উঠোনে কফি-বীজের বড় বড় স্তূপ। বৈঠকখানায় অনেকগুলো সোফা। দেয়ালে চুনকাম। জানালা কাচহীন। কফি প্রধান ফসল। গাছপ্রতি বছরে ফলন ৮ পাউন্ড। কাসাভার চাষও আছে। কাসাভার ময়দা ব্রাজিলে খুবই জনপ্রিয়। লোকে রুটি বানায়। বাথানে গরুর জন্য প্রচুর ঘাস আর বনে লোকেদের জন্য অঢেল শিকার। তাই ভোজের আয়োজন হলো রীতিমতো চোখ-ধাঁধানো : আস্ত আস্ত টার্কি ও একটা গোটা শূকরের রোস্ট।

ডারউইন এখানে কিছুদিন থাকলেন। বনে-বনে ঘোরেন। গাছপালা উঁচু-উঁচু, কিন্তু বেড় কম, ৩-৪ ফিট। কয়েকটি অবশ্য প্রকাণ্ড। অঢেল সাদা শিমুল। অনেক জাতের পাম। সবচেয়ে বেশি নজরকাড়া ক্যাবেজ-পাম কাণ্ড সরু, ৪০-৫০ ফিট উঁচু, মাথায় একগুচ্ছ পাতা। গাছগুলো বেয়ে উঠেছে অজস্র লতা। বুড়ো গাছের ডালে ঝুলছে খড়ের আঁটির মতো নানা পরগাছার ঝাড়। ঝলমলে ফার্ন আর বাবলাগাছ ভারি সুন্দর। 'বনের বর্ণনা সম্ভব, তবে বিস্ময়, চমক আর ভালোলাগার অনুভব বর্ণনাতীত।'

জীবজন্তু সংগ্রহের জন্য লোক রাখা হলো। ডারউইন নিজেও শিকার করেন, গাছগাছড়া কুড়োন। বনে বৃষ্টি নামে। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ভিজে যায়। এক ধরনের সাদা কুয়াশায় বন ঢাকা পড়ে। বাতাসে সোঁদা গন্ধ। অন্ধকার নামলেই শুরু হয়ে যায় ঝিঁঝি, ঘুর্ঘুরেপোকা আর ব্যাঙদের ঐকতান। জোনাকিরা ফুলকি ছড়িয়ে ওড়ে। 'আমি নীরবে এই ঐকতান শুনি যদি-না কোনো পতঙ্গ আমার নিবিড় মনোযোগ ভাঙে।'

একদিন বনে কুমরেপোকা আর মাকড়সার লড়াই দেখে ডারউইন ঘোড়া থেকে নামেন। প্রথম হুল খেয়ে মাকড়সা পাতার নিচে লুকোয়। কিছুক্ষণ পর কুমরেপোকা ফিরে শিকারটিকে যথাস্থানে না দেখে যেন অবাক হয়, খোঁজাখুঁজি করে এবং শেষে পেয়েও যায়। আরো দুটি হুল ফুটিয়ে তাকে কাবু করে। কিন্তু ডারউইন প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে মাকড়সাকে বাঁচান। আরেকদিন কালো পিঁপড়ের লম্বা লাইন দেখে দাঁড়ান। বনের সব খুদে জীব তখন পালাচ্ছে— টিকটিকি, আরসোলা, মাকড়সা। কিন্তু কোনো-কোনোটাকে তারা ঘিরে ফেলে জাপটে ধরে। জীবজগতে বিদ্যমান অস্তিত্বের প্রবল সংগ্রামের বাস্তবতা ধীরে ধীরে ডারউইন বুঝতে শুরু করেন। লক্ষ্য

BanglaBook.org

টুকো-টুকান *(Raphastos toco)*

করেন — বনে দুর্বলের টিকে থাকার জন্য ছদ্মবেশ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কোনো-কোনো পতঙ্গ দেখতে কাঠির মতো — যেন মরা ডাল। পাখির চোখ এড়ানোর জন্য কোনো কোনো বর্মপোকার বিষাক্ত ফলের আকৃতি। নিরীহ মথকে দেখায় কাঁকড়াবিছের মতো ভয়ঙ্কর। আবার কোনো-কোনো মথ যেন ঝাঁঝরা-হওয়া পাতা, কেউ-বা ঝরাফুলের মতন, কারো ঠিকরানো নকল

চোখ। হেন্‌স্লোর কথা মনে পড়ে। এসব দেখলে কত-না খুশি হতেন।

বনে সবলের ওপর দুর্বলের অত্যাচার ও অবদমন মানবসমাজেও যে কতো স্থূলভাবে বিদ্যমান ডারউইন এদেশে তা দেখে বড়ই মর্মাহত হন। একদিন বনে কর্মরত একটি নিগ্রোদাসকে কিছু বলতে গেলে হঠাৎ সে তাঁর পায়ে গড়িয়ে পড়ে, যেন অজান্তে কোনো অপরাধ করে বসেছে আর এখনই প্রচণ্ড মার খাবে। ডারউইনের আতিথ্যকর্তা প্যাট্রিক লেনন দরদী দাসমালিক হওয়া সত্ত্বেও একদা রাগের বশে একটি দাস-পরিবারের সবাইকে আলাদা-আলাদা বিক্রির হুকুম দেন, যদিও তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নি, কিন্তু হতে

দাস-নির্যাতন

পারতো এবং হয়েও থাকে।

রিও-ডি-জেনেরো ফিরে ডারউইন নতুন বাসা নিলেন সমুদ্রের পারে। সঙ্গী বিগ্‌লের চিত্রী আগস্টাস এ্যার্‌লে। তিনি বনের ছবি আঁকেন, ডারউইন কুড়োন গাছগাছড়া, পোকামাকড়। ডারউইনের ছবি আঁকার হাত নেই, তাই কোনো-কোনো নমুনার ছবি আঁকেন এ্যার্‌লে। প্যাকিংয়েও তিনি নবিশ। সে কথা জানিয়ে হেনশ্লো লিখেছেন—'একটি কাঁকড়ার একটিও পা নেই, দুটি ইঁদুরে বিস্তর ফাঙ্গাস্।'

ইতোমধ্যে এক পর্তুগিজ পাদ্রিও সঙ্গী জুটেছেন। প্রায়ই তাঁরা একত্রে

BanglaBook.org

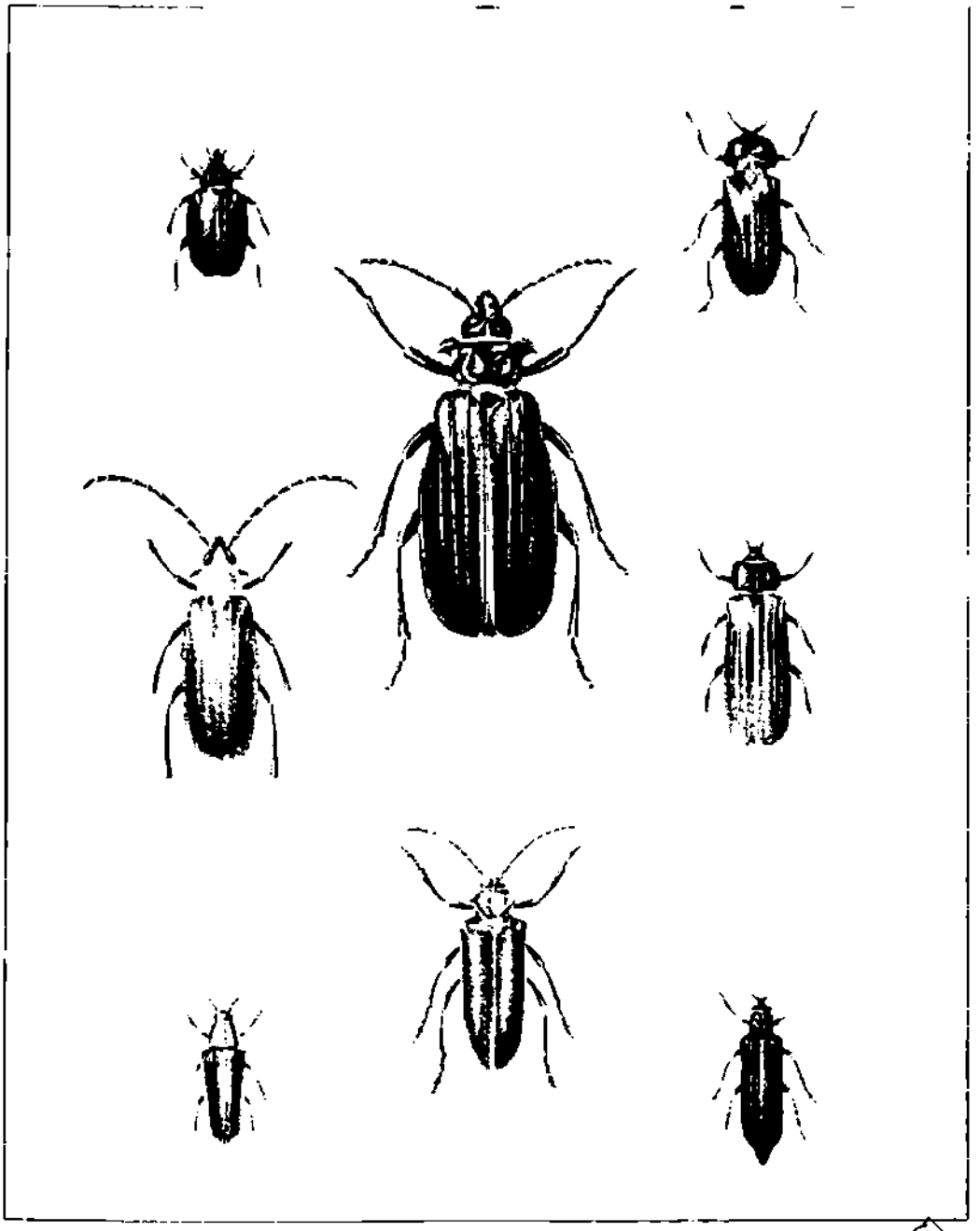

প্রত্যঙ্গের ছবিসহ নানান বর্মপোকা

শিকারে যান। একদিন দুটো সবুজ টিয়া ও একটি টুকান ছাড়া কিছুই মিললো না। শেষে পাদ্রি দাড়িয়ালা দুটো বাঁদর মারেন। অত্যন্ত লম্বা লেজের এই জন্তুদের একটা মরার পরও লেজ দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলছিল। শেষে গাছ কেটে নামাতে হলো। পাদ্রি ডারউইনকে একটি দুষ্প্রাপ্য বনবিড়ালও উপহার দেন। এই সময় বোন ক্যারোলিনকে লিখলেন 'বলতে পারো জীব-ইতিহাসে ডুব দিয়েছি। চেনা প্রজাতির সামান্য রকমফের পেলেই কৃপণের ধনের মতো সেটা আগলে রাখি।'

BanglaBook.org

হামিং বার্ড (Phalthornis eurynome)

অনেক সময় নানা পরীক্ষাও চালান জানালার কাচের ওপর ব্যাঙ হাঁটানো, জোনাকিদের মাংস খাওয়ানো, ঝলমলে রঙের এক জাতের বিট্‌ল্‌ বা বর্মপোকা কতোটা লাফাতে পারে সেটা মাপা। একসময় প্লানেরিয়া নজর কাড়ে। অদ্ভুত এই প্রাণী। মাঝখানে দু'ভাগ করলে কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যেকটি খণ্ড আবার পুরো প্রাণী হয়ে ওঠে। গড়ন খুব সাদামাটা বলে

ফরাসি জীববিদ কুভিয়েঁ একে অন্ত্রজ কৃমির বর্গভুক্ত করেছেন। অথচ তারা মোটেও কারো অন্ত্রবাসী নয়। লোনা ও আলোনা পানিতে অঢেল মেলে। ডাঙায়ও। গাছের গুঁড়ি বা পচা কাঠের নিচে থাকে। ওগুলোই খায়। আকার খুব ছোট। পাঁশুটে রঙের, কোনো-কোনোটা আবার ভারি রঙচঙেও। পচা কাঠ খাইয়ে কয়েকটি পোষেন দু'মাস। আসলে ওগুলো এক ধরনের শ্লাগ বা খোলহীন শামুক। একদিন এক ধরনের প্রজাপতি দেখেন যারা মাটির ওপর দিব্যি দৌড়োয়। ২৩ জুন একদিনেই ধরেন ৬৮ জাতের বর্মপোকা।

স্থানীয় বোটানিক গার্ডেনে যান। বাতাস গাছপালার সুগন্ধে ভরপুর—কর্পূর, দারুচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ। ব্রেডফ্রুট, কাঁঠাল ও আমের পাতাভরা গাছও বড়ই সুন্দর। সেখান থেকে পাহাড়ের ওপর পৌঁছন। মুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভা। বাতাস শীতল। সুগন্ধি লিলি ফুটেছে বড় বড় ঝোপে। মৌমাছির মতো ছোট ছোট হামিং বার্ড উড়ছে। এখানে ডারউইন পেলেন অদ্ভুত ধরনের একটি ছত্রাক *(Hymenophallus)*, কটুগন্ধি আর তাতে আকৃষ্ট এক জাতের বিট্‌ল্ বা বর্মপোকা *(Strongylus)*। মনে পড়ে কটুগন্ধি, বিট্‌ল্-ভোলানো একটি ছত্রাক ইংল্যান্ডেও আছে। এতো দূরত্ব সত্ত্বেও এমন অভিন্ন ঘটনা তাকে দারুণ ধন্ধে ফেলে।

ভাড়াবাড়ির বারান্দায় কুমরেপোকার অনেকগুলো বাসা। ওরা আধমরা সব পোকা-মাকড় ধরে ধরে আনে, বাসায় রাখে ও তাদের ওপরই ডিম পাড়ে, যাতে ডিম ফুটে বেরুনো শূককীটদের তাজা মাংসের পথ্য জোটে। মনে পড়ে প্যাট্রিক লেননের খামারবাড়ির লাগোয়া জঙ্গলে দেখা কুমরেপোকা আর মাকড়সার লড়াই। সন্তানদের জন্য অসাড়, অথচ জীবন্ত এই খাবার সংগ্রহের কৌশলটি কুমরেপোকা শিখলো কীভাবে? ডারউইন শুধুই ভাবেন, কোনো সদুত্তর পান না।

BanglaBook.org

৩

সামনে উরুগুয়ে

৫ জুলাই বিগ্‌ল্‌ রিও-ডি-জেনেরো থেকে নোঙর তুললো। সামনে উরুগুয়ের মন্টিভিডিও। দক্ষিণ গোলার্ধে শীতের মরসুম চলছে। সমুদ্র আবারও উত্তাল। জাহাজের অশ্রান্ত দুলুনিতে ডারউইন সমুদ্রপীড়ায় শয্যা নিলেন। ১৬ জুলাই নোটবইতে লিখছেন 'সমুদ্রপীড়ায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। জাহাজ ঘিরে আছে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক আর সিলের দঙ্গল।' একদিন কয়েকটি তিমিও জাহাজের কাছাকাছি এলো আর অনেকগুলো ডলফিন চললো পিছু পিছু। কিছুদিন পর এলো এক ঝাঁক পেঙ্গুইন, চেঁচায় কুকুরের মতো। জাহাজ দক্ষিণে যাচ্ছে আর শীতও বাড়ছে। অফিসারদের মতো ডারউইন দাড়ি কামানো বন্ধ করলেন এবং অচিরেই শ্মশ্রুল হয়ে উঠলেন।

জাহাজ বিশাল প্লাতে নদীর মোহনায় মন্টিভিডিও পৌঁছলো ২৬ জুলাই। পানির পৃথক রঙ স্পষ্ট নদীর ঘোলা পানি সমুদ্রের লবণাক্ত জলের চেয়ে পাতলা, তাই ভাসছে ওপরে। প্রথম ক'দিন জাহাজেই কাটলো। একদিন ডারউইন জরিপদলের সঙ্গে দূরের উপকূলে যান ভূতত্ত্ব নিরীক্ষার ইচ্ছা। ফেরার সময় সমুদ্র হঠাৎ উত্তাল হয়ে ওঠে। নির্জন তীরে সবাই আটকা পড়লেন। মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। গরম কাপড় নেই। শীতে কাঁপুনি ধরলো। অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটলো। পরদিন ঝড় আরো বাড়লো। প্রাতরাশ সারলেন উপকূলে মরে-পড়া কয়েকটি পাখি আগুনে ঝলসিয়ে। দুপুরে খেলেন জোয়ারে ভেসে আসা মাছ। সন্ধ্যার দিকে জাহাজ থেকে খাবার নিয়ে একটি বোট এলেও তীরে ভিড়তে পারলো না। আরেক রাত কাটলো ওখানেই। শুরু হলো তুষারপাত। পরে জাহাজে ফিরে নোটবইতে

BanglaBook.org

লিখলেন 'শীত যে এতোটা কষ্টকর আগে কখনোই জানতে পারি নি। শরীরে এমন কাঁপুনি ধরেছিল যে সারারাত একবারও চোখ বুজতে পারি নি।'

বন্দর থেকে কিছুদূরে মালদানাদোয় ডারউইন বাড়ি ভাড়া নিলেন। আগের মতোই সন্ধানযাত্রায় বেরুবেন আর বিগ্‌ল্‌ যাবে জরিপকাজে। ফিট্‌স্‌রয়ের

মন্টিভিডিও বন্দর

সৌজন্যে এবার সঙ্গী হিসেবে জুটেছে জাহাজের ছোকরা-খালাসি সিম্‌স্‌ কভিংটন। জীবজন্তু সংগ্রহ, সেগুলোর চামড়া তোলা ও শুকোনোর তালিম দিলেন তাকে। 'ছোকরাটি বড়ই বেয়াড়া। আমার তেমন পছন্দ নয়। তবে এই বেয়াড়াপনাই আমার কাজের জন্য লাগসই হতে পারে।' হলোও। একসঙ্গে ভালোই ছিলেন। সফরশেষেও কভিংটন অনেক বছর ডারউইনের সঙ্গে থেকেছে।

প্লাতে নদীর তীরের মালদানাদো শহরটি ছোট, পরিচ্ছন্ন, নির্জন। বেশির ভাগ বাসিন্দাই খামারমালিক ও ব্যবসায়ী। তাছাড়া আছে কিছু কামার, কাঠমিস্ত্রি ও কুটিরশিল্পী। শহরের পাশেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ফসলভরা মাঠ, উর্বর বাথান। অঢেল গরু-ঘোড়া। গাছপালার মধ্যে ক্যাকটাস আর অ্যাগেভ। কোনো বৃক্ষ নেই। ফুটন্ত ডেইজি দেখে দেশের কথা মনে পড়ে। ইতোমধ্যে অবশ্য পাদ্রি হওয়ার বাসনা বাতিল হয়ে গেছে, সেখানে ঠাঁই নিয়েছে প্রকৃতিবিজ্ঞান। ক্যারোলিনকে লিখলেন 'ভূতত্ত্বের তুলনা নেই। প্রথম পাখি শিকারের ফুর্তির তুলনায় একগুচ্ছ ফসিল পাওয়ার আনন্দ অনেক বেশি, তারা নীরবে তাদের কালের কথা শোনায়, কী রোমাঞ্চকর... নাগালে পাওয়া সব ধরনের জীবজন্তুই ধরছি।'

ডারউইন এখানে থাকেন আড়াই মাস। প্রথম যান ৭০ মাইল উত্তরে

BanglaBook.org

পালান্‌কো নদী পর্যন্ত। সাথে দু'জন সহকারী ও কয়েকটি ঘোড়া। সবারই কোমরে তলোয়ার, পিঠে বন্দুক। পথ বিপদসঙ্কুল। খুনখারাবি নিত্যদিনের ঘটনা। প্রথম রাত কাটলো এক খামারবাড়িতে। এই স্পেনীয়রা খুব অতিথিবৎসল। দেশ ছেড়েছে বহু যুগ। শিক্ষাদীক্ষা নেই। দুনিয়ার কোনো খবরই রাখে না। বড় বড় খামার নিয়েই আছে। কম্পাসের মতো যন্ত্র দেখে অবাক হয়। এটি পরখ করার জন্য ভিড় জমে। অনেকের মুখেই সেই আদি প্রশ্ন—সূর্য না পৃথিবী, কোন্‌টা ঘোরে? স্পেন ঠাণ্ডা না গরম তাও ভুলে গেছে। পৃথিবীর বড় বড় কিছু শহরের নাম শুনেছে, কিন্তু সেসব সঠিক কোথায় জানে না।

পরদিন পথে পড়লো ছোট শহর মিনাস। শিলাপর্বতঘেরা। রাতে এক পানশালায় ডারউইন এই প্রথম দেখলেন গাউচ—স্পেনীয় ও রেড ইন্ডিয়ান সঙ্কর। লম্বা, সুশ্রী গড়ন, কোমরে ছোরা, মুখে কাঠিন্য অথচ আসলে খুবই শান্ত ও বিনয়ী, সঙ্গীকে ভাগ না-দিয়ে মদ খায় না, তবে ক্ষেপে গেলে প্রতিপক্ষের গলায় ছুরি বসাতে পারে নির্দ্বিধায়। তৃতীয় দিন মাঠে অনেকগুলো উটপাখি *(Struthio rhea)* দেখা গেল। একেক দলে ২০-৩০। নীলাকাশের নিচে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বেশ ভারিক্কিই দেখায়। খুবই শান্ত জীব। কাছে গেলেও তেড়ে আসে না, ছুটে পালায়। বাসায় ডিমসংখ্যা ২০-৩০। কখনো ৭০-৮০, অর্থাৎ এক বাসায় ২-৩টি পাখিও ডিম পাড়ে। পুরুষ পাখি ডিমে তা দেয়। এই সময় ওরা ভীষণ ক্ষেপে থাকে, এমনকি ঘোড়সওয়ার দেখলেও তেড়ে আসে।

সন্ধ্যায় এক খামারবাড়ি দেখে এগোলেন। এদেশে অতিথি হওয়ার নির্দিষ্ট রীতি আছে। বাড়ির ফটকে গিয়ে 'আভে মারিয়া' বলে কেউ না-আসা পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে থাকা, গৃহকর্তা স্বাগত জানালে তবেই নামা, হুট করে রাত কাটানোর কথা না-বলে কুশলাদি জিজ্ঞাসা, গৃহস্থের পিছু-পিছু গৃহপ্রবেশ ও ভোজে বসা এবং শেষে নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে নিজের ঘোড়ার জিনের কাপড়-চোপড় দিয়ে শয্যা রচনা। রেওয়াজটি বহুদূরের উত্তমাশা অন্তরীপেও আছে। পার্থক্য সামান্যই, এখানে গৃহকর্তা অতিথিকে কিছুই জিগ্যেস করেন না, ওখানে দু'একটা—কোত্থেকে আসছেন, কোথায় চলেছেন, ভাইবোন ক'জন...

মাটির ঘর। জানালা কাচহীন। বৈঠকখানায় কিছু চেয়ার, টেবিল, টুল। আরো ক'জন অতিথি রয়েছেন। টেবিলে প্রচুর গোমাংসের রোস্ট আর লাউসিদ্ধ। পানীয় বলতে শুধুই জল। ভোজের পর ধূমপান ও গিটারে হালকা গানবাজনা। মহিলারা আলাদা এককোণে, পুরুষদের সঙ্গে খেতেও বসলেন না।

BanglaBook.org

এই অঞ্চলে গম, ভুট্টা ও শাকসবজি চাষের চল নেই। গবাদিপশু পালনই মূল পেশা। গাউচরা এখানকার কাউবয়—বাথানের রাখাল। ঘোড়া ছাড়া একপাও চলে না, মাংস ছাড়া অন্য খাবার মুখে তোলে না। ভালো শিকারি। স্থানীয় অস্ত্র লাজো ও বোলাস ছুঁড়ে উটপাখি, হরিণ, বুনো লামা দিব্যি ধরে ফেলে। লাজো হলো চামড়ার একটি লম্বা দড়ি, একমাথা ঘোড়ার জিনে বাঁধা, আরেক মাথায় পিতল বা লোহার আঙটার ফাঁস। জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে শিকারের গলা তাক করে ছুঁড়ে-দেয়া ফাঁসটি আটকে গেলেই প্রাণীটি কাবু।

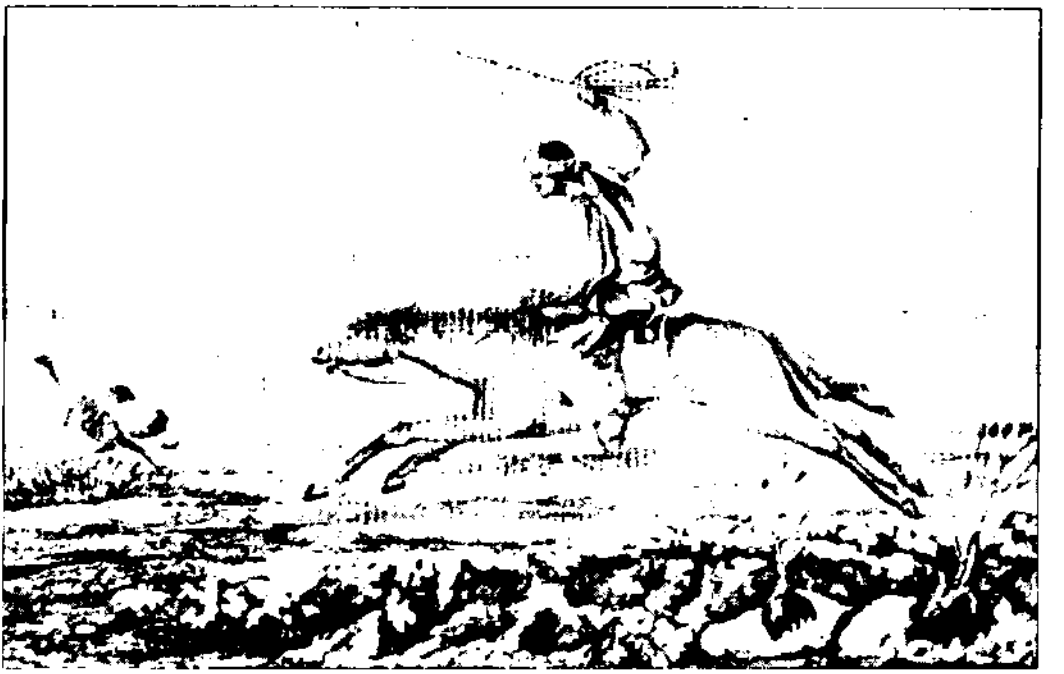

বোলাস্ ছুড়ে শিকার

বোলাস অবিকল লাজোর মতোই, শুধু মাথায় আঙটার বদলে দুটি পাথর। গাউচরা মাঠেঘাটে ঘোড়ার পিঠেই জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটায়। তাদের বিশ্বাস নক্ষত্রগুলো মৃত রেড-ইন্ডিয়ান, ছায়াপথ সেই প্রাচীন প্রান্তর, যেখানে এক সময় তারা উটপাখি শিকার করতো আর ম্যাগালান মেঘপুঞ্জ হলো শিকার-করা উটপাখির ছড়ানো পালক।

আরো দু'দিন পর তারা গন্তব্যে পৌঁছন। অভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য পাথর আর বালুভরা মাঠ, সামান্য ঝোপঝাড়। পাহাড়গুলো বৃক্ষহীন। সর্বত্র অঢেল বুনো-তিতির *(Nothura major)*। ভারি বোকা, লুকোতে জানে না। ঘোড়া ছুটিয়ে লাঠি দিয়েও মারা যায়। লাজো বা বোলাসে আরো সহজ। ওখানে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ জুটলো না। ফেরার সময় ধরলেন আরেক রাস্তা। মাঝপথে একটি পাহাড় দেখে উপরে উঠলেন। চূড়ায় বড় বড় পাথর

BanglaBook.org

সাজানো। জনমানব নেই। কোনো প্রাচীন জনগোষ্ঠীর কাজ। নিশ্চিতই রেড-ইন্ডিয়ানদের। আজ তারা দখলদার স্পেনীয়দের প্রজা, নিজভূমে পরবাসী।

ছোট ছোট নদী। পারে উইলো-ঝোপ। অন্য গাছপালা বেশি নেই। কোথাও পাম আর পিচ—বসতকারী ইউরোপীয়দের আমদানি, এখন বুনো হয়ে গেছে।

মালদানাদোতে আড়াই মাস থাকার সময় সংগ্রহের ঝুলিতে উঠলো অনেক জাতের চতুষ্পদ, ৮ রকমের পাখি, ৯ জাতের সাপ। ইঁদুরের ছড়াছড়ি। খাঁটি ইঁদুর পেলেন ৮ জাতের। একদিন শিকার করলেন ১০০ পাউন্ড ওজনের এক উদ্‌বিড়াল *(Hydrochaerus capybara)*, নাক থেকে লেজের আগা পর্যন্ত ৩ ফিট ২ ইঞ্চি, দূর থেকে ধেড়ে-শূকরের মতো দেখায়। একদা জাগুয়ারের খাবার যোগাতো। সেই শিকারিরা এখন নেই, গাড়িচাপাও খায় না, তাই বাড়-বাড়ন্ত। এখানকার হরিণরা পায়ে-চলা মানুষকে ভয় পায় না, কিন্তু ঘোড়সওয়ার দেখলে প্রাণপণে পালায়। বন্দুক দেখলে, এমনকি গুলি ছুঁড়লেও দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু লাজো বা বোলাকে খুবই ডরায়। টুকোটুকো *(Clenonomys brasiliemsis)* একটি ভারি মজার প্রাণী, দেখতে ছুঁচোর মতো, খুব চালাক, গর্তবাসী, নিশাচর, খোড়লের মুখে মাটির ঢিপি বানায়, শিকড়বাকড় খায়, গর্তে থেকে সারাদিন টুকটুক শব্দ করে, সেজন্যই এই নাম। একটি লোক ডারউইনকে দুটি টুকোটুকো ধরে দেয়, যারা স্পিরিটের বোতলে বৈজ্ঞানিক নমুনা হিসেবে একদিন সাতসমুদ্র তেরনদী পেরিয়ে পৌঁছবে ইংল্যান্ডে।

কালো-গলা রাজহাঁস *(Cygnus nigricollis)*

এখানকার উঁচু-নিচু জমিতে বহু জাতের পাখি। বেশির ভাগই স্টারলিং গোষ্ঠীর। একটি প্রজাতি *(Molothrus niger)* দল বেঁধে ঘোড়া বা গরুর পিঠে বসে, ঝোপ থেকে চমৎকার শিস দেয়, স্থানীয় চড়ুইয়ের *(Zonotricha matuiana)* বাসায় ডিম পাড়ে। ডারউইনের মনে পড়ে, উত্তর আমেরিকার এই জাতীয় আরেকটি পাখিরও *(Molothrus pecoris)* ওই অভিন্ন স্বভাব।

BanglaBook.org

ব্যাপারটা তাকে ভাবনায় ফেলে। এতোদূরের দুই দেশে দুই জাতের পাখির এমন একই স্বভাব কেন? এই অঞ্চলের ফ্লাইক্যাচার *(Saurophagus sulphuratus)* ঝোপে বসে সন্ধ্যায় চড়া সুরে ডাকে, দেখতে কসাই-পাখির মতো, স্বভাব মাছরাঙার, মাছ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পোষও মানে। হরবোলা শ্রেণীর পাখি কালান্দ্রিয়া *(Mimus orpheus)* দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র গাইয়ে পাখি, বসন্তে গলায় সুর আসে, অন্য সময় শুধুই চেঁচায়, থাকে বসতির কাছাকাছি, মাংসের টুকরো-টাকরা কুড়োয়, অন্য পাখিদের খেদিয়ে দেয়। পাখির তালিকায় আরো আছে শকুনাকৃতি বাজ ফায়াকারা (Polybornus), টার্কি-বুজার্ড, তদ্রূপ গালিনাজো আর রাজশকুন কন্ডর।

অর্কিড *(Laelia purpurata))*

মালাদানাদো থেকে ইংল্যান্ডে পার্সেলে পাঠানো হলো নানা পাথর, হাড়গোড়, গাছগাছড়া, ছত্রাক থেকে ছুঁচো পর্যন্ত ১৫২৯টি নমুনা। নোটবইতে লিখলেন 'এখানে পাওয়া পাখি ও চতুষ্পদীর নমুনাগুলো খুবই নিখুঁত। সামান্য অর্থ দিয়ে স্থানীয় লোকদের একটি দল জুটানো গেছে। তারা প্রায়দিনই কোনো-না-কোনো আজব জন্তু ধরে আনে।' ওদিকে হেন্‌স্লো এতোসব অচেনা-অজানা নমুনা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। চিঠিতে লিখেছেন 'হাঁ ঈশ্বর, ২৩৩নং জিনিসটি কী? মনে হচ্ছে কোনো বৈজ্ঞানিক বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষ, একতাড়া ঝুলকালি। নিশ্চয়ই আজব কিছু।'

BanglaBook.org

৪

আর্জেন্টিনার তেপান্তরে

বিগ্‌ল্‌ মন্টিভিডিও ফিরে আসে ২৪ জুলাই (১৮৩৩)। ডারউইনকে তুলে নিয়ে দক্ষিণে রিও-নেগ্রো নদীর মোহনা উজিয়ে আর্জেন্টিনার বিস্তৃত সমভূমির কিনারে এল-কারমেন বন্দরে তাকে নামিয়ে দিয়ে জাহাজ আবার জরিপ কাজে ফিরে গেল। ডারউইন এবার দীর্ঘপথ পাড়ি দেবেন উত্তরে বাহিয়া ব্লাঙ্কা, তাপালকুয়েন হয়ে ৬০০ মাইল দূরের বুয়েনেস আইরেস, সেখান থেকে বাসারিও ও সেন্ট-ফি ঘুরে আবার বুয়েনেস আইরেসে। বিগ্‌ল্‌ অপেক্ষা করবে ওখানে।

আল-কারমেন

রিও-নেগ্রোর মোহনা থেকে ১৮ মাইল দূরে আল-কারমেন শহরে ডারউইন বাড়ি ভাড়া নিলেন। পাশেই বিশাল নদী। চরে উইলো বন। শহরের বেশির ভাগ বাসিন্দারাই স্পেনীয়। বাড়িঘর সুশ্রী, ছিমছাম। রেড-ইন্ডিয়ানরা থাকে বস্তিতে। সাদাদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে খুইয়েছে উর্বর জমি,

শ্যামল বাথান। তবে যুদ্ধ শেষ হয় নি। মাঝে মাঝেই ওরা পাহাড় থেকে নেমে আসে। হামলা চালায়। ঘরবাড়ি-খামার পুড়িয়ে দেয়। সাদারা প্রতিহিংসা নেয়, নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। রেড-ইন্ডিয়ানদের পুরনো বসতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। বিদ্রোহীরা আশ্রয় নিয়েছে গহন বনজঙ্গলে, দুর্গম অঞ্চলে। তাই সাদা মানুষের জন্য এদেশের অরণ্য-প্রান্তর মোটেই নিরাপদ নয়।

ডারউইন শহরের লাগোয়া লবণহ্রদে গেলেন একদিন। গরমের সময় গোটা অঞ্চল শুকিয়ে লবণের বিশাল খনি হয়ে ওঠে। শত শত টন লবণ চালান যায় বিদেশে। কাদায় আছে জিপসিয়াম ও অন্যান্য আকরিক। লবণ, সোডা ও নানা আকরিক মেশানো এই মাটি কোনো জীবের বেঁচে থাকার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তবু, আছে কেঁচো, কীটপতঙ্গ আর ফ্লেমিংগো পাখির ঝাঁক। বেঁচে থাকছে, বংশ বাড়াচ্ছে। কিন্তু কীভাবে? ভাবনাগুলো নোটবইতে টুকে রাখেন, তবে সবই প্রশ্নবোধক।

১১ আগস্ট বাহিয়া ব্লাঙ্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু। গাইড হিসেবে জনৈক ইংরেজ আর সঙ্গী পাঁচজন গাউচ, অনিবার্য কভিংটন আর কয়েকটি ঘোড়া ও কুকুর। রেড-ইন্ডিয়ানদের হামলার আশঙ্কায় সবাই সশস্ত্র। ঊষর মাঠ। পথে একটি গাছ দেখে গাউচরা দাঁড়ায়। এটা দেবতা ওয়ালেচুর অধিষ্ঠান। নিষ্পত্র ডালে ঝুলছে সুতোয়-বাঁধা বিস্কুট, রুটি, সিগারেট, মাংসের টুকরো ও কাপড়। আশপাশে ছড়ানো ঘোড়ার হাড়গোড়। ফি বছর পূজার সময় জমায়েত বসে। ঘোড়া-বলিসহ ঢালা হয় প্রচুর মদ। প্রার্থনাগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা প্রান্তর।

কিছুদূর এগুলে একটি ছাড়া-গাই দেখে গাউচরা লাজো ছুঁড়ে সেটি ধরে ফেলে। রাতে গোমাংসের রোস্টসহ ভূরিভোজ। তারপর খোলামাঠে ভূমিশয্যা। প্রান্তরের নৈশ-স্তব্ধতা, ঘোড়া ও কুকুরদের নড়াচড়ার আওয়াজ, জ্বালানো ধুনির ঝলক, গাউচদের অস্পষ্ট আলাপ, 'আমার মনে এই ছবি এমনভাবে গেঁথে গেল যে তা আর কোনোদিন ভুলতে পারবো না।'

পরদিনও নিসর্গদৃশ্য বদলায় না। সেই অন্তহীন শুষ্ক প্রান্তর। পাখি ও অন্যান্য জীবজন্তু কম। দৈবাৎ হরিণ বা বুনো-লামা (গুয়ানাকো)। গিনিপিগের আত্মীয় আগৌতি *(Cavis patagonia)* অঢেল, বেশ বড়, ২০-২৫ পাউন্ড ওজন, গর্তবাসী। কালারাডো নদী আসতেই দৃশ্যপট বদলায়। মাঠ সবুজ হতে থাকে। ঘাস, ক্লোভার ও ফুলভরা ঝোপঝাড় চোখে পড়ে।

BanglaBook.org

এক জাতের ছোট প্যাঁচা *(Athene cunicularia)* সর্বত্র। নোনা ডোবায় পুরুষ্টু লতার বড় বড় ঝাড়। পৌঁছলেন কালারাডো নদীর পারে।

এখানে নদীটি ছোট, মাত্র ২০০ ফিটের মতো, ভাটিতে দ্বিগুণ। চরে উইলো আর নল-খাগড়ার বন। একপাল ঘোড়ী নদী পার হচ্ছিল, মাথাটুকুই শুধু জলের উপর, হাজার হাজার নাকের ফুটো দিয়ে বেরুচ্ছে চিঁচিঁ আওয়াজ— অদ্ভুত দৃশ্য, যেন পানিতে সাঁতরাচ্ছে এক দল আদিম সরীসৃপ। ঘোড়ীগুলো আসলে সৈন্যবাহিনীর রসদ, চলেছে দূরের কোনো ফাঁড়িতে, তাজা মাংস যোগাবে।

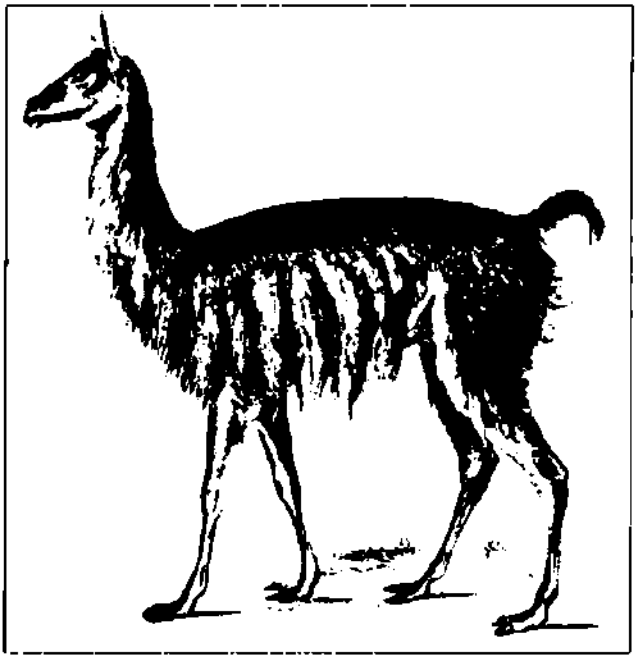

বুনো-লামা (গুয়ানাকো)

নদীপারেই জেনারেল রসেসের সদর দফতর। এলাকাটা শকট, কামান আর কুঁড়েঘরে ঠাসা। সৈন্যদের বেশির ভাগই সঙ্কর, স্পেনীয়-নিগ্রো-রেড ইন্ডিয়ান মিশেল, চেহারা খুনে-ডাকাতের মতন। জেনারেলের সচিব ডারউইনের পাসপোর্ট দেখলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ও শেষে থাকার অনুমতি দিলেন। এখানে দু'দিন থাকার সময় ডারউইন জেনারেল রসেস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন। তিনি বিরাট বিত্তশালী, দুই শতাধিক বর্গমাইল জমি ও তিন লক্ষাধিক গবাদিপশুর মালিক। স্বভাব ও পোশাক গাউচদের মতো আর সেজন্য বেশ জনপ্রিয়। জেনারেল জাঁদরেল স্বেচ্ছাচারী, রেড-ইন্ডিয়ান শিকার প্রিয় সখ। হাসতে-হাসতে কাউকে গুলি করতে বা গাছে ঝুলিয়ে পেটাতে পারেন। তার রণকৌশল খুব সরল। বিদ্রোহীদের গ্রামগুলো ঘেরাও, গণহত্যা ও শেষে বশীকরণ। ওখানে থাকাকালেই ডারউইন খবর পেলেন রসেসের সৈন্যরা বিদ্রোহী রেড-ইন্ডিয়ানদের একটি আস্তানা দখল করে বুড়ো-বুড়ি ও কুশ্রী মেয়েদের গুলি করে মেরেছে। সুন্দরীদের সৈন্যবাহিনীতে বিলি করছে। জোয়ানদের জেরার জন্য আটকে রেখেছে। বন্দিদের মধ্যে দুটি স্পেনীয় মেয়ে ছিল। রেড-ইন্ডিয়ানরা কোনো সময় চুরি করে নিয়ে লালন-পালন

BanglaBook.org

ক্যাপিবারা

করেছিল। চেহারা ছাড়া স্পেনীয় বলে ওদের চেনার উপায় নেই। তাদের ভাগ্যেও নাকি ভিন্নতর কিছু ঘটবে না — পুনর্প্রশিক্ষণ শেষে পতিতাবৃত্তি। এসব শুনে ডারউইন আতঙ্কিত হন। তিনি নিশ্চিত হন যে, একেশ্বরবাদী এই খ্রিস্টানরা পৌত্তলিক রেড-ইন্ডিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র ও বর্বর। এক স্পেনীয় সৈনিক তাকে জানায় যে, রেড-ইন্ডিয়ানরা দুষ্কৃতি, স্পেনীয়দের খামারে হরহামেশা হামলা চালায়। গরু-ঘোড়া-ভেড়া মেরে ফেলে। 'কিন্তু ওদের মেয়েদের অন্তত আপনাদের রেহাই দেয়া উচিত', ডারউইনের এই কথার জবাবে সৈন্যটি নির্দ্বিধায় জবাব দেয়, 'মোটেই না, ওরাই তো পালে-পালে রেড-ইন্ডিয়ান বিয়োয়।'

১৫ আগস্ট জেনারেল রসেসের আস্তানা থেকে সকালে যাত্রা শুরু হয়। বাহিয়া ব্লাঙ্কা দুদিনের পথ। কালারাডো উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর। ভুট্টার বড় বড় খেত। কিছুদূর পর দৃশ্যপট পালটায়। সামনে বালিয়াড়ির বিশাল বলয়। সবকিছু ধূসর। রাত কাটলো এক সেনাছাউনিতে। পরদিন পথে হঠাৎ কামানের আওয়াজ শোনা যায়, রেড-ইন্ডিয়ানদের হামলার সতর্কসঙ্কেত। একটি লোক তাদের অন্য পথ দেখায় এবং তারা ১৭ আগস্ট নিরাপদে বাহিয়া ব্লাঙ্কা পৌছেন।

শহরটি নতুন, পরিখা ও দেয়াল দিয়ে ঘেরা দুর্গবিশেষ। রেড-ইন্ডিয়ানরা প্রায়শই হামলা চালায়। শহরের বাইরে নিরাপত্তার অভাব। বন্দর ২৫ মাইল দূরে। বিগ্‌লের খোঁজে ডারউইন চললেন সেখানে। সঙ্গে গাইড হিসেবে এক স্থানীয়

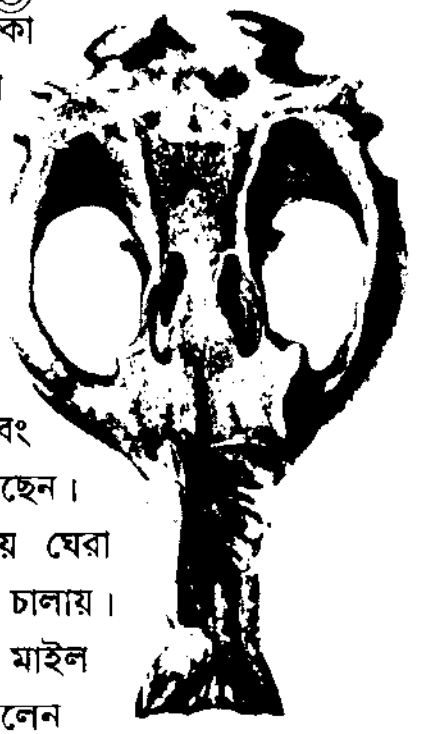
টক্সোডনের করোটি

BanglaBook.org

স্পেনিশ। পথে পড়লো সবুজ মাঠ, ছোট ছোট নদী, নোনা-পানির ডোবা, কাদাভরা বাদা, নানা লতাগুল্মের ঝাড়, অঢেল উটপাখি হরিণ আর আর্মেডিলা। একটা জায়গা দেখিয়ে গাইড বললো, ওখানে কিছুদিন আগে তার দু'জন সঙ্গী খুন হয়েছে। রেড-ইন্ডিয়ানরা লাজো ছুঁড়ে তাদের ধরেছিল, সে লাজোর দড়ি কেটে কোনোক্রমে পালাতে পারে নেহাৎ ভাগ্যক্রমে। বন্দরে পৌঁছে জানলেন বিগ্‌ল্ আসে নি। ফেরার পথে ঘোড়াগুলো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা রাত কাটান খোলা মাঠে। সকালে একটি আর্মেডিলা ধরে রোস্ট বানিয়ে প্রাতরাশ। কিন্তু কোথাও পানীয় জল নেই। সর্বত্রই নোনা পানি। তৃষ্ণায় ঘোড়াগুলো আরো দুর্বল হয়ে পড়লো। অগত্যা ঘোড়াগুলো টেনে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ঘাসে লবণের দানা লেগে সারা মাঠ সাদা, যেন তুষার ঝরেছে। বাতাসের তোড়ে কোথাও কোথাও জমেছে লবণের বড় বড় ঢিপি।

পুনর্গঠিত মাইলোডন ডারউইনি *(Mylodon darwini)*

দু'দিন পর ডারউইন আবার বন্দরে গেলেন এবং বিগ্‌লের দেখা পেলেন। এবার জাহাজ চলেছে প্লাতে নদীর মোহনার দিকে আর ডারউইন কিছুদিন পর যাবেন হাঁটা-পথে বুয়েনসে আইরেস। শহরে ফিরলেন কভিংটনকে নিয়ে। ঠিক হলো এখানে কাটাবেন পুরো আগস্ট মাস, ঘুরে দেখবেন উত্তর প্যাটাগনিয়া এবং সংগ্রহ করবেন যা জোটে। নিয়মিত অভিযান চলে। সঙ্গে কভিংটনসহ কিছু গাউচ, ঘোড়া, কুকুর। বিস্তীর্ণ প্রান্তর লালচে কাদা ও চুনাকর্দমশিলায় গঠিত।

বাহিয়া ব্লাঙ্কার অদূরে পুত্‌না আলতা'য় ঘটলো এই সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—অবলুপ্ত দৈত্যাকার কিছু জন্তুর দেহাবশেষ, ফসিল। প্রথমে ম্যাগাথেরিয়ামের তিনটি করোটির কিছু খণ্ড ও হাড়গোড়, সবই প্রকাণ্ড। তারপর ওই জন্তুর ঘনিষ্ঠ মেগালোনিক্স। তৃতীয়ত, স্কোলডোথেরিয়ামের গোটা একটা কঙ্কাল—বয়স্ক গণ্ডারের আকার, মাথাটা পিপীলিকাভুকের, শরীর আর্মেডিলার। চতুর্থত, ওরই আত্মীয় তবে আকারে ছোট, মাইলোডন।

BanglaBook.org

পঞ্চমটি এক নির্দন্ত বিশালদেহী স্তন্যপায়ী। ষষ্ঠটি, কঠিন ভাঁজযুক্ত চামড়ার আর্মেডিলাসদৃশ আরেকটি দানব (গ্লিপ্টোডেন্ট্)। সপ্তমটি বিলুপ্ত ঘোড়ার (হিপ্পিডিওন) দাঁত। অষ্টমটি পুরু চামড়ার কোনো প্রাণী, উটের মতো লম্বা গলা, সম্ভবত মেক্রোচেনিয়া। সর্বশেষ, টক্সোডন, অদ্যাবধি আবিষ্কৃত লুপ্ত-প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত, আয়তনে গণ্ডারের সমান, অথচ তীক্ষ্ণদণ্ডী ইঁদুরবর্গের অন্তর্গত, যার বর্তমান সকল প্রতিনিধিই খুদে প্রাণী। টক্সোডন এখনকার কয়েক বর্গের জন্তুর এক আজব মিশেল।

বিশালদেহী চতুষ্পদীদের এই অস্থিপুঞ্জ সমুদ্রকূলের প্রায় ৬০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে ছড়ানো ছিল। পুত্না আলতা থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে লাল মাটির এক টিলায় পাওয়া আরো কিছু হাড়গোড়ের টুকরো-টাকরার মধ্যে ছিল তীক্ষ্ণদণ্ডী গোষ্ঠীর কিছু দাঁত, অনেকটা এখনকার ক্যাপিবারার মতো, স্তেনোমিদের খুলির একটা টুকরো, যে স্পষ্টতই টুকোটুকো'র আত্মীয়। পুতনা আলতার স্তরীভূত নুড়ি আর লালমাটিতে আটকানো অস্থিপুঞ্জের মধ্যে আরো ছিল ২৬ প্রজাতির কোম্বজের খোল, তাতে ১৩টি বর্তমানের, বাকিগুলো অবলুপ্ত অথবা অদ্যাবধি অজ্ঞাত।

ছোট উটপাখি *(Rhea darwini)*

স্থানীয় ভূপ্রকৃতি দেখে ডারউইনের মনে হলো এইসব লুপ্তপ্রাণী বর্তমানের বিদ্যমান পরিবেশেই একদা এখানে ছিল। বড়ো জন্তুর জন্য বড়ো বন প্রয়োজন এমন ধারণা তাঁর কাছে যৌক্তিক মনে হলো না। তিনি ভালোই জানেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তেমন ঘন-ঘন বন না থাকলেও সেখানে বড়ো বড়ো জন্তুর সংখ্যা কম নয়। তাহলে এদের বিলুপ্তি ঘটলো কেন? খাদ্যাভাব বা জলবায়ু বদলের জন্য ঘটলে ভূতত্ত্বে সেই সাক্ষ্য থাকতো। ডারউইন এই প্রহেলিকার কোনো সমাধান খুঁজে পান না। পরে মন্টিভিডিওতে হাড়গোড়গুলো জাহাজে তোলার সময় ক্যাপ্টেন ফিট্স্রয় সাগ্রহে সেগুলো লক্ষ্য করেন। ডারউইন তাঁকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'এই দৈত্যাকার প্রাণীগুলো কি নোহ্র নৌকায়

BanglaBook.org

উঠতে পেরেছিল?' 'না, সবগুলো প্রাণী নোহ্ নৌকোয় তোলেন নি, দুর্জ্ঞেয় দৈবাদেশে যারা বাদ পড়েছিল তারাই লোপ পেয়েছে'—নির্দ্বিধায় ক্যাপ্টেন জবাব দেন। প্রাণিলুপ্তির অন্যতর কোনো ব্যাখ্যা সেকালে জানা ছিল না।

উত্তর প্যাটাগনিয়ার পাখিদের ডারউইন গভীর কৌতূহলে লক্ষ্য করেন। দক্ষিণ আমেরিকার উটপাখিরা শিকড়-বাকড় খায়, কিন্তু বাহিয়া ব্লাঙ্কায় তারা ডোবায় নেমে কুঁচো-মাছও ধরে। আল-কারমেনে থাকার সময় তিনি আরেক

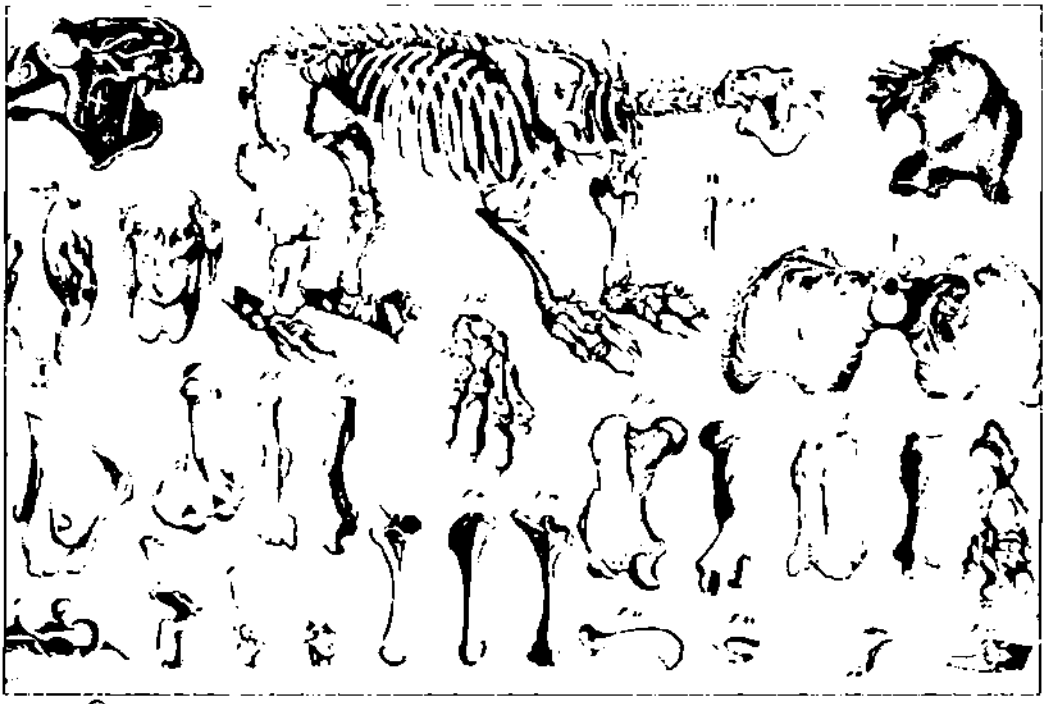

মেগাথেরিয়ামের কঙ্কাল ও হাড়গোড়

জাতের উটপাখির কথা শুনেছিলেন—আকারে অর্ধেক, পালক দাগফুটকি, খাটো-পা পালকভরা, ডিমে নীলচে আঁচ। এখানে সঙ্গীরা একদিন একটি উটপাখি শিকার করে, খুবই ছোট। ডারউইন সেটি দেখলেও গুরুত্ব দেন নি, ভেবেছেন বাচ্চা পাখি। কিছুক্ষণ পর আচমকা আল-কারমেনে শোনা ছোট-জাতের উটপাখির কথা মনে পড়ে এবং সেটি সংগ্রহে রাখার জন্য ছুটে যান। কিন্তু ততোক্ষণে রান্নাবান্না শেষ, পড়ে আছে শুধু গলাসহ মাথা, পা ও পালক-ভরা চামড়া। এগুলোই তুলে আনেন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এসব দিয়ে তৈরি মডেলটি আজো লন্ডনের জুলজিক্যাল মিউজিয়ামে আছে। নতুন প্রজাতি হিসেবে এটি শনাক্ত করেন পক্ষিবিদ জন গোল্ড এবং ডারউইনের স্মরণিক হিসেবে নাম রাখেন Rhea darwini.

এই প্রান্তরে ছোট এক জাতের পাখি *(Tinochorus rumuivorus)* অঢেল, তিতির ও স্নাইপের মাঝামাঝি গড়ন। আরেকটি *(Chionis alba)*

BanglaBook.org

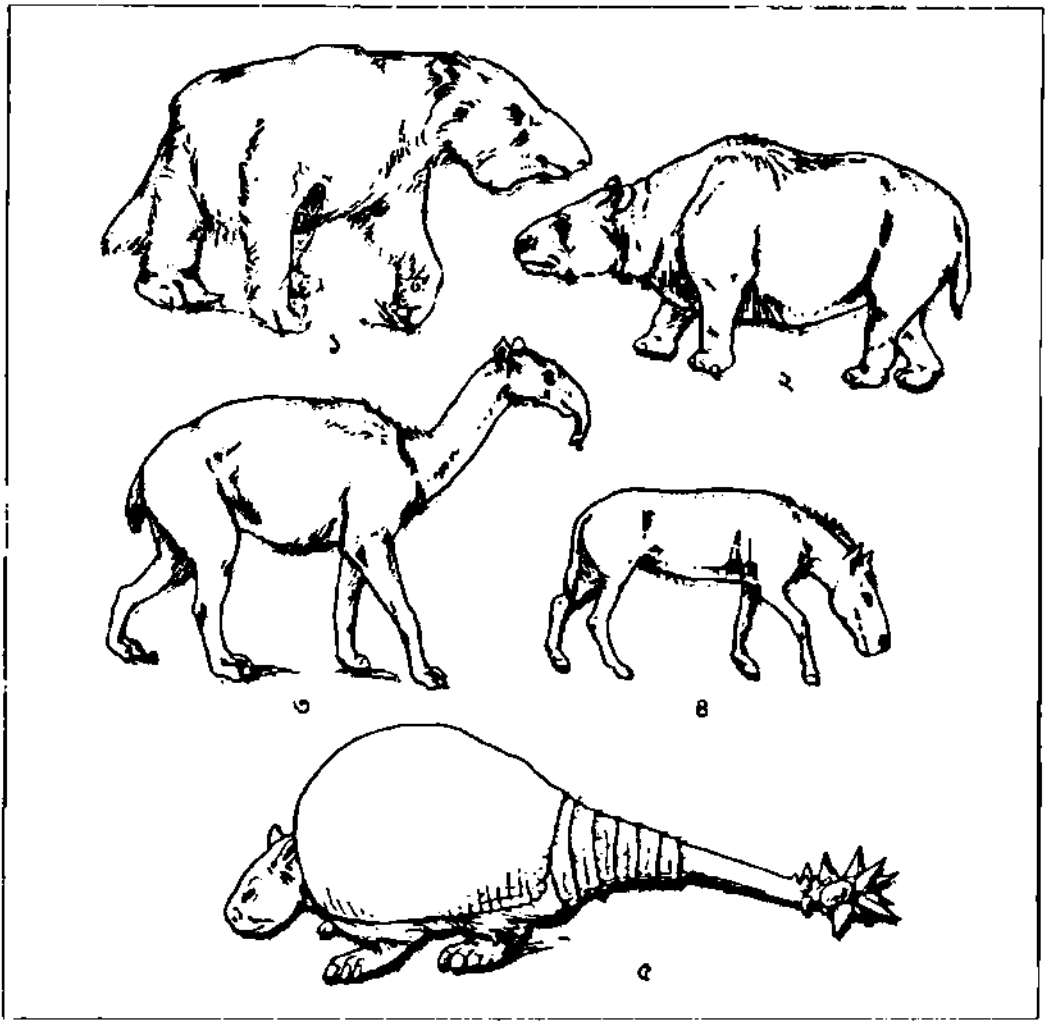

এইসব লুপ্ত জন্তুর সঙ্গে বর্তমানের কিছু জন্তুর সাদৃশ্য আছে ১. মেগাথেরিয়াম, ২. টক্সোডন, ৩. মক্রিউচেনিয়া, ৪. হিপ্পিডিওন, ৫. গ্লিপ্‌টোডন্ট

কুমেরুবৃত্তের বাসিন্দা, খায় জোয়ারে ভেসে আসা শৈবাল আর কোম্বজ, লিপ্তপাদ না-হয়েও যায় দূরসমুদ্রে, চেহারায় অন্যান্য জাতের পাখির সুস্পষ্ট আদল। আরেকটি ছোট পাখি *(Furnarius cunicularius)* বাসা বানায় ৬-ফিট গভীর গর্তের তলায়, সড়ক বা ছোট নদীর খাড়া কিনারে। বাহিয়া ব্লাঙ্কায় একটি বাড়ির মাটির দেয়াল ওরা ঝাঁঝরা করে ফেলেছিল, দেয়ালকে ভেবেছে নদীর পার বা সড়কের কিনার, জায়গার বেধ বা গভীরতা বোঝে না। এক জাতের পাখির মধ্যে অন্যান্য জাতের পাখির কোনো কোনো চরিত্রের মিশ্রণ দেখে ডারউইন অবাক হন, কোনো হেতু খুঁজে পান না, তাই নোটবইতে লেখেন 'অতীত ও বর্তমানের যে-মহাপরি-কল্পনার ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি সেটা উদ্‌ঘাটন এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।'

প্যাটাগনিয়ার প্রান্তরে অভিন্নপ্রায় স্বভাবের ৪ প্রজাতির আর্মেডিলার বাস।

BanglaBook.org

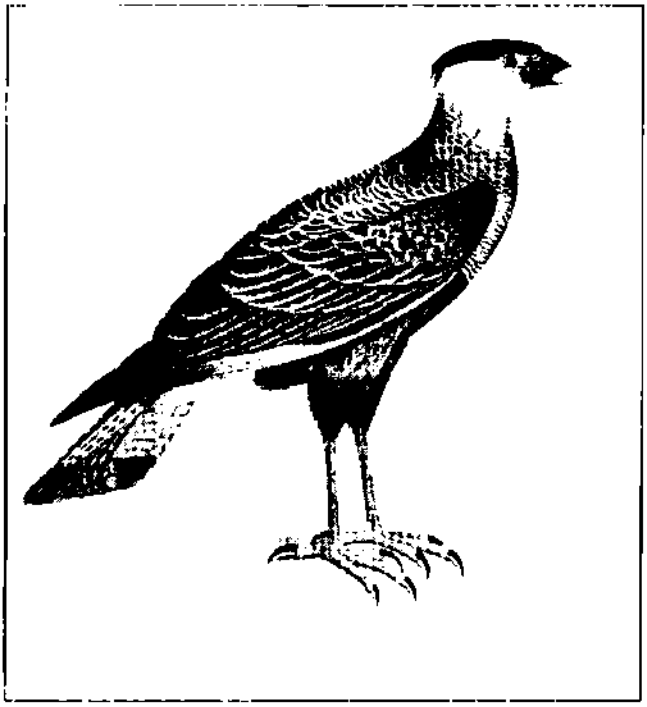

শবভুক বাজপাখি *(Caracara vulgaris)*

একটিই *(Dasypus peludo)* নিশাচর, সবাই খায় শিকড়বাকড়, বর্মপোকা, শূককীট ও ছোট সাপখোপ, শত্রুর আঁচ পেলে শরীরটা গুটিয়ে চাকার মতো গোল করে ফেলে কিংবা চটজলদি গর্তে লুকোয়। কিন্তু একই জায়গায় ৪ জাতের আর্মেডিলা সৃষ্টির রহস্য কী? সরীসৃপও অনেক ধরনের। একটি মারাত্মক বিষাক্ত সাপ *(Trigonocephalus)*, লেজের আগা ফোলা, চলার সময় সেটা কাঁপাতে থাকে, শুকনো আগাছায় লেগে একটা ঘর্ঘর আওয়াজ ওঠে, ৬-৭ ফিট দূর থেকে স্পষ্ট শোনা যায়, ভয় পেলে বা রাগলে আরো বেশি কাঁপায়। সাপটি স্পষ্টতই র‍্যাটল-স্নেক ও ভাইপারের মিশেল। একটি কুনো ব্যাঙ *(Phryniscus nigricans)*, নিরেট কালো, বুকটা সিঁদুরে লাল, স্বজাতির মতো নিশাচর নয় মোটেও, দিনদুপুরে বালুতে ঘুরে বেড়ায়, পিপাসা মেটার জন্য পানির বদলে শিশিরই যথেষ্ট, সাঁতারও জানে না। ডারউইন একটাকে ধরে তোরায় ছুঁড়ে দেন এবং ডুবে যাচ্ছে দেখে শেষে ডাঙায় তুলে বাঁচান। টিকটিকিও নানা ধরনের, তবে একটি বড় অদ্ভুত *(Proctotrelus nigromaculatus)*, থাকে সাগরপারের বালুতে, শরীরটা নানা দাগে চিত্রবিচিত্র, চোখেই পড়ে না এমন মিশ খেয়েছে পরিবেশের সঙ্গে, ভয় পেলে মড়ার ভান করে কিংবা তড়িঘড়ি গর্ত খুড়ে লুকোয়, শরীরটা চ্যাপ্টা আর পাগুলো খাটো, তাই ছুটতে পারে না।

BanglaBook.org

৫

৪০০ মাইল পেরিয়ে

বাহিয়া ব্লাঙ্কা থেকে বুয়েনেস আইরেস পর্যন্ত এই চারশ' মাইল পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল। গোটাটাই বিরান এলাকা। পদে পদে রেড-ইন্ডিয়ানদের হামলার ভয়। গাউচ যোগাড় করাও সহজ নয়। সেজন্য অনেক ঝামেলা পোহাতে হলো। কভিংটনসহ ডারউইন সদলবলে রওনা হলেন ৮ সেপ্টেম্বর ভোরে। সঙ্গে বাড়তি ঘোড়া আর কুকুর। জনহীন একঘেঁয়ে ঊষর প্রান্তর। জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা পৌঁছলেন রিও-সাউস নদীর পারে। ওখানে সেনাছাউনিতে রাত কাটলো। পরদিন ঘোড়া বদলে ও তিনজন সেপাই সঙ্গে নিয়ে চললেন ২০ মাইল দূরের এক পাহাড়ে। বাহিয়া ব্লাঙ্কা থাকতে ওখানকার অনেকগুলো গুহার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল সবই গুজব। রাত কাটলো খোলা মাঠে। সন্ধ্যার যে-শিশির বিছানাপত্র ভিজিয়ে দিয়েছিল তা শেষরাতে জমে বরফ হলো। সকালে আবার যাত্রা। পথ আরো বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠছে। সেনা-চলাচল বাড়ছে। দিন কাটে মাঠে, রাত সেনাছাউনিতে। ১০ সেপ্টেম্বর দুপুরে কাদাভরা এক বিশাল দুর্গম প্রান্তরে পৌঁছলেন। অগভীর বিলের কিনারে উঁচু উঁচু ঘাস। সবকিছু ভেজা। বিছানা পাতার মতো একটু শুকনো জায়গারও অভাব। পরদিন রাত কাটলো আরেক সেনাছাউনিতে। সৈন্যরা সন্ধ্যায় শিকার থেকে ফিরলো ঝুলি ভরে ৭টি হরিণ, ৩টি উটপাখি, অনেকগুলো আর্মেডিলা আর তিতির। রাত মাঠের আগুনে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঘাস পোড়ানো হচ্ছে। এতে জমির উর্বরতা বাড়ে, আগাছার উৎপাত কমে।

এক জাতের টিট্টিভ পাখি *(Himantopus nigricollis)*, যেন রণপা লাগানো, এখানে অঢেল চেঁচায় কুকুরের মতো। আরেকটি পাখি টেরটুরো

BanglaBook.org

(Vanellus cayanus) রাতভর ডাকে। এর সঙ্গে ইংল্যান্ডের পিউইট্‌স্‌ পাখির ঘনিষ্ঠ মিল—অভিন্ন আওয়াজ, শুধু ডানায় একটি খোঁচ আর ডিম খুব সুস্বাদু। ১৬ সেপ্টেম্বর আরেকটি সেনাঘাঁটিতে পৌঁছে শুনলেন গতরাতে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছে। শিলাগুলো নাকি আপেলের মতো ঢাউশ, আর মারা গেছে অসংখ্য জীবজন্তু। একজন লোক পেয়েছে ১৩টি মরা হরিণ, আরেকজন ৭টি। তাছাড়া মরেছে অজস্র উটপাখি, হাঁস, তিতির, বাজ ও ছোট ছোট পাখি। রাতে ভূরিভোজ।

পরদিন তাঁরা তাপালগুয়েন পার হলেন। কয়েকশ' ফিট উঁচু এই পাহাড়ের পাথরগুলো কোয়ার্টস ও গ্রানাইটের মিশেল। সন্ধ্যায় পরের ছাউনিতে। একটা পুমা শিকার করে সেই মাংসে ভোজ। গাউচরা জানালো জাগুয়ারের মাংস আরো সুস্বাদু। পরদিন তাঁরা এক উর্বর উপত্যকায় পৌঁছলেন। এখানে রেড-ইন্ডিয়ানদের বিরাট বসতি। সবাই জেনারেল রসেসের অনুগত। দোকানে বিস্কুট পাওয়া গেল। একনাগাড়ে অনেকদিন মাংস খাওয়ার পর বস্তুটি অমৃততুল্য মনে হলো। গাউচরা খেল না। তারা নির্বিশেষ মাংসাশী। রেড-ইন্ডিয়ানদের তৈরি এখানকার ঘোড়ার সাজ, বেল্ট, গার্টার ভারি চমৎকার, রঙ ও নকশা দেখার মতো।

১৯ সেপ্টেম্বর পথে একটি বড় মাঠ পড়লো। অঢেল ঘাস, অসংখ্য গরু। এই ক'দিন ডারউইন মাঠে ঘাসের পরিবর্তন লক্ষ করেছেন—দূরের মোটা ঘাসের বদলে এখানে কোমল ঘাস এবং ভেবেছেন মাটির বিভিন্নতার জন্যই এমনটি ঘটেছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা বললো অন্যকথা পশুচারণের ফলেই নাকি মোটা ঘাস কোমল ঘাসে বদলে গেছে। ঘটনাটি ডারউইনকে ধন্ধে ফেলে। এমন রূপান্তর কি সম্ভব? কিছুদূর গিয়েই পেলেন আগাছার বড় এক জঙ্গল। দুটি প্রজাতিই প্রধান এবং সেগুলো ইউরোপীয়। ডোবার কাছে ফেনেল *(Foeniculum)* আর শুকনো জায়গায় কারদন *(Cynara cardunculus)*। আগে নিশ্চয়ই এখানে অন্য জাতের আগাছা ছিল—ডারউইন ভাবেন—যাদের হটিয়ে দিয়ে এই বিদেশি প্রজাতিরা জায়গাটা দখল করেছে। এই আগ্রাসনের কোনো লিখিত বিবরণী নেই। ১৫৩৫ সালে প্লাতে নদীর তীরে ঔপনিবেশিক স্পেনীয়রা যখন প্রথম পৌঁছয়, তাদের সঙ্গে ছিল মাত্র ৭৫টি ঘোড়া। তারপর ঘোড়ার সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে, এসেছে গরু আর ভেড়াও। এইসব পোষা-জন্তুরা শুধু উদ্ভিদরাজ্যের দৃশ্যপটই বদলায় নি, বুনো-লামা, হরিণ, উটপাখিদেরও হটিয়ে গোটা

BanglaBook.org

বনজীবনের চেহারাটাই পালটে দিয়েছে। এই পরিবর্তন এক অবিরাম প্রক্রিয়া। এদেশে আজ গৃহপালিত কুকুর ও শূকর বুনো হয়ে গেছে। সাধারণ বিড়ালও চেহারা পালটে আস্তানা গেড়েছে পাথুরে পাহাড়ে। ওদের দঙ্গল বুনো-জন্তু উজাড় করে ফেলছে। গৃহপালিত পশু আমদানি ও ওদের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধির পর থেকে লাশভুক শকুনি-গৃধিনীরও বাড়বাড়ন্ত। গাছপালার ক্ষেত্রেও তাই। পূর্বোক্ত দুটি আগাছা ছাড়াও ডারউইন পারানা নদীর চরে পিচ ও কমলার বড় বড় বন দেখেছেন। কেউ ওগুলো লাগায় নি, বসতি থেকে ভেসে-আসা ফল ও বীজ থেকেই গজিয়েছে।

যতই সামনে এগোন লোকে কেবলই যুদ্ধের কথা জিগ্যেস করে। রেড-ইন্ডিয়ানদের হামলার আতঙ্ক সর্বত্র। ফাঁড়ির অফিসাররা বিদেশিদের পাসপোর্ট খুব খুঁটিয়ে দেখে, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করে। হয়তো গুপ্তচর ভাবে। ডারউইনের পাসপোর্টে El Naturalista Don Carlos লেখা দেখে অবশ্য স্বাগত জানায়। পরে তিনি নোটবইতে লিখেছেন, 'ন্যাচারালিস্তা কী বস্তু, আমার সন্দেহ, অফিসার বা সাঙাত কেউই সঠিক জানে না।'

২০ সেপ্টেম্বর তাঁরা বুয়েনেস আইরেসে পৌঁছন। সুন্দর শহর। সমান্তরাল রাস্তা। লাইনবাঁধা বাড়িগুলো সমান দূরত্বে। বেশির ভাগই একতলা, সামনে উঠোন, বাগান। শহরকেন্দ্রে বাজার, অফিস, দুর্গ ও গির্জা। এখানকার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য — বিশাল কসাইখানা।

জনৈক ইংরেজ মি. ল্যাম্বের বাড়িতে ঘরভাড়া নিলেন ডারউইন। শহরে ইংরেজদের অনেকগুলো দোকানপাট। কিছু জিনিসপত্র কেনা হলো ইঁদুরকল, কাচের বোতল, পিস্তলের বারুদ ও সিসার গুলি, কভিংটনের প্যান্ট, নিজের জন্য মোজা, দস্তানা, রুমাল, টুপি, সিগার ও নস্যি। বাড়িতেও কিছু জিনিস চেয়ে চিঠি লিখলেন : চারজোড়া শক্ত জুতো, মাইক্রোস্কোপের নতুন লেন্স, বিজ্ঞানের বইপত্র। হেনস্লোর কাছে পাঠালেন পাখি ও জন্তুর চামড়া, মাছ, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর, পাথর, ফসিল ও এদেশীয় গাছপালার বীজ।

শহরটি তেমন ভালো না লাগলেও স্থানীয় স্পেনীয় সুন্দরীরা ডারউইনের নজর কাড়ে। বোন ক্যারোলিনকে লেখেন 'ফুর্তি বলতে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো ও সুন্দরীদের দেখা। তোমরা ইংরেজ মেয়েরা ভারি বোকা, না জানো হাঁটতে, না জানো সাজতে।'

২৭ সেপ্টেম্বর রওনা হলেন ৩০০ মাইল দূরের পারানা নদীর তীরের শহর সেন্ট-ফি, ফসিলের খোঁজে। কাদাভরা ভাঙাচোরা রাস্তা। চলা কষ্টকর।

BanglaBook.org

বড় বড় মাঠ। দূরে-দূরে পশুখামার। মাঠে ঘাসের বদলে ক্লোভার আর থিস্‌ল। সর্বত্রই একটি বন্যজীব বিঝকাচা *(Logostromus trichodactylus)*, কিছুটা খরগোশের মতো, তবে আকারে বড়, কর্তনদাঁত ও লেজ বেশি লম্বা, পায়ে আঙুল তিনটি, গর্তবাসী, সন্ধ্যায় দলে দলে বেরয়। মানুষকে তেমন ভয় পায় না। ওরা শক্ত জিনিস—গরুর হাড়, পাথর, মাটির ঢেলা, শুকনো গোবর, এমনকি হারানো ঘড়িও খোড়লের মুখে জমিয়ে রাখে। কেন এমন স্বভাব? ডারউইন খোঁজখবর নেন। স্থানীয় লোকেরা কিছুই বলতে পারে না। মনে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার একটি পাখিরও *(Calodera maculata)* অভিন্ন স্বভাব। একটি ছোট প্যাঁচা *(Athene cunicularia)* সর্বত্র, থাকে বিঝকাচার

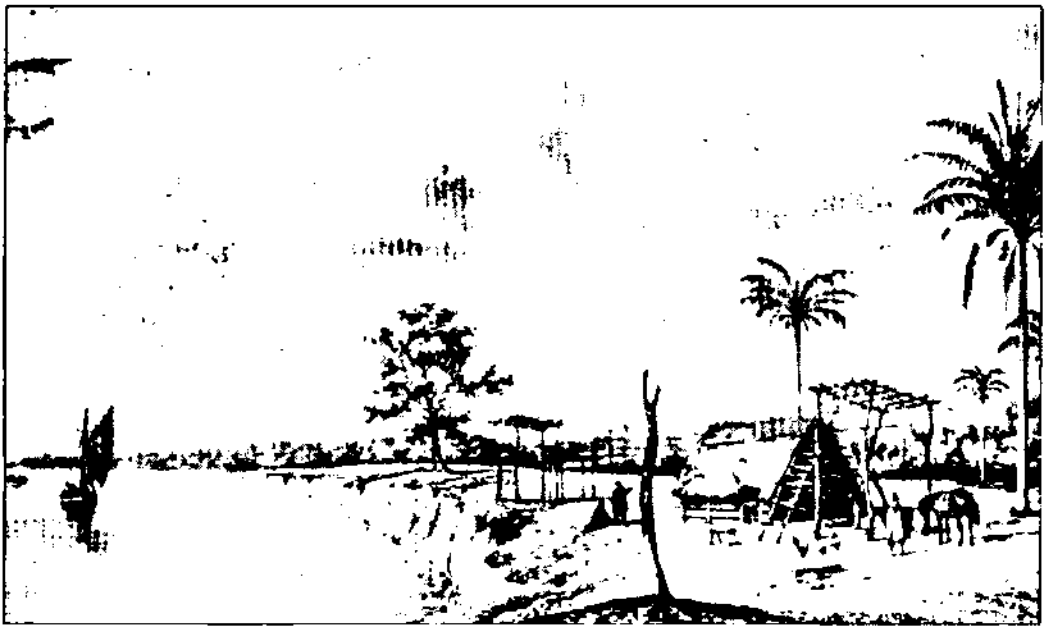

পারানা নদীতীরে একটি গ্রাম

খালি খোঁড়লে। ডারউইন দুটি প্যাঁচা মেরে পেট চিরে পান ইঁদুরের টুকরো-টাকরা। সাপও খায় ওই প্যাঁচা।

গন্তব্যে পৌঁছতে তিনদিন লেগে যায়। পারানা বিশাল নদী। অনেকগুলো চর, গাছগাছালি ভরা। পাশেই পাহাড়। গাছগালার মধ্যে বাবলা আর ক্যাকটাস। ১ অক্টোবর চাঁদের আলোয় সারারাত পথ চলে ভোরে থামেন সাল্‌দিনো গাঁয়ে। ওখানে ফসিলের খোঁজ পেয়েছিলেন আগেই। পেয়েও যান—টক্সোডনের একটি অটুট দাঁত, বিস্তর হাড়গোড়। মাইলোডনের দুটি বিশাল কঙ্কালও মেলে, তবে এতই ভঙ্গুর যে একমাত্র পেষণদাঁত ছাড়া আর কিছুই আনা যায় না। পরদিন পৌঁছলেন করন্‌দা গাঁয়ে। ভারি সুন্দর জায়গা, ফল ও ফুলের বাগানে সাজানো। এ-পর্যন্ত পথ ছিল বিপদসঙ্কুল। আসার

BanglaBook.org

পথে দেখেছেন হামলায় বিধ্বস্ত বাড়িঘর, এক গাছে ঝুলছিল রেড-ইন্ডিয়ানের একটি কঙ্কাল, শুঁটকি হয়ে আছে। ৩ অক্টোবর আবার সেন্ট-ফি।

৫ অক্টোবর ডারউইন যান পারানা নদী পেরিয়ে বাজাদা শহরে, থাকেন পাঁচদিন, লাগোয়া অঞ্চলের ভূতত্ত্ব পরীক্ষা করেন। এখানকার পাহাড়ে পান হাঙরের দাঁত, বিলুপ্ত জাতের কোম্বজের কিছু খোল, আর্মেডিলা জাতীয় একটি জন্তুর বর্ম এবং টক্সোডন, মাইলোডন ও ঘোড়ার কিছু দাঁত। শেষোক্ত আবিষ্কার বিস্ময়কর। নোটবইতে লিখলেন 'স্তন্যপায়ীর ইতিহাসে এটি একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা যে, দক্ষিণ আমেরিকায় একদিন ঘোড়া ছিল ও পরে লোপ পেয়েছে। আবার বহুযুগ পর স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের সুবাদে সেখানে ঘোড়ার আগমন ঘটেছে।'

এবার ডারউইন একটি সাহসী সিদ্ধান্তে পৌঁছন, যা সেজউইক বা হেন্‌স্লোর জন্য নিশ্চিতই বিব্রতকর, অবিশ্বাস্যও বটে। ব্যাপারটা এরকম এককালে পানামা যোজক ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্ন থাকায় দক্ষিণের জীবজন্তুরা পৃথক একটি ভূভাগে, একটি বিশাল দ্বীপের নিজস্ব পরিবেশে বসবাস করতো। তারপর পানামা যোজক গড়ে ওঠে ও উত্তরের জীবজন্তুদের দক্ষিণে আসা শুরু হয়, তাদের সঙ্গে স্থানীয়দের লড়াই বাধে, ফলত বহু জাতের প্রাণী লোপ পায়। নোহ্‌র প্লাবন নয়, পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তন নয়, মূলত লড়াইয়ের মধ্যেই প্রজাতির লুপ্তি ঘটে।

এখানে থাকার সময় ১৮২৭-৩০ সালের মহাখরার বিবরণ শোনেন। গাছগাছালি, এমন কি মাঠের থিস্‌লও মরে গিয়েছিল। ছোট ছোট নদীনালা খালে-বিলে পানি ছিল না। সারাদেশ ধূলিময়। অসংখ্য বুনো ও পালিত পশু মারা যায়। পানির খোঁজে বুনো হরিণ গৃহস্থবাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতো। তিতিরগুলো উড়তে পারতো না। ধরা যেত সহজে। শুধু বুয়েনেস আইরেস জেলায়ই মরেছিল ১০ লাখ গরু। দুর্বল গরু ও ঘোড়ারা পারানা নদীতে পানি খেয়ে আর উঠে আসতে পারতো না। গোটা নদী পশুর লাশে আর বাতাস পূতিগন্ধে ভরে উঠেছিল। ছোট নদীর পানি অত্যন্ত লবণাক্ত হয়ে ওঠায় সেই পানি খেয়েও জীবজন্তু মারা যেত। মরা জন্তুর লাশ খেয়ে ইঁদুররা বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে গোটা অঞ্চল ছেয়ে ফেলেছিল। ডারউইন ভাবলেন, কোনো প্রত্নজীববিদ বহুকাল পরে এই হাড়গোড় খুঁজে পেলে নিশ্চয়ই মহাপ্লাবনের জন্য এমনটি ঘটছে বলে মনে করবে, অথচ ঘটনাটি ছিল একেবারেই অন্যরকম।

BanglaBook.org

আরো দূরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও অসুস্থতার জন্য সফর বাতিল করে ডারউইন নদীপথে গহনার নৌকায় বুয়েনেস আইরেস রওনা হন। আবহাওয়া প্রায়শই খারাপ থাকে। নোঙর ফেলে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা, কখনো দিনের-পর-দিন অপেক্ষা। চরে ঘন বন, যেখানে বুনো-লামা ও জাগুয়ারের আস্তানা। শেষোক্ত জন্তুটির ভয়ে কেউ ডাঙায় নামে না। বুনো-লামা জুটাতে না পারলে জাগুয়ার গাঁয়ের বাড়িতে হানা দেয়। গরু-ঘোড়া ধরে নেয়। কখনো মাছও খায়। ওদের পেছনেও ফেউ হিসেবে শেয়াল থাকে।

নৌকা বাঁধা থাকলে যাত্রীদের অনেকেই মাছ ধরে। নানা জাতের মাছ। খুব সুস্বাদু। রাতে জোনাকিরা ফুলকি ছড়ায় আর ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা হুল ফোটায়। একদিন ডারউইন একটি ছোট নৌকা নিয়ে এক খালে ঢুকলেন। অগভীর, আঁকাবাঁকা, দুপাশে গহিন বন। একটি অদ্ভুত পাখি দেখলেন, কাঁচি চঞ্চু *(Rhynchops nigra)*, খাটো পা, লিপ্তপাদ, সরু লম্বা ডানা, নিচের ঠোঁটটা ওপরের চেয়ে ইঞ্চিদেড়েক লম্বা, কুঁচো-মাছ ধরে, স্থানীয় বাসিন্দা, ডিম পাড়ে লম্বা লম্বা ঘাসের ঝোপে বানানো বাসায়। নদীপারে আরো তিন প্রজাতির পাখি পেলেন। একটি মাছরাঙা *(Ceryle americana)*, লেজটা ইউরোপীয় প্রজাতির চেয়ে অনেকটা লম্বা, পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না, কট্‌কট্‌ শব্দ করে। আরেকটি সবুজ টিয়া *(Conurus murinus)*, বুকটা ধূসর, খুব উঁচু গাছের ডালে বাসা বাঁধে, ঝাঁকে-ঝাঁকে ভুট্টাখেতে নামে, ফসল বাঁচাতে চাষীরা ওদের মারে। শেষেরটি কাঁচিপুচ্ছ *(Tyrannus savana)*— লেজটা দু'ভাগ, থাকে গৃহস্থবাড়ির আশপাশের গাছে, খায় পোকামাকড়।

২০ অক্টোবর পারানা নদীর পারে উঠতেই সৈন্যরা কভিংটন ও ডারউইনকে ঘিরে ফেললো। লড়াই চলছে। জেনারেল রসেস অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখলে নেমেছেন। সৈন্যরা কিছুতেই তাদের বুয়েনেস আইরেস যেতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত ওখানকার সেনাপতি, জেনারেল রসেসের ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে ফল ফললো। নিজ দায়িত্বে যাত্রার অনুমতি মিললো। কয়েকটি ঘোড়া জুটিয়ে নিরাপদেই পৌঁছলেন শহরে।

বুয়েনেস আইরেসেও ভয়ানক গোলমাল। দু'সপ্তাহ কোথাও বেরনো গেল না। শেষে ডাকবিভাগের একটি জাহাজে চেপে চললেন মন্টিভিডিও। বিগ্‌ল্‌ ওখানেই ছিল এবং থাকবে আরো কিছুদিন। ঠিক হলো ২০০ মাইলের একটা চক্কর—বান্দা ওরিয়েন্টাল, মার্সেডিস, লাস-ভাকাস, পুন্তা-গরদা ঘুরে আসবেন। কিন্তু বন্যার জন্য সফরটি তেমন সফল হলো না। একদিন এক

BanglaBook.org

আর্জেন্টিনার তিনটি পামগাছ *Cocos yatai, Cocos australis, Copernica cerifera.*

খামারবাড়ির উঠোনে টক্সোডনের একটি খুলি পাওয়া গেল। কিনে নিলেন ১৮ পেন্স দিয়ে। আরো পাওয়া যায় জাগুয়ারের হাড়গোড়, আর্মেডিলার আকৃতির দৈত্যাকার এক জন্তুর কঙ্কাল ও মাইলোডনের মাথা।

এই সময় ডারউইন ব্যতিক্রমী কয়েকটি ষাঁড় দেখেন। স্থানীয় নাম নায়া বা নায়াতা। কপাল খুব খাটো ও চওড়া, নাকের ডগা উঁচু, উপরের ঠোঁট

উঁচানো, দাঁতের পাটি সর্বদাই খোলা, হাঁটার সময় খাটো ঘাড় নামিয়ে চলে। কেউ কেউ মনে করেন এগুলো রেড-ইন্ডিয়ানদের হাতে প্রজনিত গোজাতি–লুপ্ত কোনো বনগরুর সঙ্কর ও কিছুটা উৎকর্ষিত। এখনো যথেষ্ট হিংস্র ও বন্য। প্রথম বিয়ানো বাছুরকে কোলে নিলে বা আদর করলে গাই সেটা ফেলে চলে যায়, দুধ খেতে দেয় না। ওরা মোটেই খরাসহিষ্ণু নয়। ঠোঁটের বিশেষ গড়নের জন্য গাছের কুঁড়ি বা উঁচু জাতের ঘাস খেতে পারে না। এ সময় নজর না রাখলে নির্ঘাত মারা পড়ে। ডারউইন নোটবইতে লেখেন 'যেসব ঘটনা খুব বেশি দিন পরপর ঘটে, একটি প্রজাতিকে দুর্লভ করে তোলে বা তার বিলুপ্তি ঘটায়, চিরাচরিত অভ্যাসের বশে আমরা সেগুলো অনুমান করতে পারি না।'

২৮ নভেম্বর দুপুরে ডারউইন মন্টিভিডিও ফেরেন। দেশ থেকে আসা চিঠিপত্র ছাড়াও পান হেন্‌স্লোর পাঠানো *Principles of Geology* দ্বিতীয় খণ্ড। ৬ ডিসেম্বর বিগ্‌ল্ নোঙর তোলে এবং প্লাতে নদীর ঘোলা জলের মোহনা পেরিয়ে চলে আর্জেন্টিনার প্যাটাগনিয়ার বন্দর পোর্ট-ডিজায়ারে।

দূর-সমুদ্রে একদিন পুঞ্জমেঘের মতো অসংখ্য প্রজাপতি উড়ে এলো। 'যতদূর চোখ যায় শুধুই পতঙ্গের ঝাঁক।' অধিকাংশ একই প্রজাতির (Colias edusa), সঙ্গে কিছু মথ আর বর্মপোকা (Colosoma)। গত দু'দিন থেকেই আবহাওয়া শান্ত। বাতাস নিশ্চিতই ওদের তাড়িয়ে আনে নি। নিজেরাই এসেছে। সন্ধ্যায় ঝড় উঠলে ঝাঁকগুলো মিলিয়ে গেল। অবশ্যই সলিলসমাধি। হালে লাগানো জালে একদিন কয়েকটি বর্মপোকা ধরা পড়লো। কয়েকটি জলচর, কয়েকটি উভচর। জাহাজ তখন উপকূল থেকে ১৭ মাইল দূরে। একবার উপকূল থেকে ৩৭০ মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে জাহাজে পড়েছিল একটি ফড়িং (Acrydium) এবং অনেকবারই নানা জাতের মাকড়সা। দূরসমুদ্রে সর্বদাই জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে অ্যালবেট্রস ওড়ে। 'কী খায় ওরা?'

পোর্ট-ডিজায়ারে বিগ্‌ল্ ভিড়লো ২৩ ডিসেম্বর। সেদিন থেকেই শুরু হলো পারে যাতায়াত। প্যাটাগনিয়ার সমতল প্রান্তর, ঊষর সাদাটে জমি নুড়িভরা। ছড়ানো-ছিটানো ঘাস আর কাঁটাওয়ালা ঝোপঝাড়। শুষ্ক আবহাওয়া। পেলেন কয়েকটি বর্মপোকা ও টিকটিকি। পাখির মধ্যে চোখে পড়লো তিন প্রজাতির বাজ ও কয়েক জাতের মুনিয়া ও কিছু যাযাবর ইবিস *(Theristicus melanops)*। একটি ইবিস মেরে পেট চিরে পেলেন ফড়িং, ঘুর্ঘুরেপোকা, টিকটিকি ও কাঁকড়াবিছের টুকরো-টাকরা। প্যাটাগনিয়ার প্রধান চতুষ্পদ

BanglaBook.org

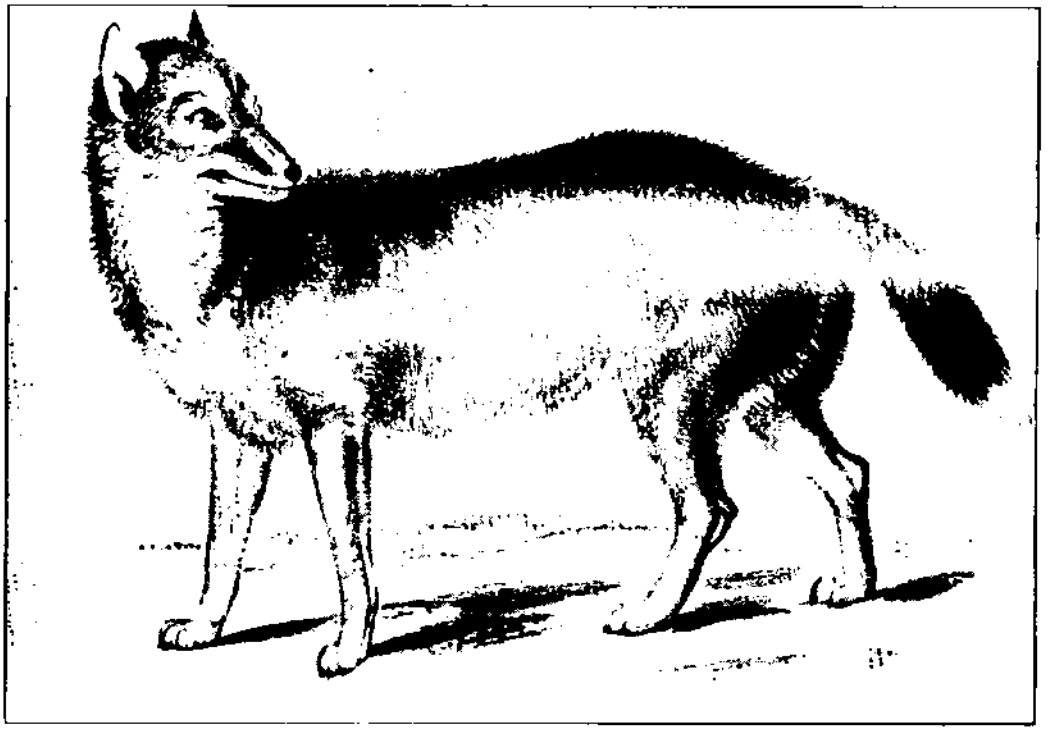

ফকল্যান্ড দ্বীপের অনন্য শেয়াল *(Canis antarctus)*

বুনো-লামা বা গুয়ানাকো হলো প্রাচ্যদেশীয় উটের লাতিন আমেরিকান প্রতিনিধি। লম্বা গলা, সরু পা, নাতিশীতোষ্ণ এলাকায়ই সংখ্যাধিক্য, একেক দলে ৩০টি পর্যন্ত, সমুদ্র সাঁতরে পেরিয়ে যায় দ্বীপ-দ্বীপান্তরে।

বড়দিন কাটলো পোর্ট-ডিজায়ারে। আগের দিন ডারউইন শিকার করেন একটি বুনো-লামা, ১৭০ পাউন্ড ওজন। তীরে চললো নানা প্রতিযোগিতা—দৌড়, কুস্তি ইত্যাদি, ফিট্‌স্‌রয়ের পুরস্কার বিতরণ এবং শেষে লামার রোস্টের ভূরিভোজ ও যথেষ্ট মদ্যপান।

৯ জানুয়ারি (১৮৩৪) জাহাজ ভিড়লো পোর্ট-ডিজায়ারের ১১০ মাইল দক্ষিণে সেন্ট-জুলিয়ান বন্দরে। এখানে নুড়ির স্তরে পাওয়া গেল মাক্রাউচেনিয়ার *(Macrauchenia patachonica)* অর্ধেক কঙ্কাল। জন্তুটি গণ্ডার ও টাপির শ্রেণীর, কিন্তু লম্বা গলার সুবাদে উট ও লামার ঘনিষ্ঠ।

পোর্ট-জুলিয়ানের অদূরে ফক্‌ল্যান্ড দ্বীপে বিগ্‌ল্‌ পৌঁছলো ১০ মার্চ, থাকবে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। দীর্ঘ সন্ধানযাত্রার সুবর্ণ সুযোগ। দু'জন গাউচ আর কয়েকটি ঘোড়া নিয়ে ডারউইন বেরিয়ে পড়েন। প্যাটাগনিয়ার অভিন্ন দৃশ্য ঊষর মাঠে মরা ঘাস, সামান্য ঝোপঝাড়, পিট্‌-ভরা মাটি। রাজহাঁস ও স্নাইপ সর্বত্র। একটি পাহাড়, বৃক্ষলতাহীন। মাঠে গরুর পাল চরছে, কোনো রাখাল নেই। গাউচরা বোলাস ছুঁড়ে একটা গাই ধরলো এবং

BanglaBook.org

চামড়াসহ খণ্ড খণ্ড মাংস দ্রুত থলিতে ভরে নিলো। সন্ধ্যায় ওই ঝলসানো মাংসের ভূরিভোজ। পরদিন একদল জংলী ঘোড়া দেখা গেল। ১৭৬৪ সালে ফরাসিরা এই দ্বীপে গরু ও ঘোড়া আনে। এগুলোর কিছু কিছু এখন বুনো হয়ে গেছে। কিন্তু গরুর তুলনায় ঘোড়ার সংখ্যা অনেক কম। ডারউইন কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদের পর হেতুটি জানতে পারেন এখানকার মাটি নরম, তাতে ঘোড়ার ক্ষুরে পচন ধরে, পক্ষান্তরে গরুর জন্য তাতে কোনো ক্ষতি ঘটে না।

এখানে খরগোশ অনেক। ইউরোপীয় ধেড়ে-ইঁদুররা সবাই কালো। বুনো হয়ে ওঠা শূকরগুলোও কালো রঙের, খুবই হিংস্র। দ্বীপের আদি ও একান্ত স্থানীয় বাসিন্দা একটি শেয়াল *(Canis antarctus)*, এই মহাদেশে আর কোথাও নেই। জন্তুটি খুবই নিরীহ, লাঠি বা ছুরি দিয়েও মেরে ফেলা যায়। লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত কমছে, হয়তো একদিন লোপ পাবে।

এখানকার পাখিদের মধ্যে উল্লেখ্য শকুন, বাজ, প্যাঁচা, কোড়া, ডাহুক, পানকৌড়ি। আছে এক জাতের পেঙ্গুইন *(Aptenadytes demersa)*, চেঁচায় গাধার স্বরে। দু'জাতের রাজহাঁসের মধ্যে একটি *(Anas megallanica)* উঁচু এলাকার বাসিন্দা, দিনে ভারি শান্ত, কিন্তু রাতে খুবই হিংস্র হয়ে ওঠে, খায় শুধুই ঘাসপাতা। আরেকটি *(Anas brachyptera)* থাকে সাগরপারে, মোটাসোটা, ওজন ২২ পাউন্ডের মতো, ছোট ডানার জন্য উড়তে পারে না, পানিতে ডানা ঝাপটে ছোটে দ্রুত, দুর্দান্ত সাঁতারু, স্থানীয় নাম স্টিমার।

বিগল্ ১৩ এপ্রিল ফক্ল্যান্ড ছেড়ে আর্জেন্টিনায় সান্তা-ক্রুজ নদীর মোহনায় নোঙর ফেললো। নদীটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্যাপ্টেন কয়েকটি নৌকা নিয়ে উজানযাত্রায় রওনা হলেন। সঙ্গে ২৫ জন লোক ও তিন সপ্তাহের রসদ। বলা বাহুল্য, ডারউইনও শরিক। যাত্রাপথ মোটেই নির্বিঘ্ন নয়। পদে পদে রেড-ইন্ডিয়ানদের হামলার ভয়। রাতে তীরে তাঁবুতে ঘুমান। সশস্ত্র পাহারার বন্দোবস্ত।

প্যাটাগনিয়ার নুড়িভরা ঊষর প্রান্তরে খাটো গাছপালা। কাঁটাভরা ঝোপঝাড়। প্রাণিবৈচিত্র্যও কম। সর্বত্র ইঁদুর। এক জাতের ইঁদুরের কালো লম্বা মোলায়েম লোম, দলবদ্ধ বসবাস, পানির অভাব মেটায় শিশিরে, স্বজাতিখোর। ছোটখাটো এক ধরনের শিয়ালও অঢেল। বুনো লামারা ঘুরে বেড়ায় দলে দলে, একসঙ্গে হাজার বা ততোধিক। ওরা রাতে ঘুমোয় চক্রব্যূহ বানিয়ে, মাথা রাখে বাইরের দিকে, পুমার ভয়ে। প্রতি রাতে জায়গা বদলায়। শকুন অঢেল, পুমার

BanglaBook.org

শিকার-করা লামার ভুক্তাবশেষ খেয়ে-খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট।

সামনের দৃশ্যপট বদলাতে থাকে। ব্যাসল্টশিলাময় টিলা-টালা। সচ্ছিদ্র পাথরে কিছুটা পানি আটকা পড়ার সুবাদে বিস্তৃত শ্যামলিমা। অদ্ভুত সব গাছগাছালি, পৃথিবীর আর কোথাও নেই। নদী ক্রমেই সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম হয়ে ওঠে। স্রোতবেগ বাড়ে। গভীরতা কমে। নিচের পাথরে ঠোকর লেগে নৌকা ফুটো হওয়ার আশঙ্কা পদে পদে। ডারউইন একদিন একটি শকুন শিকার করলেন। দুই ডানা মিলিয়ে দৈর্ঘ্য ৮ফিট, ঠোঁট থেকে লেজের গোড়া অবধি ৪ ফিট। দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্রই আছে। সদলবলে গাছে রাত কাটায়। ভারি ঘুমকাতুরে। গাছে উঠে সহজেই ধরা যায়। বাসা বানায় না। ডিম পাড়ে পাহাড়চূড়ায় পাথরের ওপর। আকাশের খুব উঁচুতে চক্কর দেয়। হাড়গোড়ের টোপ দিয়ে ফাঁদে ধরা যায়। লোকেরা মাংস খায়। বাজারে বিকোয় ১৬ সেন্ট দামে।

হনুমান ডারউইনের অন্যতম সংগ্রহ

আটলান্টিক থেকে ১৪০ মাইল পর্যন্ত যাওয়ার পর ফিরতিযাত্রা শুরু হয়। তাঁরা আসলে আন্দিজ পর্বতে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পর্বতের দূরত্ব কিছুতেই কমে না। ওখানে এভাবে পৌঁছানো যে অসম্ভব ফিটসেরয় শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন। স্রোতের টানে নৌকাগুলো দ্রুত চলে। ৮ মে তাঁরা মোহনায় পৌঁছন।

BanglaBook.org

৬

কুমেরু বলয়ে : টিয়েরা ডেল-ফুয়াগো

বিগ্‌ল্‌ টিয়েরা ডেল-ফুয়াগোয় দু'বার আসে। সঙ্গে ডারউইনও। স্থানক্রম অটুট রাখার সুবিধার্থে প্রথম সফর আগে বর্ণিত হয় নি।

প্রথম সফর : ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৩২ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৩

১৭ ডিসেম্বর বিগ্‌ল্‌ গুড-সাক্‌সেস উপসাগরে নোঙর ফেললো। ইতোমধ্যে পারে আদিবাসীদের ভিড় জমে গেছে। ছেঁড়া জামাকাপড় উঁচিয়ে তারা অতিথিদের স্বাগত জানায়। রাতেও তীরেই থাকে। জাহাজ থেকে ওদের হল্লা শোনা যাচ্ছিল। বন্দরটি চমৎকার। গাছগাছালিভরা পাহাড়ে ঘেরা। 'মকরক্রান্তির পর কুমেরুবৃত্তের কাছাকাছি এই অঞ্চলের নিসর্গদৃশ্য এতোদিন পর্যন্ত যা দেখেছি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

সকালে একটি দলের সঙ্গে ফিট্‌স্‌রয় ও ডারউইন তীরে নামলেন। সর্দারের সঙ্গে তিনজন আদিবাসী এগিয়ে এলো। পুরুষরা দীর্ঘদেহী, সকলেই প্রায় ৬ ফিট, শক্তসমর্থ। পোশাক বলতে বুনো-গাধার সলোম চামড়ার একটা চাদর, ঘাড় থেকে হাঁটু অবধি ঝোলানো। সর্দার বেশ বয়স্ক, মাথায় সাদা পালকের একটা ঘের, গালে লাল ও সাদা দুটি লম্বা উল্কি। অন্যদের গালে শুধুই কালো রঙ মাখা। সবার মুখই সন্দেহ, ভীতি ও বিস্ময় মাখা। ক্যাপ্টেন এগিয়ে গিয়ে প্রত্যেককে একটা করে লাল কাপড়ের টুকরো উপহার দিলেন। সর্দার টুকরোটি গলায় জড়িয়ে অতিথির বুকে তিনবার চাপড় মেরে স্বাগত জানালেন। মেয়েরা দূরেই দাঁড়িয়ে থাকলো। এভাবেই স্বাগতপর্ব শেষ।

রাতে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো। ঢেউ তীরে এতো জোরে আছড়ে পড়ছিল যে

BanglaBook.org

পানি ছিটকে তীরের ২০০ ফিট উঁচু পাহাড়চূড়া ভাসিয়ে দিচ্ছিল। এখানে থাকার সময় অনেকবার এমন ঝড় উঠেছে, একনাগাড়ে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সাগরে উথালপাতাল চলেছে, প্রায়ই মনে হয়েছে জাহাজ এখনই ডুববে, সবাই ডুবে মরবে, কখনো কখনো জাহাজ নিয়ন্ত্রণে রাখাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

১৯ ডিসেম্বর ডারউইন টিয়েরা ডেল-ফুয়াগোয় সংগ্রহযাত্রায় বের হন।

বিগল্-জাহাজীদের স্বাগত জানাচ্ছে আদিবাসীরা

সাগরপারের পাহাড়ে ১৫০০ ফিট পর্যন্ত উচ্চতায় অঢেল গাছগাছালি, পরের ৩-৪ হাজার ফিটের অনেকটাই তুষারঢাকা। সমভূমি প্রায় নেই। সর্বত্র ঘন জঙ্গল, দুর্ভেদ্য। ডারউইন অগত্যা নৌকা নিয়ে নদীপথে এগোন। কিন্তু ঘন-ঘন জলপ্রপাত ও পদে-পদে পড়ে-থাকা গাছপালার নানা বাধা। শেষে পাহাড়ে ওঠার একটা পথ পেয়ে যান। এখানে উষ্ণমণ্ডলীয় বৃষ্টিবনের সেই প্রাণস্পন্দন নেই। সর্বত্র সুস্পষ্ট ক্ষয়। গাছগাছালি ভাঙাচোরা। এক জাতীয় বিচগাছই *(Fagus betuloides)* বেশি। চিরসবুজ এই গাছের পাতায় হলুদ আঁচ, তাতে গোটা বনে রঙের ঝরনা।

পরদিন ডারউইন বন্দরের লাগোয়া পাহাড়ে উঠলেন। প্রথমে পিটের স্তর, তারপর খোলা শ্লেটপাথর। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, মাঝে-মাঝে ঢালু উপত্যকা। মাথায় তুষারটোপর। বিচগাছে এক জাতের ব্যাঙের ছাতা— গোলগাল, মসৃণ, গাঢ়-হলুদ। এখানে জীবজন্তুর বৈচিত্র্য কম। ডাঙায় নানা

BanglaBook.org

জাতের বাদুড়, এক জাতের ধেড়ে-ইঁদুর *(Reithrodon chinchilloides)*, দু'ধরনের নেংটি, টুকোটুকোর ঘনিষ্ঠ একটি জন্তু, দু'জাতের শেয়াল *(Canis magellianicus, C. azarac)*, একটি সামুদ্রিক ভোঁদড়, বুনো-লামা ও হরিণ। শুষ্ক পূর্বাঞ্চলেই অধিকাংশের বাস। এই গুমোট বনে পাখিও কম। এক জাতের ফ্লাইকোচর *(Myiobius albiceps)*, লাল-টুপি কাঠঠোকরা *(Scytalopus magellanicus)*, ক্রিপার *(Oxyurus tupinieri)* এবং খোলা মাঠে কয়েক জাতের মুনিয়া, থ্রাস, স্টারলিং, কিছু প্যাঁচা ও বাজ। গভীর বনে আরো পাখি থাকা সম্ভব, কিন্তু সেখানে ঢোকা অসম্ভব। ফক্‌ল্যান্ড দ্বীপের মতো এখানেও কোনো সরীসৃপ বা ব্যাঙ নেই। এমন অনুকূল পরিবেশে তাদের না-থাকাটা বড়ই আশ্চর্যের মনে হয়। বর্মপোকার সংখ্যাও কম। ডোবায় কয়েকটি পেলেন। আলোনা পানিতে কোনো কোম্বজ নেই। ডাঙায়ও কয়েকটি মাত্র। কিন্তু সামুদ্রিক জীবজীবন খুবই সমৃদ্ধ। এক জাতের ক্ষুদে শৈবাল *(Microcystis pyrifera)* ছাড়াও আছে বড় ও লম্বা সব শৈবাল, তাদের নানা গড়ন ও রঙ, ওগুলোতে সেঁধে থাকে রাজ্যের যত কোম্বজ ও কবচী। কোনো গাছ তুলে ঝাঁকালে গোটা একটা ট্রে ভরে যায়। এই শৈবালবনে অঢেল মাছের বাস। সেই লোভে আসে নানা পাখি ও জীবজন্তু, পানকৌড়িসহ মাছখোর পাখি আর ভোঁদড়, শুশুক ও সিল—দূর সমুদ্রের তিমি।

BanglaBook.org

ফুজিয়া বাস্‌কেট

ইয়র্কমিনিস্টার

জেমি বাটন

১৯ জানুয়ারি (১৮৩৩) তিন আদিবাসী (জেমি বাটন, ইয়র্কমিনিস্টার ও ফুজিয়া বাস্‌কেট) ও তাদের সঙ্গী পাদ্রি রিচার্ড ম্যাথুসকে নিয়ে ফিট্‌স্‌রয় চললেন ওদের গ্রামের উদ্দেশে। তিনটি বোট ও সব মিলিয়ে ২৮ জন যাত্রী। ২৩ জানুয়ারি জিমির গ্রামের কাছাকাছি একটা সুবিধাজনক জায়গায় তাঁরা নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন জুটে গেল। সবাই হতদরিদ্র, উলঙ্গপ্রায়। সামান্য উপহারেই খুশি। খাবারগুলো কিছু খেল, কিছু ফেললো। টিনের

মাংস ভারি অপছন্দ। জানা গেল জেমির বাবা মারা গেছেন। মা ও ভাইদের জন্য নৌকা পাঠানো হলো। ক্যাপ্টেন ওখানেই ওদের স্থায়ী আস্তানা বানানো শুরু করলেন। ২৪ জানুয়ারি জেমির মা ও ভাইয়েরা এলো। কিন্তু মিলন আনন্দঘন হলো না। দেখা গেল জেমি ইতোমধ্যে মাতৃভাষা ভুলে গেছে। পোশাক-আশাকে রীতিমতো বিদেশি। মা তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দূরে সরে গেল।

জেমির স্ত্রী

এখানে তৈরি হলো তিনটি বড় ঘর। তোলা হলো সঙ্গে-আনা অঢেল জিনিসপত্র—সভ্য মানুষের অপরিহার্য সবকিছু। জমি খুঁড়ে দুটি বাগানে বোনা হলো শাকসব্জি। হাত লাগালো সবাই। মেয়েরাই খাটলো বেশি। ছেলেরা বিদেশিদের আশপাশে ঘুরতে লাগলো। কেবলই জিনিসপত্র চায়। চুরিও করে। সবকিছু ভালোই চলছিল। ২৭ জানুয়ারি হঠাৎ মেয়ে ও শিশুরা উধাও হয়ে গেল। জেমি কোনো কারণ বলতে পারলো না। ভয়ে দলের সবাই রাত কাটাতে গেল পাহাড়ের গুহায়। পাদ্রিসহ জেমিরা থেকে গেল নতুন ঘরে। রাতে কোনো বিপদ ঘটলো না। পরদিন আবার সবকিছু ঠিকঠাক।

জেমি বাটন, আবার আদিবাসী

ফিট্স্‌রয় এবার ডারউইনকে নিয়ে উপকূল জরিপে চললেন। পাদ্রি ও জেমিরা থাকলো নতুন আস্তানায়। দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম। তারা সাগরের এক প্রণালী দিয়ে চললেন। জরিপ চললো বেশ কিছুদিন। ৬ ফেব্রুয়ারি দলটি ফিরে এলো। এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। পাদ্রি ম্যাথুস স্থানীয় লোকদের ওপর ভারি বিরক্ত। তাঁর উপদেশ শোনা তো দূরের কথা, তাঁকে তাঁরা চলে যেতে বলছে, প্রাণনাশেরও হুমকি দিয়েছে। জিনিসপত্র সবই চুরি ও লুটপাট হয়ে গেছে। মাটির নিচে লুকানো জিনিসগুলোও নেই। জেমির আত্মীয়রা কোনোই সাহায্য করে নি। পাদ্রি এখানে থাকতে চান না। অগত্যা ক্যাপ্টেন তাকে সঙ্গে নিলেন। থেকে গেল জেমিরা। ইতোমধ্যে ইয়র্কমিনিস্টার ফুজিয়াকে বিয়ে করেছে। ওদের কোনো সমস্যা নেই। ডারউইন নোটবইতে লিখলেন 'তিনজন আদিবাসী মাত্র তিন বছর সভ্যসমাজে বসবাসের অভ্যাসগুলো ধরে রাখতে খুবই আগ্রহী। কিন্তু

BanglaBook.org

স্পষ্টতই তা অসম্ভব। আমি নিশ্চিত যে তাদের এই ফিরে-আসা কোনো সুফল ফলাবে না।'

সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন সদলবলে বিগ্‌লের উদ্দেশে রওনা হলেন। সমুদ্র উত্তাল। খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি। যা হোক, ৭ মার্চ তারা নিরাপদেই জাহাজে পৌঁছলেন। ১১ মার্চ ফিট্‌স্‌রয় আবার জেমিদের দেখতে যান। ফিরে এসে জানান ওরা শারীরিকভাবে ভালো আছে, তবে অবশিষ্ট সামান্য জিনিসগুলোও আর নেই, চুরি হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় সফর : ১৮৩৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ

জাহাজ এক বছর পর আবার নোঙর ফেললো বিগ্‌ল্‌ প্রণালীর (আগেরবার ক্যাপ্টেন এই নামকরণ করেছেন) পুবপাশে। পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়া ও উত্তাল ঢেউ অগ্রাহ্য করে ফিট্‌স্‌রয় সদলবলে চললেন জেমিদের দেখতে। প্রণালীতে নৌকা ঢুকতেই আদিবাসীরা পার দিয়ে তাদের সঙ্গে ছুটতে লাগলো। কেউ অর্ধ-উলঙ্গ, কেউ পুরোপুরি। মুখে একটাই কথা দাও, দাও। ৫ মার্চ গন্তব্যে পৌঁছে দেখা গেল জায়গাটা শূন্য। কিছুক্ষণ পর একটি লোক নৌকা বেয়ে এলো। সে স্বয়ং জেমি। চেনা শক্ত। পুরো বুনো হয়ে গেছে। মুখে কালো রঙ, লম্বা চুল, কোমরে এক টুকরো কাপড় ছাড়া উদোম শরীর। লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। তাকে রেখে যাওয়া হয়েছিল পরিচ্ছন্ন ও ভালো পোশাকে। কী অদ্ভুত পরিবর্তন। আবার তাকে নতুন জামাকাপড় দেয়া হলো। সে জানালো ইয়র্কমিনিস্টার ও ফুজিয়া বাস্‌কেট অনেক দূরের এক গ্রামে চলে গেছে। দুপুরে ডিনার খেল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। আগের মতোই পরিপাটি। কিছুই ভোলে নি। বললো, ভালোই আছে। খাওয়া-দাওয়ার কোনো সমস্যা নেই। বিয়েও করেছে। সে আর ইংল্যান্ডে ফিরতে চায় না। সন্ধ্যায় সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে এলো। জাহাজের দু'জন বন্ধুর জন্য এনেছে ভোঁদড়ের দুটি সলোম চামড়া, ফিট্‌স্‌রয়ের জন্য একটি বর্শা ও কয়েকটি তীর। বললো, সে নিজে একটা নৌকা বানিয়েছে এবং স্থানীয় লোকজনকে কিছুটা ইংরেজি শিখিয়েছে। পরদিন জেমি এলে তার নৌকা নানা উপহারে ভরে দেয়া হলো। সকলেই নিশ্চিত যে, ক্যাপ্টেনের স্বপ্ন কিছুটা হলেও সার্থক হয়েছে। দূর-ভবিষ্যতে ডুবে-যাওয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিকদের ইয়র্ক-ফুজিয়া-জেমির সন্তানরা ইংরেজি ভাষায় স্বাগত জানাতে পারবে।

BanglaBook.org

৭

আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে

আটলান্টিক থেকে বিগ্‌ল্‌ চললো প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। আবহাওয়া অশান্ত। সমুদ্র উত্তাল। টিয়েরা ডেল-ফুয়াগো প্রণালীতে প্রবল ঢেউ। পাহাড়ের চূড়ো থেকে খসে পড়ছে বরফের বড় বড় চাঙড়। এই দৃশ্য ডাঙার মানুষকে অচিরেই জাহাজডুবির দুঃস্বপ্নে উদ্ভ্রান্ত করে। জাহাজ তুষারকণায় সাদা হয়ে উঠলো। মাসখানেক লাগলো প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছতে। সেখানেও সমুদ্র টালমাটাল, যেন আপন নামের ভ্রান্তি ঘুচাতে উদ্‌গ্রীব। বিগ্‌ল্‌ ২৩ জুলাই রাতে ভিড়লো চিলির প্রধান বন্দর ভালপারাসোতে।

ভালপারাসো অর্থাৎ স্বর্গীয় উপত্যকা। টিয়েরা ডেল-ফুয়াগোর তুলনায় স্বর্গীয়ই। ডাঙার স্বাদ, দুলুনিহীন আশ্রয়, তাজা খাবার, শুকনো পোশাক, বাড়ির চিমনির ধোঁয়া, রান্নার সুগন্ধ, মহিলাদের সাক্ষাৎ—সভ্যজীবনের এইসব স্পর্শ স্বর্গীয় বটে। দিনটি রোদঝলমল, আকাশ গাঢ়-নীল। ডারউইন বন্দরে নেমেই পেলেন পার্সেল—বাড়ি থেকে এসেছে চিঠিপত্র, জুতো ও অন্যান্য টুকিটাকি আর হেন্‌স্লো পাঠিয়েছেন লায়েলের *Principles of Geology* তৃতীয় খণ্ড।

এই শহরের বাসিন্দা, এককালের সহপাঠী রিচার্ড কর্‌ফিল্ডের অতিথি হলেন ডারউইন। দীর্ঘদিন পর প্রবাসী কর্‌ফিল্ড বন্ধুর সাক্ষাতে দারুণ উৎফুল্ল। সুন্দর বাড়ি। সামনে রঙিন ও সুগন্ধি ফুলের বাগান। ডারউইন মুগ্ধ। এই যাত্রায় তিনি কঠিন অসুখে পড়েন এবং কর্‌ফিল্ড ও তাঁর স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষায় ভালো হয়ে ওঠেন। কৃতজ্ঞ ডারউইন তখন নোটবইতে লিখেছিলেন,

BanglaBook.org

আন্দিজ পর্বত

'তাঁদের সহৃদয়তা ভাষায় প্রকাশ আমার সাধ্যাতীত।'

আর্জেন্টিনায় থাকার সময় ফিট্‌স্‌রয়ের সঙ্গে যে-আন্দিজ পর্বতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো যায় নি, এবার সেটি হাতের নাগালে। ১৪ আগস্ট পাহাড়ে চললেন দু' সপ্তাহের সন্ধান-যাত্রায়। সঙ্গী দু'জন গাউচ ও কয়েকটি খচ্চর। গ্রীষ্মে এখানে বৃষ্টি ঝরে না। শীতই বর্ষার মরশুম। শুষ্ক অঞ্চল। গাছ-গাছালি কম। চিলি দেশটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এক ফালি জমি, যেন দক্ষিণ আমেরিকার কটিতে ঝোলানো তলোয়ার। সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী। মাঝে-মাঝে সমতল উপত্যকা। গম ও ভুট্টা প্রধান ফসল। এক ধরনের সিম ফলে অঢেল, গরিবের রুটি যোগায়। পিচ, ডুমুর, কমলা, অলিভ ও আঙুর সর্বত্র। বন ও মালভূমিতে চরে আধা-জংলী গৃহপালিত পশুর দল। মালিক বছরে একবার ওদের খোঁজখবর নেয়। বুনোদের মধ্যে বন্য-লামা ও শকুনই বেশি। খচ্চরের পিঠে চেপে পাহাড়ে উঠতে-উঠতে চোখে পড়ে শুধুই লাল পাথর আর মাথার ওপর উড়ন্ত শকুন।

১৬ আগস্ট তাঁরা বেল-মাউন্টেনে উঠতে লাগলেন। পথ দুর্গম। কিন্তু অপূর্ব নিসর্গশোভা পথকষ্ট ভুলিয়ে দেয়। বাতাস এতোটা স্বচ্ছ যে ২৬ মাইল দূরের বন্দরে দাঁড়ানো জাহাজগুলোর মাস্তুল স্পষ্ট দেখা যায়। সন্ধ্যায় এক ঝরনার পাশে যাত্রাবিরতি। শুকনো বাঁশের টুকরোয় আগুন ধরিয়ে গোমাংসের শুঁটকি পোড়া দিয়ে রাতের ভোজ সারা হলো। এতো ওপরে আলু সিদ্ধ হয় না। শেষে 'প্যারাগুয়ে চা' খেয়ে নিদ্রা। ডারউইন সেই সময়ের ভাবনা নোটবইতে লিখেছেন 'এমন জীবনযাপন বড়ই সুখের। নিঃশব্দ চরাচর। মাঝে-মাঝে শুধুই বুনো পশু-পাখির ডাক, ঝিঁঝির লাগাতার ঐকতান।'

BanglaBook.org

দেখার মতো জিনিস অনেক। এক জাতের পাহাড়ি পাখি টেপাকুলো নাচছিল লেজ দুলিয়ে আর টুরকো পাখি ভারি বিদঘুটে, ছুটছিল ঝোপ থেকে ঝোপে। অঢেল ইঁদুর, খুবই নিরীহ, থাকে লুকিয়ে, লেজ গুটিয়ে। ঝাঁক-ঝাঁক পঙ্গপাল মেঘের মতো পুঞ্জে-পুঞ্জে ওড়ে। ১৭ আগস্ট তাঁরা পাহাড় চুড়োয় উঠে গোটা দিন ওখানেই কাটালেন। এই গাউচরা প্যাটাগনিয়ার স্বজাতির তুলনায় অনেক নিরীহ। চিলিতে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ খুবই স্পষ্ট এবং সে জন্য এই গাউচরা নিজেদের হীনজন ভাবে, ডারউইনের সঙ্গে বসে খেতে চায় না। এদেশের মুষ্টিমেয় মানুষ বিপুল বিত্তশালী অথচ প্রকৃতি ঐশ্বর্যময়ী হলেও সাধারণ মানুষ খুবই গরিব। ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনায় অতিথির কাছ থেকে অর্থলাভ অকল্পনীয়, কিন্তু এখানে এটাই রেওয়াজ।

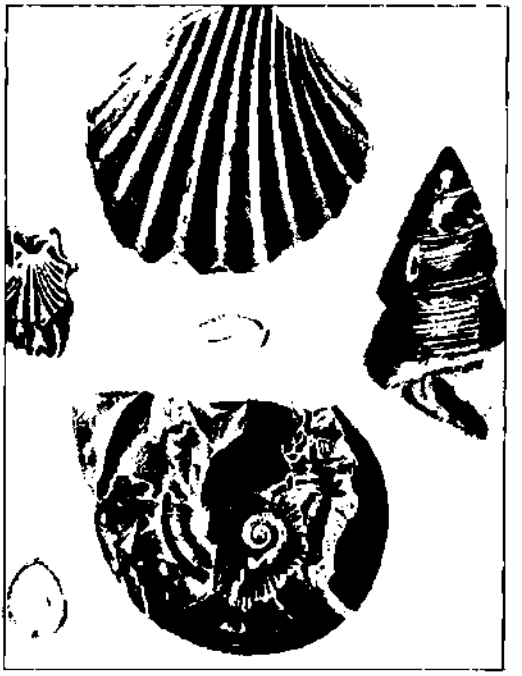

আন্দিজ পর্বতের সামুদ্রিক শামুকের ফসিল

১৮ আগস্ট তাঁরা নামতে শুরু করলেন। পিচগাছ ফুলে ফলে ভরে আছে। পথে তামার একটি খনি পড়লো। ডারউইন খনির এক কর্মকর্তার বাড়ি থাকলেন পাঁচদিন। শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে। মাসিক বেতন ১ পাউন্ড। আহার ও বাসস্থান নিখরচায়। সকালে দু'টুকরো রুটির সঙ্গে ১৬টি ডুমুর, সিম সিদ্ধ, রাতে ভাজা গমের দানা। মাছ-মাংস চোখে দেখে না। ২-৩ সপ্তাহে একদিনের ছুটিতে বাড়ি যাওয়া। বছরে ১২ পাউন্ডে সংসার চালানো ডারউইনের কাছে অসাধ্যসাধন মনে হলো। অথচ লোকগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান, হাসিখুশি।

এখানে অঢেল ক্যাকটাস, বেশির ভাগই ফণীমনসা। পথে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে দিন কয়েক কাটে। তারপর আবার দক্ষিণে যাত্রা। এক গাঁয়ে জনৈক উকিলের সঙ্গে আলাপ। জীবজন্তু, পোকা-মাকড় সংগ্রহে এতোদূর এসেছেন শুনে সে তো অবাক। বললো, 'আমি আপনার দেশে এ কাজে গেলে রাজা নিশ্চয়ই আমাকে তাড়িয়ে দিতেন।' সে ভারি বিরক্ত। ডারউইনকে পাহাড়ে না-উঠতে বললো, ভয় দেখালো, ওখানে নাকি

BanglaBook.org

মানুষখেকো জাগুয়ার আছে।

চলতে চলতে ১৯ সেপ্টেম্বর ডারউইন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভাবলেন গাউচদের আনা খারাপ মদ খেয়েই বিপত্তি ঘটেছে। কাঁপা কাঁপা হাতে নোটবইতে লিখলেন 'রাতে অসম্ভব ক্লান্তি... তবে সৌভাগ্য বিছানার জন্য কিছুটা পরিষ্কার খড় জুটেছিল.. ইংল্যান্ডে এমনটি ঘটলে এই খড়, ঘোড়ার সাজের কাপড়ের ঝাঁঝালো গন্ধ বড়ই অসহ্য লাগতো।' অনেক কষ্টে ভালপারাসোয় বন্ধুর বাড়ি পৌঁছলেন এবং ক্যারোলিনকে লিখলেন, 'বহুদূর থেকে অনেক কষ্টে ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়ে শেষ পর্যন্ত কোনোক্রমে এখানে আসতে পারলাম।'

রোগটি আসলে কী সেটা কোনোদিনই শনাক্ত করা যায় নি। হতে পারে, সালমোনেলা/টাইফয়েড ধরনের কোনো সংক্রমণ কিংবা চ্যাগা-রোগের বিলম্বিত লক্ষণ। বেনচুকা *(Triatoma unfastans)* এক ধরনের ছারপোকা, ট্রিপানোসোম প্রটোজোয়ার বাহক আর ওই জীবাণুর জন্যই চ্যাগা রোগ। পোকাটি দক্ষিণ আমেরিকায়, বিশেষত চিলি ও পেরুতে অঢেল। স্যাঁতসেঁতে মাটির ঘর ও আর্মেডিলার গর্তে বসবাস। ডারউইন অনেকবারই ওদের কামড় খেয়েছেন এবং একবার কয়েকটি নিয়ে একটি পরীক্ষাও চালান। ডানাহীন, ইঞ্চিখানেক লম্বা এই পোকা উপোসী অবস্থায় খুবই ছোট। তিনি একটিকে টেবিলে রেখে আঙুল এগিয়ে দিতেন, দশ মিনিট একটানা রক্ত চুষে ঢাউশ হয়ে উঠতো। 'একটা দেখার মতো দৃশ্য। কোনো ব্যথা টের পাওয়া যায় না। একবার খেয়ে চার মাস দিব্যি কাটিয়ে দেয়। তবে দু'সপ্তাহ পর আবার খেতে চায়।' জাহাজের ডাক্তার তাঁকে ক্যালোমেল খেতে দেন এবং এক মাস ভুগে তবেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। ক্যাপ্টেন তাঁর জন্য জাহাজ আরো দশদিন বন্দরে আটকে রাখেন।

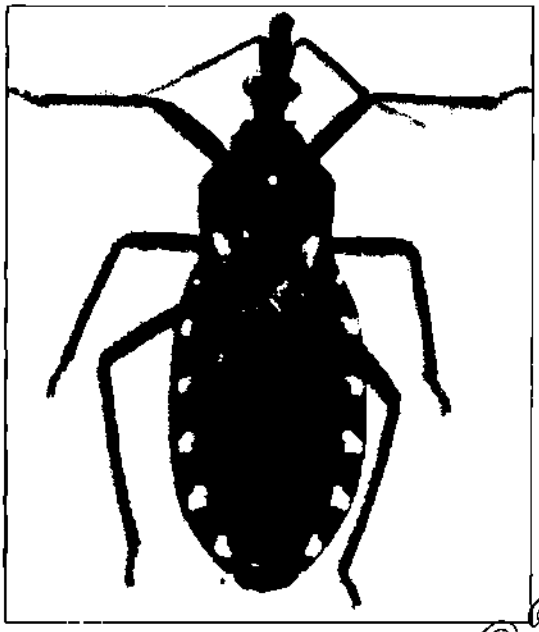

বেনচুকা *(Triatoma unfastans)*

BanglaBook.org

বিগ্‌ল্ ১০ নভেম্বর ভালপারাসো ছেড়ে দক্ষিণে উপকূললগ্ন ভাঙাচোরা

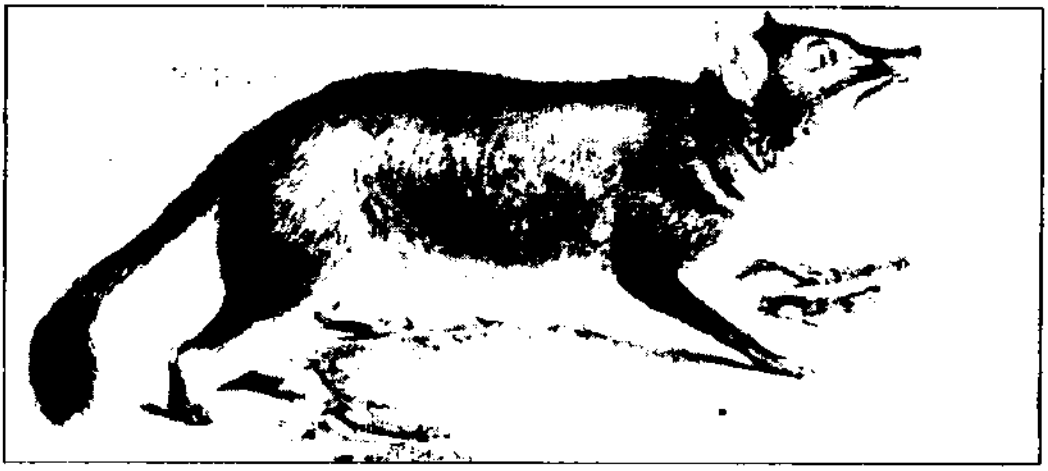

চিলো-দ্বীপের শেয়াল *(Canis fulvipes)*

ভূখণ্ডের চিলো-দ্বীপ ও বনোস দ্বীপপুঞ্জ জরিপে রওনা হয়ে ২১ নভেম্বর চিলো পৌঁছয়। দ্বীপটি খুবই ছোট, ৯০ মাইল লম্বা, ৩০ মাইল চওড়া। উঁচু, তবে পাহাড়ি নয়। আবাদি কিছু জমি ছাড়া সবটাই ঘন বন। এখানকার এক প্রজাতির শেয়াল *(Canis fulvipes)* ফক্‌ল্যান্ডের শেয়ালের মতোই বোকা। ডারউইন একটাকে পেছন থেকে হাতুড়ি পিটিয়ে মারেন। ইঁদুরও আছে, তবে সবই মূল-ভূভাগের। কিন্তু গেল কিভাবে? প্যাঁচা বা বাজ হয়তো বাচ্চাদের আধার হিসেবে ধরে নিয়ে বাসায় রাখলে কোনো কোনোটা পালিয়ে বেঁচেছে, বংশবিস্তার করেছে, ডারউইন ভাবেন।

চনোস দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায় অনেক জাতের লাইকেন, মস ও ফার্ন। এখানে প্রচুর বুনো-আলু, জন্মে উপকূলের বালুমাটিতে। গাছগুলো ৪ ফিট পর্যন্ত উঁচু, আলু খুব ছোট ছোট, দু'একটা অবশ্য বড়, ২ ইঞ্চির মতো চওড়া। চেহারা ও গন্ধ অবিকল ইংল্যান্ডের আলুর মতো হলেও সিদ্ধ করলে কুঁচকে যায়, স্বাদ কেমন জলো আর তেতো। বুনো-আলু চিলির মধ্যাঞ্চলেও জন্মে। ডারউইন কয়েকটি শুকিয়ে ঝুলিতে ভরেন। দুই প্রজাতির আগাছার জঙ্গল সর্বত্র *Astelia pumila* ও *Donatia magellanica*। তাছাড়া আছে *Mystus nummularia* ও *Empetrum rubrum* এবং খাগড়া জাতীয় *Juncus grandiflorus*। এগুলো দেখতে ইংল্যান্ডের স্বজাতির মতো হলেও বেশ কিছুটা আলাদা। প্রাণীর মধ্যে আছে একটি জলবাসী জন্তু (Myopotamus coypus), দেখতে বিভারের মতো, লোমশ চামড়ার চড়া দাম। একটি খুদে সামুদ্রিক ভোঁদড়, মাছের চেয়ে কাঁকড়াতেই বেশি আসক্ত। পাখির মধ্যে কয়েক জাতের পেট্‌রেল, ওড়ে অদ্ভুতভাবে, সোজা ওপরে উঠে হঠাৎ গা ছেড়ে দিয়ে নিচে নামতে থাকে যেন মারা গেছে, তারপর আবার ওপরে।

BanglaBook.org

লিমা শহরের রূপসীরা

২০ ফেব্রুয়ারি (১৮৩৫) বিগ্‌ল্ ভিড়লো মূল ভূখণ্ডের ভালদিভিয়া বন্দরে। পারে উঠে ডারউইন ও কভিংটন একটি আপেল বাগানে সবে বসেছেন আর তখনই শুরু হলো ভূমিকম্প। দাঁড়ানো যায় না মোটেও। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'মুহূর্তকালের নিরাপত্তাহীনতার এই অনুভূতি দীর্ঘকালের কল্পনায়ও অনুভব করা সম্ভব নয়।' বিগ্‌ল্ সমুদ্রে দুলতে লাগলো ঝড়ে-পড়া নোঙরহীন নৌকার মতো। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল আরো উত্তরে এবং বিগ্‌ল্ পরে সেদিকে তালচুয়ান বন্দরে পৌঁছলে সত্যিকার ধ্বংসযজ্ঞের নমুনা দেখা গেল। অনেকগুলো জাহাজ ও শত শত নৌকা ডুবে গেছে। পানিতে ভাসছে তুলার বড় বড় গাঁট, জীবজন্তুর ফোলা লাশ, মরা মাছ, উপড়ানো গাছপালা, টেবিল-চেয়ার, ঘরের চাল ইত্যাদি। বাতাসে দুর্গন্ধ। লোকে আগেভাগে কিছুই টের পায় নি। শুধু দেখেছে হঠাৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ে আসছে সমুদ্র থেকে আর বন্দরের বেওয়ারিশ কুকুরগুলো ছুটছে পাহাড়ের দিকে।

ফিট্‌স্‌রয় ও ডারউইন শহরে গেলেন। একটিও পাকাবাড়ি খাড়া নেই। টিকে আছে কেবল কুঁড়েগুলো। লোকে তাতেই আশ্রয় নিয়েছে আর গরিবরা ওগুলো ভাড়া দিয়ে কিছু কামিয়ে নিচ্ছে। ডারউইন লক্ষ্য করলেন ভূমিকম্পে জমি কোথাও কোথাও কয়েক ফিট উঁচু হয়ে গেছে এবং ভাবলেন 'তাহলে সেটা আরো উঁচু হওয়া সম্ভব, একটা পাহাড়ের মতো ১০ হাজার ফিট।'

১৯ জুলাই বিগ্‌ল্ পেরুর রাজধানী লিমার সমুদ্রবন্দর কালাও পৌঁছলো। এখান থেকে ৭ মাইল দূরে শহর। অবস্থা বড়ই করুণ। অধিকাংশ বাড়িই

BanglaBook.org

কাঁচা। গাছপালা তেমন নেই। মাঝে-মাঝে উইলো, কমলা আর কলার ঝাড়। যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ আর সেগুলো খুঁটছে কালো রঙের জংলী তিতিরের দল, পোষা মুরগির মতো। ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য বেশির ভাগ বাড়িই দোতলা। পুরনো বড় দালানও আছে কয়েকটি। লিমা অর্থ রাজাদের শহর। একদা নিশ্চয়ই শহরটি রাজকীয় ছিল এবং তারই সাক্ষী হয়ে আছে শহরের সুরম্য প্রধান গির্জাটি।

সংগ্রহযাত্রার সুযোগ নেই। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা। ডারউইন একদিন শহরের লাগোয়া বনে শিকারে গেলেন। শিকার মিললো না, কিন্তু রেড-ইন্ডিয়ানদের একটি প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ দেখার সুযোগ ঘটলো। মাঠে ছড়ানো বিধ্বস্ত দালানকোঠা, বেড়া, জলসেচের খাল, সমাধিস্তূপ দেখলে তাদের সভ্যতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা জন্মে। মাটির হাঁড়িকলসি, পশমী কাপড়, পাথরের তৈরি চমৎকার তৈজসপত্র, তামার যন্ত্রপাতি, রত্নপাথরের অলঙ্কার, হাইড্রলিক ক্রিয়াকলাপ প্রাচীন একটি সভ্যতার উৎকৃষ্ট নজির।

লিমার নিরানন্দ শহরে দুটি জিনিস ডারউইনের মন কাড়ে। একটি সেখানকার অত্যন্ত সুস্বাদু নোনাফল এবং দ্বিতীয়টি শহরের সুন্দরী রমণী-কুল, তাদের মুখের অর্ধেকটা রেশমী ঘোমটায় ঢাকা থাকে, খোলা অর্ধেকে কালো রঙের চোখ ঝলসায়—সে বড়ই রহস্যময়।

ট্যানাগের *(Tanagra darwini)*

BanglaBook.org

৮

সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি গ্যালাপাগস্

বিগ্‌ল্ ৭ সেপ্টেম্বর পেরু ছেড়ে চললো উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরের গ্যালাপাগ্‌স্ দ্বীপপুঞ্জের দিকে। ইকুয়েডর থেকে প্রায় ৬০০ মাইল পশ্চিমের এই দ্বীপাবলির খোঁজ মেলে ১৫৩৫ খৃস্টাব্দে। ছোট বড় সব মিলিয়ে দশটির বেশি দ্বীপ। ইকুয়েডর রাজ্যের এলাকা। জনবসতি খুবই কম, অধিকাংশই দ্বীপান্তরিত কয়েদিদের বংশধর। এককালে জনমানবহীন এই জায়গাটা ছিল জলদস্যুর আস্তানা, তিমিশিকারির আশ্রয়। গ্যালাপাগ্‌স্ মানে মহাকচ্ছপ— এখানকার ঢাউশ সব কচ্ছপের জন্যই এই নাম।

১৫ সেপ্টেম্বর বিগ্‌ল্ এই দ্বীপপুঞ্জের একটি বড় দ্বীপ চ্যাথামের কাছে পৌঁছতেই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্যপট : কালো লাভার জমাট আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু স্তর, চোখা-চোখা আগ্নেয়গিরির অনেকগুলো জ্বালামুখ, বৃক্ষহীন বিরান ভূমি, ছড়ানো পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে মাথা উঁচিয়ে থাকা কুশ্রী চেহারার ঢাউশ সব গিরিগিটি। 'এক দানবীয় উপকূল, নারকীয় অঞ্চল', বললেন ক্যাপ্টেন ফিট্‌স্‌রয়। জাহাজ ভিড়লো ওই দ্বীপের সেন্ট-স্টিফেন্‌স্ বন্দরে।

সরাসরি বিষুবরেখায় থাকলেও দক্ষিণ মেরুস্রোতের সুবাদে আবহাওয়া ততোটা গরম নয়। বর্ষার মরশুম দিন কয়েকের, বাকি গোটা বছরই খরা। আকাশে মেঘের ঘোরাঘুরি অবশ্য লেগেই থাকে— বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। উপকূল শুষ্ক, পাহাড়ের ওপরটা আর্দ্র, সেখানে প্রচুর গাছগাছালি। দু'দিন পর ডারউইন তীরে নামলেন। ব্যাসল্ট-লাভায় ঢাকা ভাঙা-ভাঙা জমি। খাটো শুকনো ঝোপঝাড়। দুপুরের রোদে তাতানো বাতাস যেন জ্বলন্ত চুল্লির বাষ্প। কিছু গাছপালার নমুনা কুড়োলেন— মরামরা, পাতাহীন। এগুলো

BanglaBook.org

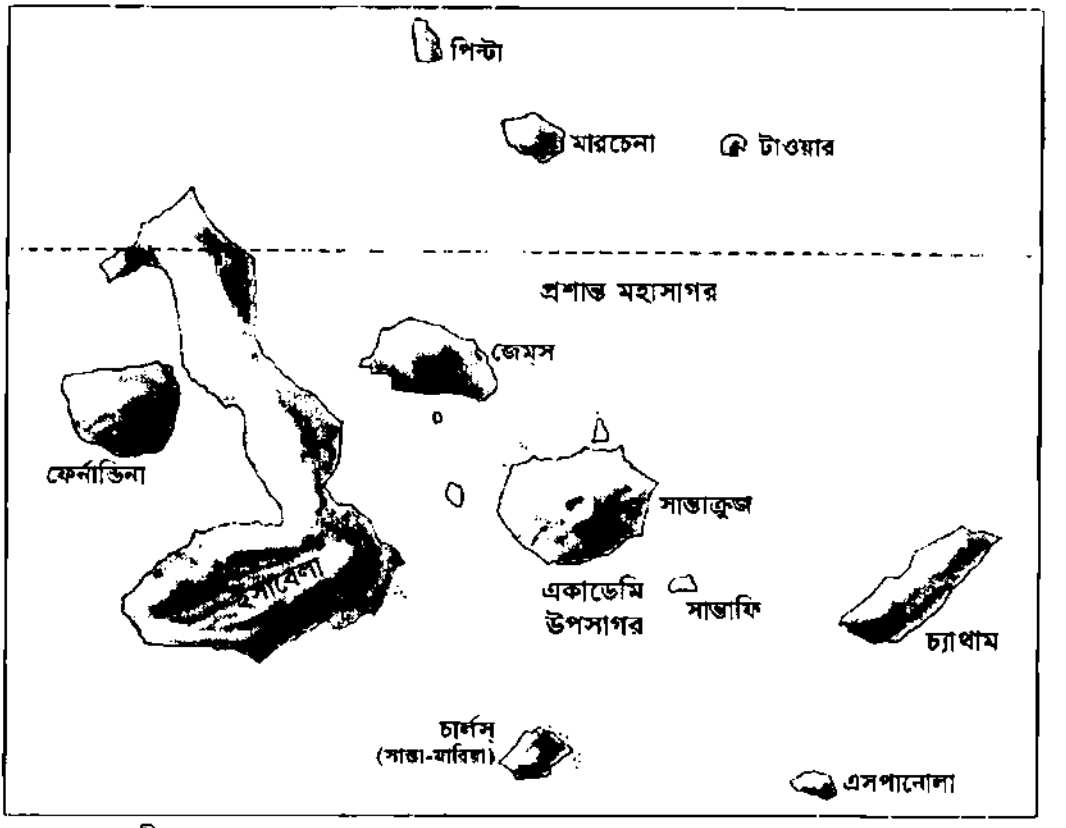

গ্যালাপাগস্ দ্বীপপুঞ্জ

উষ্ণমণ্ডলের তুলনায় মেরুদেশেরই ঘনিষ্ঠ। বেশির ভাগই বাবলা জাতীয়, কিছু কিছু ক্যাকটাস।

রাত কাটালেন তীরে, ভূমিশয্যায়। সামনে দাঁড়ানো শ'খানেক ফিট উঁচু-উঁচু আগ্নেয়-পাহাড়ের টিলাটালা, মাথাকাটা জ্বালামুখ, নিভন্ত। জমি এক বিশাল ছাকনির মতো, অজস্র ফুটো দিয়ে উঠছে ধুঁয়ো। গোটা ভূদৃশ্য যেন এক অলৌকিক নির্মাণকর্ম। আশপাশে ঘুরছে দৈত্যাকার সব গিরগিটি—ইগুয়েনা, একেক দলে হাজার হাজার। কয়েক ফিট লম্বা এই জন্তুগুলো ঘোর-কৃষ্ণবর্ণ, বিরাট হ্যাঁ—'অন্ধকারের কুসন্তান', লোক দেখলে ঝটপট সাগরে লাফিয়ে পড়ে, বেশি দূর যায় না, ডুবে ডুবে শ্যাওলা খায়, অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠে আসে, সম্ভবত হাঙরের ভয়ে।

ডারউইন সকালে চললেন পাহাড়ে। পথে দুটো কচ্ছপ পড়লো, মহাকায়, ওজন অন্তত ২০০ পাউন্ড, ক্যাকটাস খাচ্ছিল। ডারউইন ও কভিংটন মিলে একটাকে উল্টাতে চাইলেন, বৃথা চেষ্টা। মনে হলো একটা মানুষ পিঠে নিয়ে দিব্যি চলতে পারবে। সামনে এগিয়ে দেখলেন শত শত কচ্ছপ লাইন বেঁধে চলেছে ঝরনার দিকে, ফিরছেও অনেকে, সুযোগমতো ক্যাকটাস গাছে কামড় বসাচ্ছে। এই শোভাযাত্রা চলেছে দিবারাত্র, সম্ভবত যুগ যুগ। ইংল্যান্ড নেয়ার

BanglaBook.org

জন্য ডারউইন তিনটি ছা ধরলেন। হাজার হাজার কচ্ছপ রাতের বেলা সাগরপারের বালুতে ডিম পাড়ে। একেক গর্তে ৬টি ডিম। ফুটে বাচ্চা বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো যায় বাজপাখির পেটে। ওরা বাঁচে বহু বছর। বুড়োরা অনেক সময় মারা পড়ে পাহাড় থেকে পা-পিছলে। দানবীয় সরীসৃপ, জমাট কালো লাভার জমিন, বড় বড় ক্যাকটাস—সবই যেন প্রাগৈতিহাসিক। কয়েকটি ম্যাটমেটে রঙের পাখিও উড়ছিল নির্ভয়ে।

এক দঙ্গল কুশ্রী ইগুয়েনা *(Amblyrhynchus cristatus)*

২৩ সেপ্টেম্বর জাহাজ চার্লস্ দ্বীপে ভিড়লো। বন্দর থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে একটি বসতি। পরিবেশ চ্যাথামের মতো। উপকূলে শুষ্কতা, পাহাড়ে শ্যামলিমা—লম্বা লম্বা ঘাস আর ফার্ন। ট্রি-ফার্ন নেই। নানা জাতের পাম। বসতির লোকেরা মিষ্টি-আলু ফলায়, লাগায় কলাগাছ। সবাই গরিব কিন্তু খাদ্যাভাব নেই। সহজেই ফল-ফসল ফলে। বনে অঢেল বুনোছাগল ও শূকর, আর কচ্ছপমাংস তো অফুরান। কিন্তু বন্যপ্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমছে। বিশেষত কচ্ছপ, হাজার হাজার চালান যাচ্ছে। এগুলো জাহাজীদের জন্য তাজা-মাংসের চমৎকার ভাঁড়ার।

৮ অক্টোবর জাহাজ ডারউইন ও কভিংটনকে জেম্স্ দ্বীপে নামিয়ে এক সপ্তাহের জন্য জরিপকাজে গেল। পারে এক স্পেনীয় ব্যাপারির সঙ্গে দেখা।

BanglaBook.org

কচ্ছপের মাংস ও মাছের শুঁটকির ব্যবসা। রাত কাটলো তার সঙ্গে, খেলেন কচি কচ্ছপের বুকের চাপড়াশুদ্ধ রোস্ট, খুবই সুস্বাদু।

উভচর ইগুয়েনার মতো স্থলচর ইগুয়েনাও বিরাট, বিদঘুটে। ৪ ফিটের মতো দীর্ঘ, শিরদাঁড়ায় লম্বা আল, গায়ে কমলা ও পাটকিলে রঙের ছিটা। ক্যাকটাসভুক এই জন্তুটি অক্লেশে ৩০ ফিট উঁচু গাছে উঠতে পারে, গোগ্রাসে খায়, কুকুরের মতো পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে। পা দিয়ে গর্ত খোঁড়ে। দাঁত ধারালো, কিন্তু মানুষকে কামড়ায় না। লেজ ও পা মাটিতে ঘসটে ঘসটে হাঁটে। ডারউইন একটিকে লেজ ধরে গর্ত থেকে টেনে বের করলে কামড়ালো না, বরং অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলো। 'এগুলোর মাংস খাওয়া যায়, তেমন বিস্বাদও নয়।'

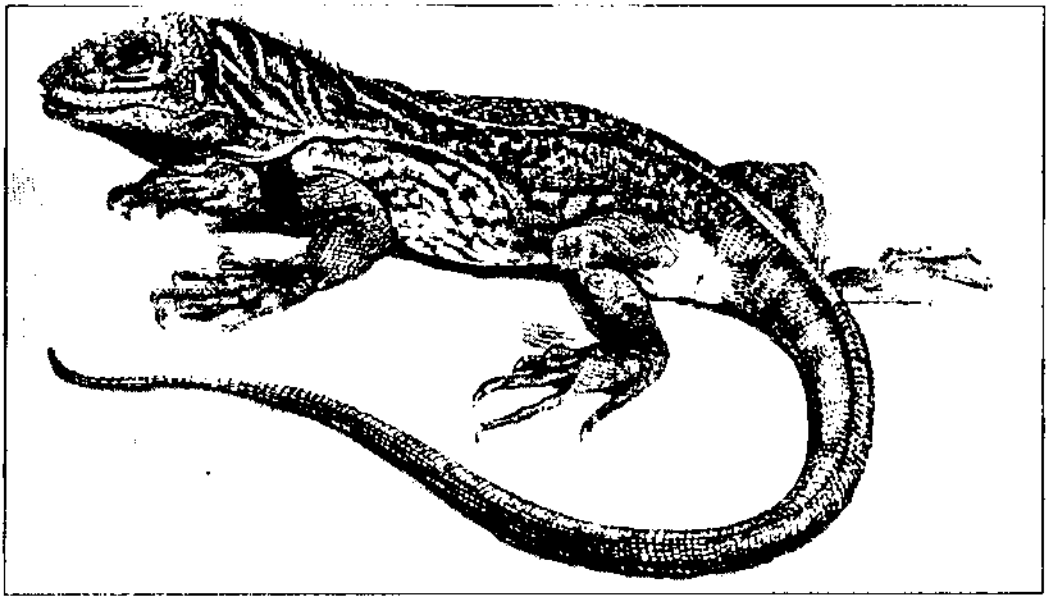

স্থলচর ইগুয়েনা *(Amblyrhynchus demarlii)*

এই দ্বীপের জীব-ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। সবগুলো জীবজন্তুই বহিরাগত কিংবা নতুন প্রজাতি, পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানকার নানা দ্বীপের জীবজগতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও সবাই মূল ভূখণ্ড অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ঘনিষ্ঠ, অথচ তাদের মধ্যে ৫০০-৬০০ মাইল গভীর সমুদ্রের ফারাক। ভূতাত্ত্বিক বিচারে এই দ্বীপগুলো মূল ভূভাগ থেকে অনেক কম বয়সী, সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণের ফলে পরবর্তীকালের সৃষ্টি। জ্বালামুখের উচ্চতা ও লাভাস্রোতের স্পষ্ট খাতগুলো এই অনুমানের যাথার্থ্য সমর্থন করে। এভাবেই স্থান ও কাল উভয় ক্ষেত্রেই আমরা এই মহাসত্যের, রহস্যের—পৃথিবীর নতুন জীবউৎপত্তির কাছাকাছি পৌঁছই।'

BanglaBook.org

স্থলচরদের মধ্যে এখানকার একান্ত নিজস্ব একটি নেংটি ইঁদুর *(Mus galapagoensis)* থাকে চ্যাথাম দ্বীপের পুবপ্রান্তে। জেম্‌স্ দ্বীপের ধেড়ে ইঁদুরগুলো স্পষ্টতই ইউরোপীয়, কেননা বিগত প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে ওখানেই ভিড়ছে ইউরোপের জাহাজগুলো। তবু তারাও আর ঠিক ইউরোপীয় নেই, নতুন পরিবেশ ও খাদ্যের প্রভাবে বদলে গেছে অনেকটাই—রীতিমতো একটি নতুন ভ্যারাইটি। ডাঙার পাখিদের ২১টি প্রজাতির মধ্যে শুধু একটি

গ্যালাপাগ্‌সের মহাকচ্ছপ *(Testudo nigra)*

ছাড়া বাদবাকি সবগুলোই নতুন প্রজাতি। ব্যতিক্রমীটি লার্ক-সদৃশ একটি মুনিয়া *(Dolychonyx oryzivorus)*, উত্তর আমেরিকার মালভূমিতে অঢেল। হেন্‌স্লোকে লিখলেন, 'পাখির দিকে বেশি নজর দিচ্ছি। মনে হচ্ছে সবগুলোই অসাধারণ।' পাখিগুলো যেন পোষমানা। মানুষকে ভয় করে না। একদিন ঝোপে-বসা একটি বাজকে ডারউইন বন্দুকের নল দিয়ে ঠেলেও সরাতে পারলেন না, হাতের পানপাত্র থেকে একটি হরবোলা পাখি পানি খেল। ঝরনার ধারে বসে লোকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ইচ্ছামতো ঘুঘু ও মুনিয়া মেরে মাংস যোগাড় করে। তিনি নোটবইতে লিখলেন 'কোনো শিকারি জন্তু এখানে আমদানি করলে স্থানীয়রা নবাগতের শক্তি বা ছলনা না-শেখা পর্যন্ত কী মারাত্মক বিপদের মধ্যেই-না থাকতো।' তবে স্থানীয় জীবজন্তুরা এখনো মিলেমিশেই আছে। একই সঙ্গে ক্যাকটাসের টুকরোয় ভাগ বসায় গিরগিটি ও মুনিয়া, বুনো জাম খায় কচ্ছপ ও গিরগিটি, লড়াই বাধে না মোটেও।

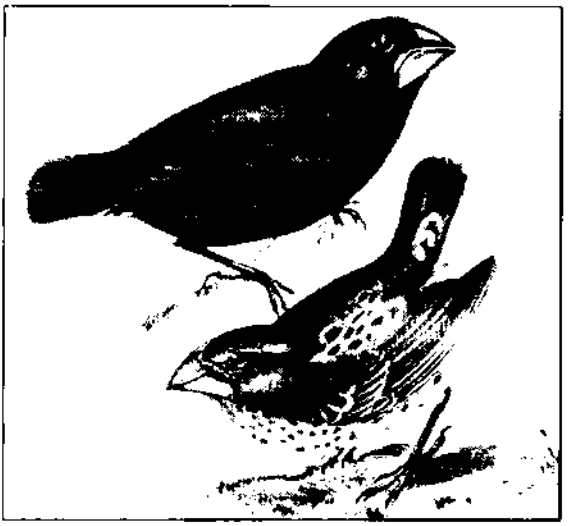

অনন্য মুনিয়াদের একটি প্রজাতি *(Geospiza strenua)*

পাখিদের মধ্যে প্রথমত লক্ষণীয় একটি বাজ, গড়ন বুজার্ড ও শবভুক আমেরিকান পলিবরির মাঝামাঝি, শেষেরটির মতোই অভ্যাস ও গলার স্বর। দ্বিতীয়ত, দু'জাতের প্যাঁচা, খাটো কান, কিন্তু ইউরোপীয় গোলাবাড়ির প্যাঁচার মতো। তৃতীয়ত, একটি রেন, তিনটি ফ্লাইকেচার ও একটি ঘুঘু—অনেকটা ওদের আমেরিকান স্বজাতিদের মতো, তবে বেশ আলাদাও। চতুর্থত, একটা সোয়ালো—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার এই প্রজাতি *(Progne purpurea)* থেকে রঙের জৌলুসে খাটো, আকারেও ছোট, একটু লম্বাটে। পঞ্চম ও শেষত, এক দঙ্গল ফিঞ্চ বা মুনিয়া। ঠোঁটের গড়ন, খাটো লেজ, ধড়ের কাঠামো ও পালকের রঙে ওরা স্পষ্টতই আত্মীয়, সব মিলিয়ে ৪ উপদল ও ১৩ প্রজাতিতে বিভক্ত। এগুলো এই দ্বীপপুঞ্জের একান্ত নিজস্ব পাখি। দুটি প্রজাতি ক্যাকটাসের ফুল খায়, বাকিগুলো ঝাঁকে-ঝাঁকে নিচু এলাকার শুকনো জমিতে খাবার খোঁজে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া পুরুষরা কুচকুচে কালো, স্ত্রীরা বাদামি।

BanglaBook.org

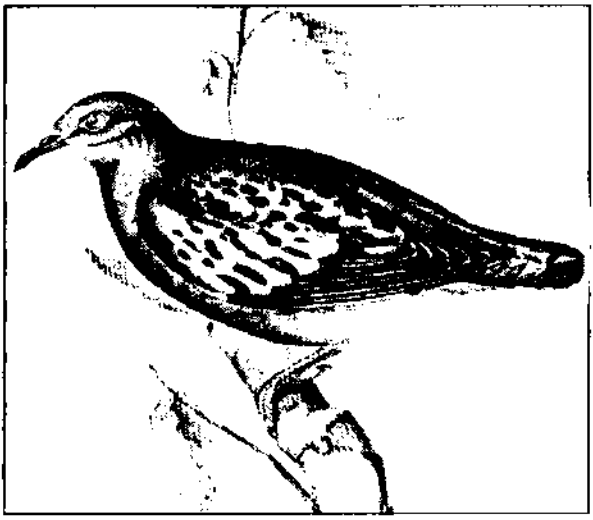

নির্ভীক ঘুঘু *(Zenadia galapagoensis)*

জলপছন্দ ও জলচর ১১ প্রজাতির পাখির মধ্যে ৩টি নতুন। চিলেরা দূরগামী ও ভ্রাম্যমাণ স্বভাবের হলেও এখানকার চিলগুলো দক্ষিণ আমেরিকার স্বজাতিদের থেকে কিছুটা আলাদা। ডারউইন লক্ষ্য করেন যে, ডাঙার পাখি ও প্রাণীদের তুলনায় জলচর জীবজন্তু, বিশেষত কোম্বজ ও কীটপতঙ্গের বৈচিত্র্য কম। এখানে কোনো ব্যাঙ নেই, অথচ পরিবেশটি ওদের জন্য আদর্শ।

সপ্তাহ শেষ হয়ে এলো। ফেরার পথে ডারউইন একটি ডোবার কাছে দাঁড়ান। এটি একটি মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, বেশ গোলগাল, টলটলে পানিতে ভরা। নিচে লবণের স্তর, চারপাশে সবুজ ঘাস। নিঃশব্দ চরাচর, পবিত্রতাকীর্ণ। একটি বস্তুই শুধু এই সৌম্য-সঙ্গতি ভাঙছে—আস্ত এক নরকঙ্কাল, কোনো তিমিশিকারি জাহাজের বিদ্রোহী খালাসিদের হাতে নিহত ক্যাপ্টেনের দেহাবশেষ। নিবিড় নির্জনে গড়ে-ওঠা এই পরম সুস্থিতির মধ্যে রবাহূত মানুষই প্রকৃতির ভারসাম্যের একক বিনষ্টা—এই ভাবনায় আবিষ্ট ডারউইন নীরবে তীরের দিকে এগোন।

এখানে আরো কিছুদিন কাটানোর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তাই সখেদে নোটবইতে লিখলেন : 'অভিযাত্রীর এমনই দুর্ভাগ্য যে কোথাও মনের মতো কিছু পাওয়ামাত্র ফেরার তাড়া আসে।' জাহাজে উঠে নমুনাগুলো গোছাতে গোছাতে আরেকবার নজরে পড়লো, 'নতুন, সবই নতুন—পাখি, সরীসৃপ, কোম্বজ, কীটপতঙ্গ, গাছগাছালি... খুবই চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা।' সামনে দীর্ঘ পথ। অখণ্ড অবসর। মনোযোগ দিয়ে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ পেলেন। গ্যালাপাগসের জীবজগতের নতুনত্ব ও আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সঙ্গে তাদের মিল শুরুতেই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু এবার নজরে পড়লো আরেকটি বিস্ময়—বিভিন্ন দ্বীপের জীবজন্তুর মধ্যেকার বিভিন্নতা, অথচ দ্বীপগুলোর কোনোটাই পরস্পর থেকে ৫০-৬০ মাইলের বেশি দূরে নয়। এই প্রথম দেখলেন বিভিন্ন দ্বীপ থেকে ধরা

BanglaBook.org

মুনিয়াগুলো বিভিন্ন প্রজাতির। তার দৃষ্টি-উন্মীলন ঘটলো। গোটা ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। মনে পড়লো এখানকার ভাইস-গভর্নর মি. লাওসন তাকে বলেছিলেন যে, কচ্ছপ দেখলেই তিনি বলতে পারেন কোন্‌টা কোন্‌ দ্বীপের বাসিন্দা এবং তাদের মাংসের স্বাদও নাকি আলাদা। তাহলে কি বিভিন্ন দ্বীপের কচ্ছপও বিভিন্ন প্রজাতির? আসলেও তাই।

তিনি মুনিয়াগুলো (Geospiza) দেখতে লাগলেন। গ্রীষ্মমণ্ডলের রঙচঙে স্বজাতির তুলনায় বড়ই সাদামাটা, কালা থেকে সবুজ, গলায় কোনো সুর নেই, দাগফুটকি কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের দিক—ঠোঁটের গড়নের এক অদ্ভুত ক্রমান্বয়। একটি দ্বীপের মুনিয়াদের ঠোঁট মোটা, সেখানকার প্রধান খাবার শস্যদানা ও বাদামের শক্ত খোসা ভাঙার উপযোগী। অন্য দ্বীপের এই জাতের পাখিগুলোর ঠোঁট লম্বা ও চোখা, ওখানে বাদাম বা শস্যদানা নেই, আছে অঢেল কীটপতঙ্গ, খায় ওগুলোই। অন্যত্র ওদের ঠোঁটগুলোর গড়ন ক্যাকটাসের ফুল ও ফল খাওয়ার উপযোগী। তাহলে কি বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু থাকার দরুন সেগুলো আহরণের মধ্য দিয়ে বহু প্রজন্মের অবিরাম চেষ্টার ফলে ঠোঁটের গড়ন বদলেছে? নিশ্চয়ই এই মুনিয়ারা কোনোভাবে এক সময় দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এখানে পৌঁছয়। ওইসব দ্বীপে বাদাম, শস্যদানা, ফুল-ফল খাওয়ার কোনো পাখি তখন ছিল না। অন্য কোনো পাখির সঙ্গে খাবার ও জায়গা নিয়ে প্রতিযোগিতাও তাদের করতে হয় নি। অনেক বছরে খাদ্য-পরিস্থিতির চাপেই ঠোঁটের গড়নের এই পরিবর্তন ঘটেছে। লক্ষণীয়, মুনিয়াদের কেউই কাঠঠোকরা হয়ে ওঠে নি, কেননা কাঠঠোকরা নিশ্চয়ই আগেভাগে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ওদের সঙ্গে পেরে ওঠার সাধ্য মুনিয়াদের ছিল না। অতঃপর নোটবইতে লিখলেন 'এইসব দ্বীপের কয়েকটির নিজস্ব প্রজাতির কচ্ছপ, মকিং-থ্রাস, মুনিয়া ও অসংখ্য গাছগাছালি রয়েছে এবং তারা যে অভিন্ন সাধারণ অভ্যাস, অভিন্ন অবস্থানে থাকা ও স্পষ্টতই প্রাকৃতিক জীবন-সংস্থানে এই দ্বীপপুঞ্জে অভিন্ন অবস্থান দখল করে আছে সেটাই আমাকে বড় বিস্মিত করে। প্রজাতিগুলোর কোনো-কোনোটি, অন্তত কচ্ছপ ও কিছু পাখি সুস্পষ্ট জ্ঞাতি হতে পারে। তাত্ত্বিক নিসর্গীর জন্য এটা হবে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।' ডারউইন তখন এটুকুই ভাবতে পেরেছেন। কচ্ছপ ও মুনিয়াদের নতুন জাতি বা ভ্যারাইটি মনে করেছেন, নতুন প্রজাতি নয় (কেননা, প্রজাতি তো ঈশ্বরসৃষ্ট)। তবে বাইবেলীয় সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ইতোমধ্যেই তাঁর বিশ্বাস টলতে শুরু করেছে,

BanglaBook.org

বিশেষত গ্যালাপাগ্‌সের জীবজগতের বৈচিত্র্য ও চিলির আন্দিজ পর্বতমালার গড়ন তাঁর সাবেক চিন্তাধারায় এতোদিনে বেশ বড় একটা চিড় ধরিয়েছে।

আন্দিজ পর্বতে নিরীক্ষাসফর চালানোর সময় লায়েলের *Principles of Geology* গ্রন্থাবলি পাঠের কল্যাণে ডারউইনের ভূতত্ত্বজ্ঞান যথেষ্ট পাকাপোক্ত। ততোদিনে চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসের বদলে যুক্তির দখল কায়েম হয়ে গেছে। অধিকন্তু, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পুঁজিটিও আর ফেলনা নয়। এবার বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে বসলেন।

কী দেখেছিলেন আন্দিজ পর্বতমালায়? ১২ হাজার ফিট উপরে শিলীভূত সামুদ্রিক কোম্বজদের খোলের গোটা একটা চওড়া স্তর এবং সেই সঙ্গে পাথরে-আঁটা পাইনগাছের বড়ো বড়ো খণ্ডের ফসিল। ইতোপূর্বেও তিনি অন্যান্য পাহাড়েও এই জাতীয় ঘটনা দেখেছেন। কিন্তু সেগুলো মনে ততোটা দাগ কাটে নি। এবার তাঁর চোখে একটা ছবি স্পষ্ট হতে লাগলো। চিলির উপকূলে আটলান্টিকের পারে একদা একটি পাইনবন ছিল। সাগরের আগ্রাসনে পাইনবন পানিতে ডুবে যায় ও সমুদ্রতলে শিলীভূত হতে থাকে। তারপর ভূপ্রলয়ে সাগরের তল উপরে উঠে এলে পাইনগাছের সঙ্গে আসে সমুদ্রগর্ভে জমাট-বাঁধা খোলগুলোও। নিশ্চিতই দক্ষিণ আমেরিকার গোটা একটা এলাকা সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল এবং ভূতাত্ত্বিককালের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক পর্বে উত্থিত হয়েছে। আন্দিজ পর্বতের উত্থানকালে এখানে ছিল প্রথমে বনসমৃদ্ধ অনেকগুলো দ্বীপ, তারপর গড়ে-ওঠে একটি অবিচ্ছিন্ন পর্বতমালা আর এই ভূতাত্ত্বিক বিচলনের সঙ্গে ছিল লাগাতার ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত। অতঃপর বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে আস্থা হারিয়ে লায়েলের স্বতঃসিদ্ধবাদে বিশ্বাসী হওয়া ব্যতীত ডারউইনের গত্যন্তর ছিল না।

চার প্রজাতির মুনিয়া, পার্থক্য শুধুই ঠোঁটে

BanglaBook.org

৯

দ্বীপ-দ্বীপান্তরে

বিগ্‌ল্‌ ২০ অক্টোবর গ্যালাপাগ্‌স্‌ ছেড়ে ২৫ দিনে ৩২০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ১৫ নভেম্বর তাহিতি দ্বীপের ভেনাস বন্দরে পৌঁছলো। তীরে নেমে ডারউইন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানুষের সরলতায় মুগ্ধ। লোকেরা বিক্রির জন্য নিয়ে এলো ঝিনুক-শামুকের মালা, ভাজা কলা, তাজা ফল—কমলা, ব্রেডফ্রুট, আনারস ও নারকেল।

অচিরেই তিনদিনের এক সন্ধানসফরের ব্যবস্থা হলো। সঙ্গী স্থানীয় দুটি লোক। যাত্রার সময় বিছানাপত্র, খাবার-দাবার কিছুই সঙ্গে নিলো না, বললো সবই নাকি পাহাড়ে আছে। রাতে তারা বাঁশ ও কলাপাতা দিয়ে চমৎকার ঘর বানালো, ডোবায় নেমে হাতিয়ে অনেকগুলো মাছ ধরলো এবং পাতায় জড়িয়ে আগুনে পুড়ে সেই রোস্ট দিয়ে ভূরিভোজ সারলো। 'আশপাশের গাছপালার তারিফ না করে পারা যায় না। চারিদিকে শুধুই বুনো-কলার বন। অঢেল ফল, খাদ্য হিসেবে নানাভাবে ব্যবহার্য হলেও স্তূপাকারে মাটিতে পচছে। সামনে বুনো-আখের বড় জঙ্গল। একটি পাহাড়ি নদীর উপর আভা-লতার ঘনসবুজ গেঁটেল কাণ্ডের ছাউনি—শক্তিশালী উত্তেজক হিসেবে একদা যার অশেষ খ্যাতি ছিল। আমি এক টুকরো চিবিয়ে দেখলাম। টক ও বিস্বাদ। ...কাছেই বুনো-কচু, ওগুলোর সিদ্ধ গেঁড় চমৎকার খাবার, কচিপাতা পালংশাকের চেয়ে ভালো। লিলিবর্গের আম-আলুর লতা সর্বত্র, স্থানীয় নাম 'তি', ওগুলোর একেকটা শিকড় গাছের গুঁড়ির মতো প্রকাণ্ড, ভারি সুস্বাদু, খেলাম যথেষ্ট। আরো আছে নানান বুনো ফল ও সবজি। ছোট পাহাড়ি নদীতে অঢেল বানগাছ ও বাগদা-চিংড়ি। আমি এবার এই কথাটির অর্থ বুঝতে পারলাম যে মানুষ, অন্তত অসভ্য মানুষ, তাদের আংশিক বিকশিত যুক্তিশক্তিসহ, আসলে উষ্ণমণ্ডলেরই সন্তান।'

তাহিতিতে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কোনো উল্লেখ্য লিখন নোটবইতে নেই,

BanglaBook.org

সমুদ্র থেকে তাহিতি দ্বীপ

আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, স্থানীয় লোকদের সুঠাম শরীর, সরলতা ও অন্যান্য মানবিক গুণের প্রশংসা, দ্বীপের রানীকে দেয়া ফিট্‌স্‌রয়ের সংবর্ধনা ও ভোজসভার বিবরণ, আদিবাসী ও বিদেশি মিশনারিদের আন্তঃসম্পর্ক...

২৬ নভেম্বর জাহাজ তাহিতি ছেড়ে ২৪ দিন পর ২১ ডিসেম্বর নিউজিল্যান্ডের নর্থ-আয়ল্যান্ডে নোঙর ফেললো। পারে নেমে আদিবাসীদের সঙ্গে মোলাকাতের পর ডারউইন বড়ই হতাশ। তাহিতির লোকদের তুলনায় এরা রীতিমতো বর্বর। পরনে দুটো অত্যন্ত নোংরা কম্বল, মুখভরা উলকি, সৌজন্য বিনিময়ের একটিই রীতি, পরস্পরের নাক-ঘষাঘষি। সমুদ্রতীরের একটি গ্রামে গিয়ে দেখলেন লোকসংখ্যা খুবই কম, আদিবাসীদের বাস বস্তিতে, অত্যন্ত গরিব, মজুর ও চাকরবাকরের পেশা। ইংরেজরা থাকে ভালো বাড়িতে, সামনে বাগান, তাতে ইংল্যান্ডের সব ফুল—গোলাপ, হাইড্রেঞ্জিয়া, হ্যানিসাক্‌ল, জেস্‌মিন, বেড়ায় স্টক ও বনগোলাপ। ডারউইনের দেশের কথা মনে পড়লো।

একদিন গেলেন বন্দর থেকে ১৫ মাইল দূরের এক মিশনারি বসতিতে। পথে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। জনমানব নেই। মাঠঘাটে শুধুই ফার্নের জঙ্গল। আদিবাসীদের একটি গ্রাম দেখলেন। লোকেরা আলু চাষ করছে। নতুন আমদানি এই ফসলটি তাঁদের লাগাতার বুভুক্ষা থেকে বাঁচিয়েছে। তারা ফার্নের শিকড়ও খায়। তেমন সুস্বাদু না হলেও পুষ্টিকর। গন্তব্যে পৌঁছে খামারমালিক মি. উইলিয়ামের বাড়ি গেলে তিনি স্বাগত জানালেন। চমৎকার ইংলিশ ল্যান্ডস্কেপ। সবজিভুঁই, ঘোড়ার বাথান, গম ও বার্লির খেত। স্বদেশের

BanglaBook.org

সব ফুল ফল সব্জি—শতমূলী, সিম, শসা, রবার্ব, আপেল, নাশপাতি, অ্যাপ্রিকট, আঙুর, অলিভ, গুজবেরি, ইংলিশ-ওক, আরো কতো কি।

পরদিন তাঁরা পাশের বনে গেলেন। কাউরি পাইনগুলো বিশাল, একেকটার বেড় ৩০-৩৩ ফিট, মসৃণ ও নিঃশাখ কাণ্ড, যেন স্তম্ভ। এগুলোর কাঠ ও ধুনা চড়া দামে বিকোয়। বন নিবিড়, দুর্ভেদ্য। পাখপাখালি কম। এতোবড় একটা দ্বীপের তেমন কোনো একান্ত প্রাণী নেই, শুধুই একটি ধেড়ে-ইঁদুর, যারা আবার নরওয়ে থেকে আসা ইঁদুরের আগ্রাসনে খতম হয়ে যাচ্ছে। একদা নিউজিল্যান্ডে মওয়া পাখির *(Dinornus robustus)* অনেকগুলো প্রজাতি ছিল। একেকটা ১০-১২ ফিটের বেশি উঁচু, উড়তে পারতো না। আঠার শতকেই স্থানীয় বাসিন্দা ও নবাগত ইউরোপীয়রা ওদের খতম করে দিয়েছে। স্থানে স্থানে বিদেশি আগাছাও স্থানীয় লতাগুল্ম হটিয়ে দিচ্ছে। ফরাসিদের আনা এক জাতের বুনো-পেঁয়াজে *(Allium porrum)* গোটা এলাকা ছেয়ে গেছে এবং একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠছে। জনৈক ইংরেজ তামাকের বীজ হিসেবে বনপালং *(Rumex)* বিক্রির ফলে এই নতুন আগাছাটিও ছড়িয়ে পড়েছে।

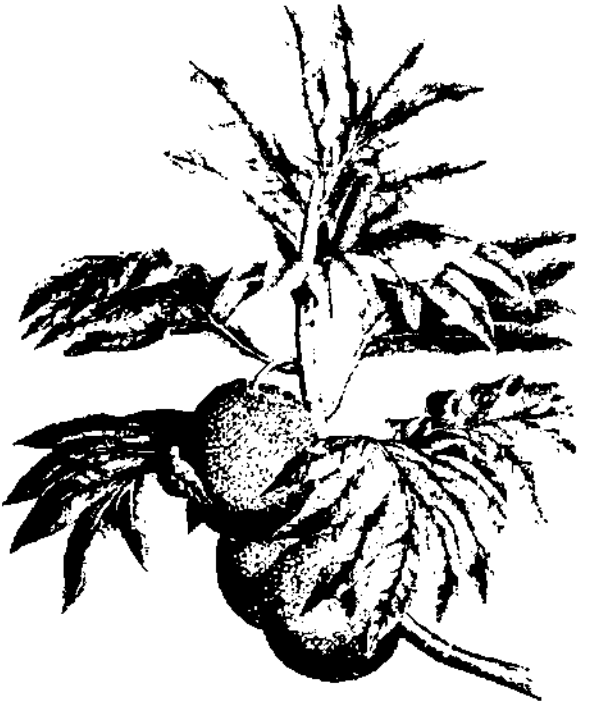

ব্রেডফ্রুট *(Artocarpus altilis)*

নিউজিল্যান্ডে ৯ দিন থেকে বিগ্‌ল্ ৩০ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়া রওনা হলো। পথে ডারউইন নোটবইতে লিখলেন : 'মনে হচ্ছে নিউজিল্যান্ড ছাড়তে পেরে আমরা সকলেই খুশি। জায়গাটা মোটেই স্বস্তিকর নয়। এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে তাহিতির লোকদের সরলতা নেই, আর বেশির ভাগ ইংরেজই স্বদেশের আবর্জনা।'

দু'সপ্তাহ পর ১২ জানুয়ারি (১৮৩৬) বিগ্‌ল্ অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি বন্দরে ভিড়লো। বিশাল সমৃদ্ধ শহর। শ্বেতপাথরের দালান, হাওয়াকল, চওড়া ও চমৎকার রাস্তাঘাট—স্বাচ্ছল্যে ভরপুর। রাতারাতি ধনী হওয়ার দেশ,

BanglaBook.org

নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী

কয়েকটা ভেড়া থাকলেই হলো।

যথারীতি সন্ধানযাত্রা। ৬জন সঙ্গী ও কয়েকটি ঘোড়া। মাঠে কর্মরত কয়েদির দল ও পাহারাদার সেপাই। পথ প্রায় জনশূন্য। মাঝেমধ্যে দু'একটি পশমবোঝাই গাড়ি। সর্বত্র ইউক্যালিপ্টাস। ক্রান্তীয় বনের সেই নিবিড়তা নেই। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। গাছে পাঁশুটে রঙের ছড়ানো-ছিটানো পাতা, কাণ্ডে লেগে থাকা ঝরা-বাকলের টুকরো-টাকরা। সব মিলিয়ে একটা নিষ্প্রাণ অগোছালো পরিবেশ, ছায়াহীন ও অসহ্য উত্তপ্ত।

দেশটা ডারউইনের মন কাড়ে না। একঘেয়ে ভূচিত্র ও কয়েদিদের শ্রমনির্ভর স্বাচ্ছল্য যথাক্রমে ক্লান্তিকর ও অরুচিকর মনে হয়। একদিকে কয়েদিদের ওপর চরম নির্যাতন ও শোষণ, অন্যদিকে বিত্তসঞ্চয়ের একক ভাবনা—এই-ই এখানকার জীবন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি সুস্পষ্ট উপেক্ষা। বরং বহুনিন্দিত আদিবাসীদেরই তাঁর ভালো লাগে। ভারি হাসিখুশি রসিক, নিজ কৃৎকৌশলে সুদক্ষ চমৎকার মানুষ। সন্ধান ও শিকারের ওদের নিজস্ব পদ্ধতিগুলো খুবই উৎকৃষ্ট। অথচ তাঁরা নিজ দেশে পরবাসী, ভবিষ্যৎহীন। নোটবইতে লিখলেন

'যেখানেই ইউরোপীয়দের পা পড়েছে সেখানেই আদিবাসীদের পিছু নিয়েছে মৃত্যু... খুবই অদ্ভুত লাগে যখন দেখি সভ্য মানুষের মাঝখানে একদল নিরীহ অসভ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানে না কোথায় রাত কাটাবে। অথচ ওরা সাদাদের খুবই অনুগত। শিকারের জন্য কুকুর, সামান্য দুধ বা কসাইখানার

অস্ট্রেলীয় আদিবাসী

BanglaBook.org

খানিকটা বর্জ্য পেলে কৃতজ্ঞতায় মাটিতে লুটোয়।'

বনজীবনের অবস্থা খুবই করুণ। শিকারে গিয়ে সারাদিন ঘুরে একটিও ক্যাঙারু মিললো না, বুনো-কুকুরও না। অথচ কয়েক বছর আগে এখানে অঢেল বন্যজন্তু ছিল। ইদানীং এমু প্রায় নিশ্চিহ্ন, ক্যাঙারু দুষ্প্রাপ্য। ইংরেজদের আনা গ্রে-হাউন্ডরা প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করেছে। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি প্লাটিপাসের দেখা মিললো। ডারউইন দারুণ খুশি। এই হংসচঞ্চুরা নদীতে সাঁতরাচ্ছিল। এতোদিন শুধু ছবিতেই দেখেছেন।

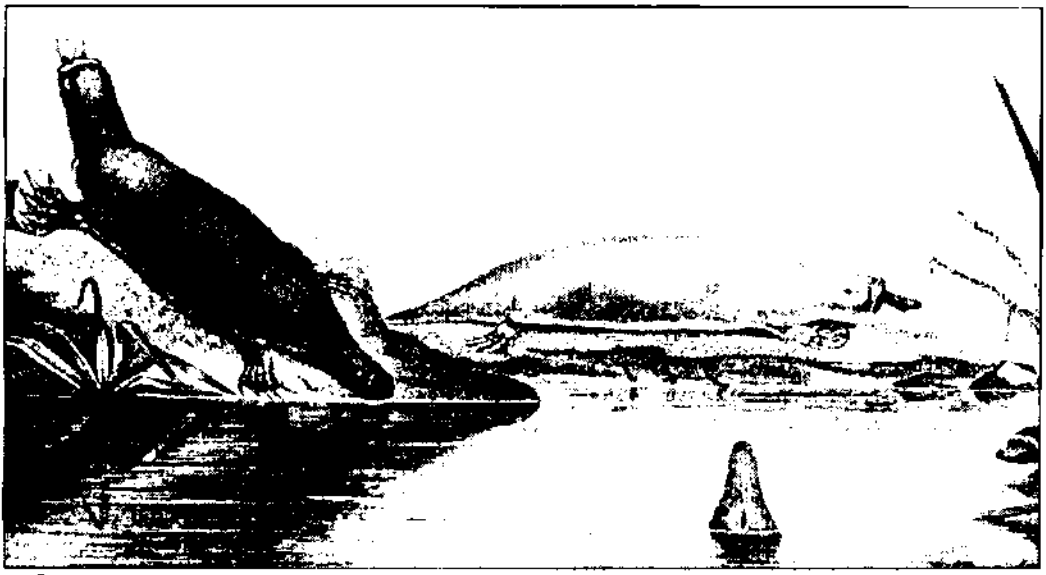

প্লাটিপাস্ (*Ornithorhynchus anatinus*)

জানুয়ারির শেষের দিকে বিগ্‌ল্ টাসমানিয়া গেল। হুবার্ট বন্দরে নেমে ডারউইন মাউন্ট ওয়েলিংটন যান। এখানকার আদিবাসীদের অবস্থা আরো খারাপ। সবাই ব্যাস প্রণালীর ওপারে একটি দ্বীপে তাড়িত ও অন্তরীণ। 'অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবস্থা', নোটবইতে লিখলেন। টাসমানিয়া থেকে ফেরার পথে বিগ্‌ল্ কিং জর্জেস প্রণালীতে ৮ দিন রইলো। 'এমন বিশ্রি ও বেহুদা সময় আর কখনো কাটাই নি।' তবে একটি দৃশ্য ভালো লাগে—অজস্র কাকাতুয়া, উড়ছিল ঝাঁকে-ঝাঁকে।'

১৪ মার্চ শেষ পর্যন্ত বিগ্‌ল্ অস্ট্রেলিয়া ছাড়লো। ডারউইন নোটবইতে লিখলেন 'বিদায় অস্ট্রেলিয়া। তুমি বাড়ন্ত শিশু, তবে এতোটা প্রকাণ্ড ও উচ্চাভিলাষী যে তোমাকে ভালোবাসা কঠিন, শ্রদ্ধালাভের যোগ্যতাও তোমার নেই। তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমি এতোটুকু দুঃখিত বা সন্তপ্ত নই।'

BanglaBook.org

১০

নারিকেল মর্মরিত প্রবালের দ্বীপ

বিগ্‌ল্‌ ১ এপ্রিল ভারত মহাসাগরের কক্কস বা কেলিং দ্বীপে ভিড়লো। ডারউইনের মনে হলো নিসর্গশোভার বিচারে এ যেন গ্যালাপাগসের নরক থেকে স্বর্গে উত্তরণ। প্রবালপ্রাচীরে আছড়ে পড়া ক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা, বালুময় শুভ্র বেলাভূমি, মর্মরিত নারিকেল কুঞ্জ, তাতে হাজার রকমের পাখি—রাজহাঁস, শঙ্খচিল, সমুদ্রবলাকা আর উপহ্রদ বা লেগুনের স্বচ্ছ সবুজ জলের নিচে রঙবেরঙের প্রবালের বাগান, জ্যোৎস্নারাতে উপকূলে স্থানীয় মেয়েদের নৃত্যগীতের আসর, হ্রদে সাঁতার কাটা ও বিশাল সব কচ্ছপের পিঠে চেপে ছুটোছুটি, ডুব দিয়ে বড় রশির মতো শৈবাল টেনে তোলা, মাছ ধরা, সবই আনন্দের, উপভোগের।

এখানে পাওয়া গেল নারকেলভুক কাঁকড়া, প্রবালখোর মাছ, কোম্বজের বিশাল খোল, নারকেল গাছের ডগার বাসিন্দা ইঁদুর। মাছখোর একটি স্থানীয় কুকুর দেখেও ডারউইন অবাক হন। তিনি কাঁকড়াদের খুঁটিয়ে দেখেন। ঢাউশ দুটি দাঁড়া দিয়ে মাটিতে পড়া নারকেলের ছোবড়া সহজেই ছিঁড়ে ফেলে, তারপর মালার তিনটি চোখের একটিতে দাঁড়া ঢুকিয়ে রসালো শাঁস টেনে বের করে খায়। স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে জীবের খাপ-খাওয়ানোর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এখানে ভূচর প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা কম। মরিসাসের ইঁদুর আছে, উঠেছে উপকূলে ডুবে-যাওয়া জাহাজ থেকে। ওগুলো ইংল্যান্ডের স্বজাতির খুবই ঘনিষ্ঠ, তবে আকারে ছোট ও বেশ রঙচঙে। পুরোপুরি স্থলচর কোনো পাখি নেই। একটি করে কাদাখোঁচা ও রেন আছে, এখানে স্থলচর হলেও আসলে জলচর বর্গেরই প্রজাতি। সরীসৃপের মধ্যে শুধুই এক জাতের টিকটিকি। অঢেল মাকড়সা ছাড়াও আছে নানা জাতের কীটপতঙ্গ। সংগৃহীত

BanglaBook.org

১৩ প্রজাতির মধ্যে একটিই শুধু বর্মপোকা। প্রবালখণ্ডের ফাঁক-ফোকরের বাসিন্দা এক জাতের পিঁপড়েও যথেষ্ট। জলচর জীবজন্তু অনেক জাতের। এক প্রজাতির কাঁকড়া বড়ই অদ্ভুত, গায়ে অন্য জাতের প্রাণীর খোল বয়ে বেড়ায়। সামুদ্রিক রাজহাঁস সর্বত্র। দুই জাতের চিল ওখানেই বাসা বাঁধে।

এই দ্বীপের গাছপালা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথম দৃষ্টিতে সবই নারকেল মনে হলেও আড়ালে-আবডালে ৬-৭ প্রজাতির অন্য গাছও রয়েছে। লতাগুল্ম সামান্য। ছত্রাক, লাইকেন ও মস বাদে বড় জোর ২০ প্রজাতি। দুই প্রজাতির দুটিমাত্র গাছ দাঁড়িয়ে আছে উপকূলে। বড়ই অদ্ভুত। কীভাবে এরা এখানে এলো? নিশ্চয়ই সমুদ্রস্রোতে বহুদূর থেকে ভেসে আসা বীজের দৌলতে। এখানকার সবগুলো বুনো গাছপালাই দূরদূরান্তর, বিশেষত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে, ভেসে আসা বীজের ফসল। বীজগুলো অন্তত ১৮০০-২০০০ মাইল দূরত্ব নোনাপানিতে পাড়ি দিয়েও বেঁচে থেকেছে। এও কি সম্ভব? কিন্তু অন্যতর ব্যাখ্যা ডারউইন খুঁজে পান না।

কেলিং দ্বীপের মালিক ক্যাপ্টেন রস থাকেন উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে নারকেল বাগানের ভেতর এক খামারবাড়িতে। চাকর-বাকররা উপহ্রদের পারে লাইনবন্দি ব্যারাকে। পুরুষরা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের, কিন্তু বেশির ভাগ স্ত্রীলোকই চৈনিক। বড়ই গরিব লোকগুলো। ঘর অসজ্জাহীন। তবে সবাই স্বাস্থ্যবান। নারকেল আর সামুদ্রিক কচ্ছপের দৌলতে খাদ্যাভাব নেই। শিশুরাও নাদুস-নুদুস।

ফিট্‌স্‌রয় ও ডারউইন এখানে প্রবালদ্বীপের উৎপত্তির ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। লেগুন বা উপহ্রদকে সমুদ্রগর্ভের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বলা হয়। কিন্তু কোনো কোনো উপহ্রদ এতোটা চওড়া যে সেক্ষেত্রে এই ধারণা প্রযোজ্য হতে পারে না। এখানকার প্রবালপ্রাচীরে ভারত-মহাসাগরের প্রবল ঢেউ অবিরাম আছড়ে পড়ে আর ঝড়ের সময় সেগুলোর আঘাত যখন প্রচণ্ডতম হয়ে ওঠে তখন এই প্রাচীর গ্রানাইট বা কোয়ার্টসের তৈরি হলেও এতোদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। অথচ এগুলো টিকে আছে অনন্তকাল। কিন্তু কীভাবে? ডারউইন নোটবইতে লিখলেন 'পলিপাসের আঠালো ও নরম শরীর প্রাণশক্তির নিয়মের দৌলতে সমুদ্রতরঙ্গের যান্ত্রিক শক্তিকে হারিয়ে দিচ্ছে, যা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা মানুষের কৃৎকৌশল বা প্রকৃতির জড়কর্মের পক্ষে অসম্ভব।'

তীরভূমি থেকে মাত্র ৬৬০০ ফিট দূরে ফিট্‌স্‌রয় ৭২০০ ফিট লম্বা দড়ি

BanglaBook.org

বা গাধসূত্র ফেলেও তল পেলেন না। বোঝা গেল, উপহ্রদটি একটি জলমগ্ন পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে, যার কিনার শঙ্কুবৎ আগ্নেয়গিরির চেয়েও খাড়া। তাঁরা গাধসূত্রের আগার সিসায় চর্বি মাখিয়ে ডোবাতে ডোবাতে শেষ পর্যন্ত ৬০ ফিট নিচে প্রবালের ছাপ পেলেন। তারপর যতই গভীরে যেতে লাগলেন প্রবালের ছাপ ততোই কমে আসতে লাগলো এবং শেষে শুধুই বালু। এভাবে এই সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌছলেন যে, প্রবাল-পলিপ্‌রা ১২০-১৮০ ফিট গভীরতা পর্যন্ত থাকে এবং ডালপালা ছড়িয়ে প্রাচীরগুলো গড়ে তোলে। কিন্তু এজন্য প্রয়োজনীয় ভিতটা ওখানে গড়ে ওঠে কীভাবে? নদী না থাকায় নদীবাহিত পলিমাটি জমার কোনো সম্ভাবনা নেই। কোনো উত্তোলক শক্তি ১২০-১৮০ ফিট উঁচু কিছু ঢিপি তুলে থেমে গেছে, আর ওপরে ওঠে নি, এটাও অসম্ভব। তা হলে কী ঘটেছে? অতঃপর একটিই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বাকি থাকে এখানে পাহাড় ছিল আর এই ডুবন্ত পাহাড়ে বাসা বেঁধেছে প্রবাল-পলিপ্‌রা এবং পাহাড় যতো ডুবেছে ততোই উঁচু হয়ে উঠেছে প্রবালপ্রাচীরগুলো। ডারউইন নোটবইতে লিখলেন 'প্রত্যেকটি প্রবালপ্রাচীর হলো একেকটি লুপ্ত দ্বীপের স্মৃতিস্তম্ভ... তারপর আমরা সেই মহাকর্মপ্রণালীর ব্যাপারে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি পাই, যা ভূগোলকের উপরিতল ভেঙেছে, জলভাগ ও স্থলভাগের স্থানবদল ঘটিয়েছে।' বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্তটি একজন স্বতঃসিদ্ধবাদী ভূবিজ্ঞানী।

BanglaBook.org

১১

গৃহপানে

অতঃপর ডারউইন আর কোনো উল্লেখ্য সন্ধানযাত্রা বা সংগ্রহে যান নি। পাঁচ বছর দেশ ছেড়েছেন। বাড়ির জন্য মন অনুক্ষণ উতলা। দেশের গাছগাছড়া, ফুল-ফল দেখলে ব্যাকুলতাই কেবল বাড়ে। ২৯ এপ্রিল বিগ্‌ল্‌ থেকে মরিশাস দেখা গেল। বড়োই দৃষ্টিনন্দন : পাহাড়ের ঢালে বাড়িঘর, বিস্তীর্ণ আখখেতের সবুজ, মাঝে-মাঝে বনাচ্ছন্ন টিলা, চষাজমি, পাহাড়চূড়োয় লেগে থাকা সাদা সাদা মেঘ। জাহাজ নোঙর ফেললো পোর্ট-লুইস বন্দরে।

পরদিন ডারউইন শহরে গেলেন। লোকসংখ্যা ২০ হাজার। রাস্তাগুলো সুবিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন। অনেকদিন ফরাসিদের দখলে থাকার চিহ্নসমূহ এখনো রয়ে গেছে। লোকে ফরাসি ভাষায় কথা বলে। দোকানপাট সবই ফরাসিদের। অনেকগুলো বইয়ের দোকান। রাস্তায় বিভিন্ন জাতের মানুষ। দ্বীপান্তর দণ্ডভোগী ভারতীয়দের সংখ্যা ৮ শতাধিক। সবাই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। 'এদের দেখার আগে জানতাম না যে ভারতীয়রা এতোটা সৌম্য ও সুদর্শন।' এই কয়েদিরা পূর্তবিভাগের শ্রমিক। বয়স্কদের অনেকেরই বড় বড় গোঁফ ও ধবধবে সাদা দাড়ি। খুন ও তদ্রূপ মারাত্মক অপরাধ কিংবা ইংরেজের আইনভঙ্গে দণ্ডিত এই লোকগুলো বড়ই শান্ত ও ভদ্র। 'বাহ্য আচরণ, পরিচ্ছন্নতা ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি অবিচল আস্থার নিরিখে এদের সঙ্গে নিউ-সাউথওয়েল্‌সে আমাদের দণ্ডিতদের তুলনা অতঃপর অসম্ভব হয়ে ওঠে।'

৯ মে বিগ্‌ল্‌ পোর্ট-লুইস ছেড়ে আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তের উত্তমাশা অন্তরীপ ছুঁয়ে ৮ জুলাই সেন্ট-হেলেনা দ্বীপে পৌঁছলো। দূর থেকে দ্বীপটিকে সমুদ্র ফুঁড়ে-ওঠা একটি দুর্গের মতো দেখায়। শহরটি এক সঙ্কীর্ণ সমতল উপত্যকায়। বাড়িঘর বেশ জাঁকালো। গাছপালা কম। নেপোলিয়নের

BanglaBook.org

সমাধির খুব কাছে ডারউইন চার দিনের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন এবং সকাল-সন্ধ্যা দ্বীপের ভূতত্ত্ব নিয়ে মেতে রইলেন। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। ঝড়ো বাতাস। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি। তীরের কাছে অমসৃণ লাভার স্তর উন্মুক্ত। মধ্য ও উঁচু এলাকায় গলানো ফেল্ডস্পাথিক পাথরের কাদামাটি, শ্যামলিমাহীন, কিন্তু ১৫০০ ফিট ওপরে অঢেল গাছগাছালি। অধিকাংশই ইংল্যান্ডের। চূড়োয় স্কচ-ফার, ঢালুতে হলুদ ফুলে ভরা শিমগোত্রীয় কাঁটাঝোপ, খালের পারে উইপিং উইলো, সর্বত্র ব্ল্যাকবেরির ঝাড়। গোটা দ্বীপের ৭৪৬টি প্রজাতির গাছপালার মধ্যে ৫২টি সম্পূর্ণ দেশীয়, বাদবাকিদের মধ্যে বেশির ভাগই ইংল্যান্ডের, তবে অস্ট্রেলীয়ও আছে।

১৯ জুলাই জাহাজ আটলান্টিকের অ্যাসেন্‌সন্‌ দ্বীপে পৌঁছলো। এটিও

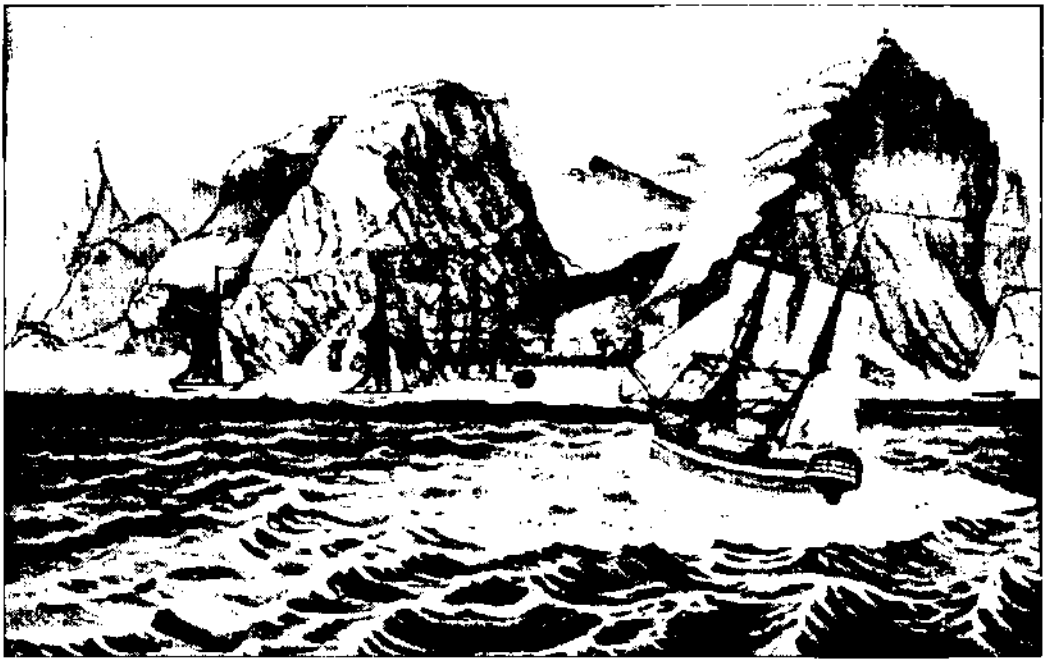

সেন্ট-হেলেনা দ্বীপ

একটি আগ্নেয়দ্বীপ। লাল রঙের অনেকগুলো টিলা, মসৃণ ও চোখা, মাঝখানের টিলাটি সবচেয়ে বড়, মাথাকাটা। কোনো গাছগাছালি নেই। বেলাভূমিতে ছড়ানো অঢেল কালো কালো পাথর। জায়গাটা বড়ই নিষ্প্রাণ। কোনো আদিবাসিন্দা নেই, সবাই পলাতক জাহাজি, বেশির ভাগই কালো, কিছু সাদাও আছে। সমুদ্র নয়, শক্ত মাটিই ওদের বেশি পছন্দ।

পরদিন ডারউইন ২৮৪০ ফিট উঁচু গ্রিনহিলের উদ্দেশে রওনা হলেন। বন্ধ্যা তীর ছাড়লেই বাড়িঘর, সুন্দর বাগান, খেত। পথের পাশে জলসত্র, তৃষ্ণার্তের জন্য সুপেয় পানির সুব্যবস্থা। জল-সুরক্ষার জন্য ঝরনাগুলোর

BanglaBook.org

ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত। মাঠে ছড়ানো-ছিটানো ঘাস, মাঝে মাঝে ভেড়েণ্ডার বন, প্রচুর ফড়িং। বুনো-জীব কম। স্থলচর কাঁকড়া ও দু'জাতের ইঁদুরই বেশি। উচ্চভূমির ইঁদুরগুলো কালো, লোম মিহি ও মসৃণ আর উপকূলীয়রা বাদামি রঙের, লোম লম্বা ও খসখসে। স্থানীয় কোনো পাখি নেই। আমদানি করা কিছু মুরগি দিব্যি বুনো হয়ে গেছে। ইঁদুর মারার জন্য আনা বিড়ালরা গোটা দ্বীপ ছেয়ে ফেলেছে। একটিও বড় গাছ নেই। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে ডারউইন দূর থেকে মাঠে অসংখ্য সাদা সাদা ছোপ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, এক জাতের সামুদ্রিক পাখি রোদে ঘুমোচ্ছে এবং এতোটাই নিশ্চিন্ত যে, যে-কেউ অক্লেশে ধরে ফেলতে পারে।

এখানে ডারউইন বোনের এক চিঠিতে জানতে পারেন যে, অধ্যাপক অ্যাড্রাম সেজউইক তাঁদের বাড়ি এলে কথা প্রসঙ্গে ডা. ওয়ারিংকে জানিয়েছেন যে, ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী সমাজে ইতোমধ্যেই ডারউইনের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়ে গেছে। এই ঘটনার বহুকাল পর *আত্মজীবনী*তে লিখেছেন 'এই চিঠি পড়ার পর আমি অ্যাসেন্সনের পাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠি এবং আগ্নেয়শিলায় জিওলজিক্যাল হাতুড়ি ঠুকে ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ তুলতে থাকি। এ থেকেই সুস্পষ্ট যে আমি আসলে কতোটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলাম।'

অ্যাসেন্সন্ থেকে জাহাজ আবার ব্রাজিলের উদ্দেশে রওনা হয়ে ৩ আগস্ট বাহিয়া বা সান-সালভাদর পৌঁছলো। আবার ডারউইন স্বপ্নরাজ্য ক্রান্তীয় অরণ্যে ঘুরে বেড়ালেন। অঞ্চলটি ৩০০ ফিট উঁচু মালভূমি, কোথাও কোথাও ক্ষয়ে গিয়ে গড়ে উঠেছে উপত্যকা। নানা জাতের বড় বড় গাছ, মাঝে-মাঝে চষাখেতের ফালি, লোকালয়, কন্‌ভেন্ট, গির্জা, অরণ্যের প্রাকৃতিক শোভার পটভূমিতে বড়ই দৃষ্টিনন্দন। শ্যামল মাঠের মাঝখানে কোথাও কোথাও উদোম লালমাটির ফালি। কাছেই সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার, অশ্রান্ত জলমর্মর। নিসর্গের এসব উপাদান নিয়ে 'একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকা একেবারেই অসম্ভব। বিজ্ঞ নিসর্গীরা ক্রান্তীয় অঞ্চলের নানা বিষয়সহ এই দৃশ্যাবলী বর্ণনা করেন। কিন্তু হার্বেরিয়ামে কোনো গাছের একটি শুকনো নমুনা দেখে নিজস্থানে তার সত্যিকার ছবিটি কে আন্দাজ করতে পারে? হট-হাউসের বনবৃক্ষ দেখে তার যথার্থ আকারটি কি অনুমান করা যায়? পতঙ্গবিদের কামরায় টানানো ঝলমলে বিদেশি প্রজাপতি ও ঘুর্ঘুরেপোকার মতো বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে শেষেরটির উচ্চগ্রাম ঐকতান সঙ্গীত আর উষ্ণমণ্ডলের রৌদ্রোজ্জ্বল স্তব্ধ দুপুরে প্রথমটির অলস ওড়াউড়ির মতো দৃশ্যের কতোটা কাছে পৌঁছনো সম্ভব? সূর্য মধ্যাকাশে

BanglaBook.org

থাকার সময়ই এগুলো দেখতে হয়। এই সময় নিবিড় জমকালো আমগাছ গাঢ় ছায়ায় মাটি ঢেকে রাখে, উপরের ডালপালা সবুজের আলো ছড়ায়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আলাদা। গাছগাছালি সেখানে এতোটা গাঢ় রঙের, এতোটা নিবিড় নয়। সেখানকার অরণ্যপ্রকৃতিকে তাই দুপুরের বদলে দিনান্তের রঙবেরঙের আলোয়ই সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।' তারপর আবার বাহিয়ার ক্রান্তীয় নিসর্গ বর্ণনায় ফিরে গিয়ে লিখেছেন 'বারবার থেমে ফিরে ফিরে ওই সৌন্দর্য দেখছিলাম, এগুলোকে চিরদিনের জন্য মনে গেঁথে নিতে চাইছিলাম। অবশ্য জানতাম কোনো এক সময় এসব মন থেকে মুছে যাবে নিশ্চিতই। লেবু, আম ও পাম গাছ, ট্রি-ফার্ন সবই স্পষ্ট ও পৃথকভাবে টিকে থাকবে, কিন্তু সৌন্দর্যের হাজার হাজার টুকরো-টাকরা, যা একত্রে একটি অনন্য দৃশ্যপট গড়ে তোলে, তা ক্রমেই ঝাপসা হতে থাকবে বা মিলাতে মিলাতে কিছুটা থেকেও যাবে শৈশবে শোনা গল্পের মতো, ছবিটি অস্পষ্ট অথচ কতোসব আশ্চর্য বিষয়বস্তুতে ভরা।'

বিগ্‌ল্‌ বাহিয়া ছেড়ে ব্রাজিলের আরেকটি বন্দর পারানামবুকো ছুঁয়ে অবশেষে ১২ আগস্ট স্বদেশের পথে রওনা হলো। ডারউইন নোটবইতে লিখলেন 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দাসপ্রথার এই দেশে আর কোনোদিন ফিরতে হবে না। আজও দূরে কোনো আর্তনাদ শুনলে মনে পড়ে যায় পারানামবুকো শহরের একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে কানে এসেছিল লাগাতার কাতর গোঙরানি, যা কোনো হতভাগ্য দাসের ওপর অমানুষিক নিপীড়ন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অথচ আমি একটি শিশুর মতোই তখন নিরুপায়।'

ডারউইনের কালে দাসপ্রথাবিরোধী ক্যামিও (চীনামাটির)

বিগ্‌ল্‌ ২ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় ইংল্যান্ডের ফালমাউথ বন্দরে নোঙর ফেললো। শেষ হলো প্রায় পাঁচ বছরের (ডিসেম্বর ১৮৩১—অক্টোবর ১৮৩৫) দীর্ঘ সফর। অধীর ডারউইন সেদিনই রাতের কোচে শ্রুস্‌বারি রওনা হলেন। রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। ঘোড়া-টানা কোচ চলেছে হোঁচট খেতে খেতে। নিজ শহরে পৌঁছলেন মঙ্গলবার গভীর রাতে। বাড়িতে ফেরার দিনক্ষণ আগে জানানো

BanglaBook.org

হয় নি, আর সেটা সম্ভবও ছিল না। মাঝরাতে সবার ঘুম-ভাঙানো ও অতঃপর হইচই ইত্যাদি ঝামেলা এড়ানোর জন্য হোটেলেই রাত কাটালেন। পরদিন সকালে যখন বাড়ি পৌঁছলেন গোটা পরিবার তখন চায়ের টেবিলে। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরলো, ছুটে এলো গৃহকর্মীরা এবং শেষে তাঁর প্রিয় কুকুরটিও।

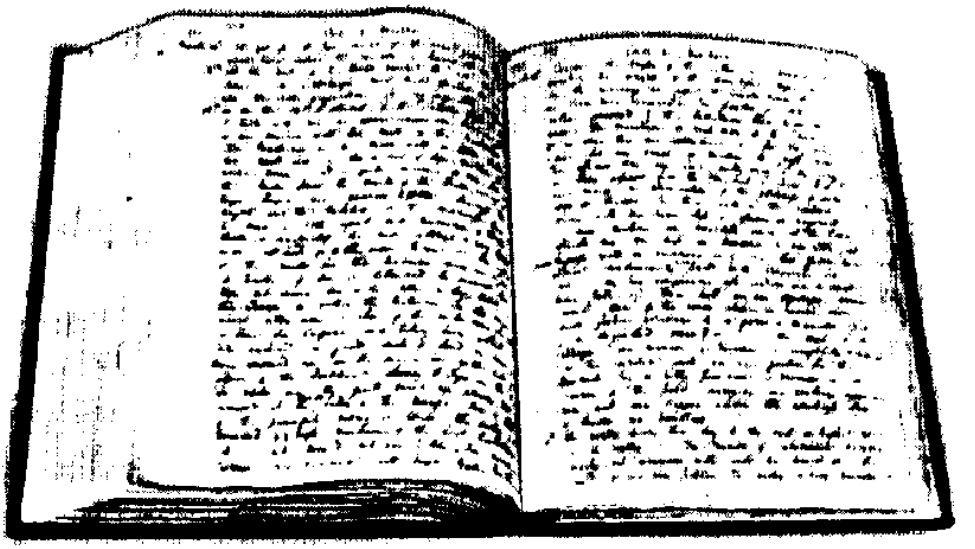

বিগ্‌ল্‌-ভ্রমণের পাণ্ডুলিপি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG